27.

১ম ভাগ

বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ

"যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্‌ঞত্তো,
সো বো মমচ্চয়েন সথা।" [মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্ত]

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ

——:o:——

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের সাধারণ নাম ও শ্রেণীবিভাগ।—বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পালি বা পিটক, (২) অনুপালি বা অনুপিটক। এই বিভাগ অনুসারে পালি বুদ্ধ-বচন-যুক্ত ত্রিপিটক বা মূল বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেরই একটি বিশিষ্ট আখ্যা এবং অনুপালি ত্রিপিটকের বহির্ভূত ও উহাকে উপজীব্য করিয়া উদ্ভূত যাবতীয় বৌদ্ধগ্রন্থের একটি সাধারণ সংজ্ঞা। সূত্র বা উপদেশ, বিনয় ও অভিধর্ম্ম জাতীয় মূল বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ লইয়াই ত্রিপিটক। অর্থকথা, আচার্য্যবাদ, কোষ, সংগ্রহ, বংশ, টীকা, অনুটীকা, ব্যাকরণ, দীপিকা, গ্রন্থি ইত্যাদি নামে পরিচিত 'পালিমুক্ত' বা পিটক সংজ্ঞার বহির্ভূত ও পিটকোপজীবী গ্রন্থসমূহ লইয়াই অনুপিটক। মহাযান মতের মূল গ্রন্থগুলি পালি-ত্রিপিটকের বহির্ভূত এবং পরবর্ত্তী রচনা হইলেও ত্রিপিটক নামে আখ্যাত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে বোধিসত্ত্ব-পিটকও বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থকে নির্দ্দেশ করে এইরূপ মাত্র দুইটি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, একটি 'পরিয়ত্তি' বা পর্য্যাপ্তি, আর একটি 'সাসন' বা শাসন। তন্মধ্যেও আবার 'পরিয়ত্তি' বা পর্য্যাপ্তি মূলতঃ ত্রিপিটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয় *; 'সাসন' বা শাসন শব্দেও কেবল বৌদ্ধগ্রন্থকে না বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘ এবং তৎসংক্রান্ত শিক্ষা, বিধি, বিধান ও গ্রন্থাদি অনেক বিষয়কে নির্দ্দেশ করে †। চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের চৈনিক অনুবাদগুলির যে একটি প্রাচীন তালিকা আছে ‡ উহাতে ত্রিপিটক শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তালিকায় প্রাচীন ও আধুনিক সকল বৌদ্ধগ্রন্থকেই ত্রিপিটক নামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই তালিকায় হীনযান ও মহাযান ভেদে ত্রিপিটক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। স্থবিরবাদ, মহাসাংঘিক,

---

* অনাগতবংসে 'পরিয়ত্তি' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

† সাসনবংস কিংবা সাসনবংসদীপে 'সাসন' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

‡ রেভারেণ্ড সেমুয়েল বীল উক্ত তালিকার প্রথম ইংরাজী সংস্করণ (Catalogue of the Chinese Buddhist Tripitaka) এবং জাপান দেশীয় অধ্যাপক ডাঃ বুনিও নান্‌জিও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (Catalogue of the Buddhist Tripitaka) প্রকাশ করিয়াছেন।

মহীশাসক, সর্ব্বাস্তিবাদ, ধর্ম্মগুপ্ত ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধ নিকায় বা সম্প্রদায়গুলির গ্রন্থ সমূহ হীনযান শ্রেণীর এবং অবশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি মহাযান শ্রেণীর অন্তর্গত। তিব্বতীয়, বৌদ্ধ-অনুবাদ-গ্রন্থ তাঞ্জুর ও কাঞ্জুরের বিভাগ অনুসারে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের আলোচনা করিতে হইলে (১) পালি বা পিটক ও (২) অনুপালি বা অনুপিটক এইরূপ একটি বিভাগ অবলম্বন করা সমীচীন। বর্ত্তমান কোষগ্রন্থে এইরূপ বিভাগই গ্রহণ করা হইল। পিটক ও অনুপিটক গ্রন্থকোষের শেষভাগে আধুনিক বৌদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থ এবং নিবন্ধগুলির বিবরণও প্রদত্ত হইল।

[পিটক গ্রন্থাবলী]

পালি বা পিটক বিভাগ।—পালি (পা঳ি), তন্ত্রী (তন্তি), প্রবচন (পাবচনং), পর্য্যাপ্তি (পরিয়ত্তি), বুদ্ধবাক্য (বুদ্ধ-বচনং) ইত্যাদি নাম ত্রিপিটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। সূত্র (সুত্তং), বিনয় (বিনয়ো) ও অভিধর্ম্ম (অভিধম্মো) নামে মূল-বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহের তিনটি পিটক বা আধার লইয়াই ত্রিপিটক। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে যে তিনটি পিটক সুরক্ষিত ছিল এবং যাহাদের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ সিংহলী, শ্যামী, বর্ম্মী ও রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সেই সমস্তই স্থবিরবাদ (থেরবাদ) বা বিভাজ্য বাদ (বিভজ্জবাদ) নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বা প্রামাণ্য গ্রন্থ। উহারাই বর্ত্তমানে পালি-ত্রিপিটক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মহাবংস নামক বংশ ও কাব্য শ্রেণীর সিংহলেতিহাসে এই পালি-ত্রিপিটকের বহির্ভূত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে অর্থকথা (অট্ঠকথা) ও ভিন্নরূপ-আচার্য্যবাদ বা ভিন্নবাদ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। * তন্মধ্যে ভিন্নরূপ-আচার্য্যবাদ বা ভিন্নবাদ শব্দে স্থবিরবাদ ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মত ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহকে নির্দ্দেশ করে। মহাসাংঘিক বা মহাসাংগীতিক, মহীশাসক, সর্ব্বাস্তিবাদ ও ধর্ম্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন, অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদ চৈনিক বা তিব্বতীয় কিংবা উভয় ভাষায় আছে। ঐ সকল ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাবস্তু, ললিত-বিস্তর ও বুদ্ধ-চরিত প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত মূল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চৈনিক ত্রিপিটক তালিকার অন্তর্গত গ্রন্থগুলির নাম ও শ্রেণী বিভাগ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিই স্পষ্টতঃ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকের এবং

---

* মহাবংস, অঃ ৩৭—

"পালিমত্তং ইধানীতং নত্থি অট্ঠকথা ইধ। তথাচরিয়-বাদা চ ভিন্নরূপা ন বিজ্জরে।"

অবশিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি স্পষ্টতঃ সূত্র ও বিনয় এই দুই পিটকে বিভক্ত ছিল। কাজেই বর্ত্তমানে যাহা ত্রিপিটক বা পালি-ত্রিপিটক নামে পরিচিত তাহা মূল বৌদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের একটি বিশেষ সংস্করণ মাত্র। ইহাকে স্থবিরবাদ বা বিভাজ্যবাদ সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অন্যান্য সংস্করণগুলির সহিত ইহার বস্তুগত অনেক মিল থাকিলেও ভাষা, সূত্র-সংখ্যা, সূত্র-বিন্যাস ও প্রয়োগ বিষয়ে বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পালি-ত্রিপিটকের সহিত সমুদায় সংস্করণের যথাসম্ভব তুলনা করিতে না পারিলে মূল বৌদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের ইতিহাস ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের চৈনিক কিংবা তিব্বতীয় অনুবাদগুলি আমাদের অনধিগম্য। যে কয়েকখানি ইংরেজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যেই আমরা ভারত হইতে লুপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের মূল পাঠ সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত চৈনিক ত্রিপিটক-তালিকার ইংরেজী সংস্করণ, বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর নামক তিব্বতীয় অনুবাদ গ্রন্থদ্বয়ের তালিকা এবং ভিন্ন ভিন্ন জর্ণেলে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হইতেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ফা-হিয়েঙ, হিউয়েনসাঙ্, ই-ৎসিঙ্ প্রভৃতি চৈনিক পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহেও লুপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থগুলির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু অভিধর্ম্ম-কোষ-ব্যাখ্যা, মাধ্যমিকবৃত্তি, শিক্ষা-সমুচ্চয়, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থেও লুপ্ত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের নাম ও কতিপয় পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল তথ্য পিটক বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে! এমতাবস্থায় পালি-ত্রিপিটক, এবং ইহার বহির্ভূত ও উপজীবী কতিপয় পালি গ্রন্থই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাহিত্যাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করিবার প্রধান উপায়।

পালি বা বুদ্ধ-বচনের শ্রেণী-বিভাগ।—সমন্ত-পাসাদিকা, সুমঙ্গল-বিলাসিনী, অত্থসালিনী প্রভৃতি বুদ্ধঘোষের কতিপয় অর্থকথা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে * পালি বা বুদ্ধবচনের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণী-বিভাগগুলি নিম্নে বিবৃত করা হইল :—

(১) উপদেশ ও আদেশ অনুসারে বুদ্ধ-বচন দ্বিবিধ—ধর্ম্ম ও বিনয় ;

* সম-পাসা, পৃঃ ৮ ; সুম-বিলা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০—৩৩ ; অথ-সা, পৃঃ ১৭—১৮ ; "ধম্ম-বিনয়বসেন দুবিধং, পঠম-মজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তিবিধং, পিটকবসেন তিবিধং, নিকায়বসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গবসেন নববিধং, ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতিসহস্সবিধং।" তন্মধ্যে ইহাও লিখিত আছে যে পিটক গ্রন্থগুলি 'রসবসেন একবিধং', 'রস' বা সাধন হিসাবে সমস্তই এক। এই রসের নাম বিমুক্তি, অর্থাৎ মোক্ষসাধনই ধর্ম্মবিনয়াদি সকল গ্রন্থের প্রয়োজন।

(২) কালপর্য্যায়ক্রমে ত্রিবিধ—প্রথম, মধ্যম ও পশ্চিম বা অন্তিম ;

(৩) পিটক অনুসারে ত্রিবিধ—সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধম্ম (অভিধর্ম্ম) ;

(৪) নিকায় বা আগম অনুসারে পঞ্চবিধ—দীঘ-নিকায় বা দীঘাগম (দীর্ঘাগম), মজ্ঝিম-নিকায় বা মজ্ঝিমাগম (মধ্যমাগম), সংযুত্ত-নিকায় বা সংযুত্তাগম (সংযুক্তাগম), অঙ্গুত্তর-নিকায় বা একুত্তরাগম (একোত্তরাগম), খুদ্দক-নিকায় বা খুদ্দকাগম (ক্ষুদ্রকাগম) ;

(৫) অঙ্গ বা শ্রেণী অনুসারে নববিধ—সুত্ত (সূত্র), গেয়্য (গেয়), বেয়্যাকরণ (ব্যাকরণ), গাথা, উদান, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক), জাতক, অব্ভুতধম্ম (অদ্ভুত-ধর্ম্ম), বেদল্ল (বেদল্য) * ;

(৬) পাঠ বা পরিচ্ছেদ-গণনা অনুসারে চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মস্কন্ধ বা ৮৪০০০ ধর্ম্মখণ্ড।

ধর্ম্ম-বিনয়-বিভাগ।—বুদ্ধ-বচনের ধর্ম্ম ও বিনয় বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেই এই বিভাগটি দৃষ্ট হয়। "সিয়া খো পন আনন্দ তুম্হাকং এবমস্স—অতীত-সত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থা তি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চয়েন সত্থা।" † "আনন্দ, তোমাদের এমনও মনে হইতে পারে—শাস্তার প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাণীসমূহ অতীত হইয়াছে, অতএব আমাদের আর শাস্তা নাই। কিন্তু, আনন্দ, এইভাবে বিষয়টি দেখিলে চলিবে না। কেননা, যে ধর্ম্ম ও যে বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপ্ত হইয়াছে তাহাই আমার অবর্ত্তমানে তোমাদিগের শাস্তা।" এই স্থলে ধর্ম্ম ও বিনয় শব্দে মুখ্যতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ-বিভাগ নির্দ্দেশ করে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ এইরূপ আরও অনেক উক্তি আছে যাহাতে ধর্ম্ম ও বিনয় মুখ্যতঃ গ্রন্থ-বিভাগ না বুঝাইয়া শাসন বা শিক্ষা-পদ্ধতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে। নিম্নে এইরূপ দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম উক্তি বুদ্ধ তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে এবং দ্বিতীয় উক্তি সম-সাময়িক জৈন, আজীবিক ও পরিব্রাজক সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা-পদ্ধতিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন—(১) "যো ইমস্মিং ধম্ম-বিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।" ‡ "যিনি এই ধর্ম্ম-বিনয়ে-অপ্রমত্ত হইয়া চলিবেন।" (২) "ন ত্বমিদং ধম্ম-

---

* বুদ্ধ-চরিত মহাকাব্যের শেষ সর্গের সমাপ্তি অংশে বার শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ আছে,—অষ্টসাহস্রিকা নৈগমা গেয়-গাথে নিদানাবদানৌ মহাযানসূত্রাভিধং ব্যাকরেত্যুক্তকে জাতক বৈপুল্যাখ্যোদ্ভুতে চোপদেশঃ তথোদানকং দ্বাদশং। ১৭শ সর্গ, ২৯ শ্লোক।

† দী-নি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

‡ দী-নি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১।

বিনয়ং আজানাসি, অহং···আজানামি"। * "তুমি ধর্ম্ম-বিনয় জান না, আমিই জানি।" কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রতীয়মান হইবে যে ধর্ম্ম-বিনয় শব্দ শাসন বা শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তে গ্রন্থকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। "ইধ ভিক্খবে ভিক্খু এবং বদেয্য—সম্মুখা মে তং আবুসো ভগবতো সুতং সম্মুখা পটিগ্গহীতং,—অয়ং ধম্মো, অয়ং বিনয়ো, ইদং সত্থু-সাসনন্তি। তস্স ভিক্খু ভিক্খুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং ন পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিকোসিত্বা তানি পদ-ব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনয়ে সন্দস্সেতব্বানি।" † "ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া বলে—ওহে, আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে শুনিয়াছি, তাঁহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি—ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন। ভিক্ষুগণ, ঐ ভিক্ষুর উক্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেও নাই, বিরক্তি প্রকাশ করিতেও নাই। আগ্রহ কিংবা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, পদ-ব্যঞ্জনের সহিত তাঁহার কথাগুলি যথাযথ গ্রহণ করিয়া সূত্র-ছাঁচে ঢালিয়া বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিবে।" উদ্ধৃত পাঠে প্রতীয়মান হয় যেন ক্রমে সুত্ত বা সূত্র ধর্ম্মের স্থান এবং বিনয় বিনয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার আনুষঙ্গিক উক্তিসমূহে ধর্ম্ম-বিনয় কিংবা সুত্ত-বিনয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত ধম্ম, বিনয় ও মাতিকা আখ্যায় সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই ত্রিপিটক বিভাগের পূর্ব্ব সূচনা পরিলক্ষিত হয়। 'বহুস্সুতা, আগতাগমা, ধম্ম-ধরা, বিনয়-ধরা, মাতিকা-ধরা,' এই পঞ্চ বিশেষণের পর্য্যায় হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যেন শ্রুতি কিংবা আগমাকারে রক্ষিত ধর্ম্ম-বিনয় ক্রমে ধর্ম্ম, বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটকে পরিণত হইয়াছে। উদ্ধৃত পাঠের সুত্ত ও বিনয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ নিম্ন-লিখিত মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(১) সুত্ত সুত্ত-বিভঙ্গের এবং বিনয় খন্ধকেরই অপর নাম। সুত্ত-বিভঙ্গ এবং খন্ধক বর্ত্তমান বিনয়-পিটকের দুইটি প্রধান বিভাগ। 'পরিবার-পাঠ' 'খন্ধকের' সহিত যুক্ত করিয়া খন্ধক ও পরিবার উভয়কে বিনয় সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। (২) সুত্ত সুত্ত-পিটকের এবং বিনয় বিনয়-পিটকেরই অপর নাম। (৩) সুত্ত ও অভিধম্ম পিটক সুত্ত আখ্যার এবং বিনয়-পিটক বিনয় আখ্যার অন্তর্গত। (৪) জাতক, পটিসম্ভিদা, নিদ্দেস, সুত্ত-নিপাত, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা ও অপদান সুত্ত আখ্যার বহির্ভূত বুদ্ধ-বচন (অসুত্তনামকং বুদ্ধবচনং)। (৫) সুদিন্ন নামক জনৈক (সিংহল-বাসী ?) স্থবিরের মতে—সুত্ত ত্রিপিটকেরই প্রতিশব্দ এবং বিনয় ইহার

* ম-নি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩।

† দী-নি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪ ; অ-নি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

অন্তর্ভুক্ত কারণ মাত্র। ধর্ম্ম ও বিনয় যে কালক্রমে পিটক বা গ্রন্থ-বিভাগকে নির্দ্দেশ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। বিনয় পিটকের চুল্লবগ্‌গ নামক গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির যে বিবরণ নিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও বিনয় বস্তুতঃ তুইটি পিটকের আখ্যা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—"বিনয়-পিটকং বিনয়ো, অবসেস বুদ্ধবচনং ধম্‌মো"—"বিনয়-পিটকই বিনয় এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচনই ধর্ম্ম।"

প্রথম, মধ্যম ও অন্তিম বুদ্ধ-বচন।—বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাক্য বা আদেশ ও উপদেশ বাণীই বুদ্ধ-বচন ইহা বুঝা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ ইহাই বুদ্ধ-বচনের প্রধান অর্থ। কিন্তু বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহে এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণের যে সকল উপদেশ ও আলোচনাদি অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহাও বুদ্ধ-বচনের অন্তর্গত। কথিত আছে বুদ্ধ-বচনের অর্থাৎ বর্ত্তমান পালি-ত্রিপিটকের চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মস্কন্ধের মধ্যে দ্ব্যশীতি সহস্র স্বয়ং বুদ্ধের এবং অবশিষ্ট দ্বি সহস্র তাঁহার কতিপয় শিষ্যগণের উক্তি—

"দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্‌হিং, দ্বে সহস্‌সানি ভিক্‌খুনো,
চতুরাসীতি সহস্‌সানি যে' মে ধম্মা পবত্তিনো তি।" *

বুদ্ধত্ব লাভের পর ধ্যান ভঙ্গ হইলে সিদ্ধার্থের মুখ হইতে যেই অমৃতবাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাই **প্রথম বুদ্ধ-বচন** বলিয়া খ্যাত। কোন্ বিশিষ্ট উক্তিটি প্রথম বুদ্ধ-বচন সেই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধিক সংখ্যক প্রাচীন বৌদ্ধভিক্ষুর মতানুসারে বুদ্ধত্বলাভের পর সপ্তাহ কাল মধ্যে, বুদ্ধ বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট থাকিতেই তাঁহার মুখ হইতে যে উদান নির্গত হইয়াছিল তাহাই বুদ্ধের প্রথম বাক্য। এই মতানুসারে নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলিই তাঁহার প্রথম উক্তি :—

"যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্‌স।
অথ'স্‌স কঙ্খা বপয়ন্তি সব্বা
যতো পজানাতি সহেতু ধম্মং।
যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্‌স
অথ'স্‌স কঙ্খা বপয়ন্তি সব্বা
যতো খয়ং পচ্চয়ানং অবেদি।

* সুম-বিলা, পৃঃ ৩৩ ; অথ-সা, পৃঃ ২৭ ; সম-পাসা, পৃঃ ১৩

যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্‌স
বিধূপয়ং তিট্‌ঠতি মার-সেনং
সুরিয়ো ব ওভাসয়মন্তলিক্‌খন্তি। *

ধর্ম্মপদভাণকদিগের মতে বুদ্ধত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থের মুখ হইতে তৎসূচক যে সকল উদানগাথা নিঃসৃত হইয়াছিল তৎসমস্তই বাস্তবিক বুদ্ধের প্রথম বচন। এই মতানুসারে নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলিই বুদ্ধের প্রথম বাক্য।

"অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং,
গহকারক দিট্‌ঠো'সি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগাতি।" †

মহাপরিনির্ব্বাণের প্রাক্কালে বুদ্ধ সমাগত শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই **পশ্চিম** বা **অন্তিম বুদ্ধবচন** নামে খ্যাত। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই বুদ্ধের শেষবাক্য বলিয়া বিদিত:—"হন্দ'দানি ভিক্‌খবে আময়ন্তয়ামি বো বয়ধম্মা সংখারা অপ্‌পমাদেন সম্পাদেথাতি।" ‡

উক্ত প্রথম ও শেষ উক্তি ব্যতীত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ যে সকল অমৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তৎসমস্তই **মধ্যম বুদ্ধবচন** বলিয়া পরিচিত।

ত্রিপিটক বিভাগ।—পিটক শব্দের সাধারণ অর্থ ভাণ্ড, ভাজন বা ঝুড়ি। দৃষ্টান্ত—"কুদ্দাল-পিটকং", "কোদাল ও পিটক"। এই স্থলে পিটক মাটি বহন করিবার ঝুড়ি বিশেষ। চাটগাঁর "কোদাল-পেউর্গা" বা "পেউর্গা কোদাল" কথাটি পালি "কুদ্দাল-পিটকের" অপভ্রংশ মাত্র। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে পিটক 'পরিয়ত্তি-ভাজন', 'পর্য্যাপ্তি-ভাজন' বা গ্রন্থাধার'। ইহাতে আধার এবং আধেয় উভয় অর্থই সূচিত হয়। কাজেই সুত্ত, বিনয় কিংবা অভিধম্ম পিটক বলিলে তত্তন্নামীয় গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়-

---

* অথ-সা পৃঃ ১৭ ; সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২১ ; সম-পাসা, পৃঃ ৮ ; মহাবগ্‌গ ১,১,৩।
† অথ-সা—পৃঃ ১৯ ; সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২০ ; সম-পাসা, পৃঃ ৮ ; ধম্মপদ ১৫৩,১৫৪ গাথা।
‡ অথ-সা—পৃঃ ১৮ ; সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২১ ; সম-পাসা, পৃঃ ৮ ; মহাপরি-সু ৬,১০।

গুলিও সূচিত হয় *। ত্রিবিধ মূল-গ্রন্থাধার অর্থে ত্রিপিটক শব্দের প্রথম ব্যবহার বিনয় চুল্লবগ্‌গের ১১শ খন্ধকের এক গাথায় দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন হয় তাহা মনে করিবার কারণ আছে। এই সময়ে রচিত একটি পালি গ্রন্থের নাম 'পেটকোপদেস'। আবার এই সময়ে নির্ম্মিত ভরুত স্তূপের প্রাচীরে খোদিত দাতা বিশেষের নামের সহিত **পেটকী** আখ্যা যুক্ত আছে দেখা যায় †। পিটকে যাঁহার বিশেষ অধিকার আছে, যিনি পিটক ধারণ করেন, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারেন, তিনিই পেটকী। বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহে পেটকীর পরিবর্ত্তে **তেপিটকো** বা **তিপিটকো** আখ্যার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত—তেপিটকো চুল্লাভয়ত্থেরো, তিপিটকো মহাস্থমনত্থেরো, ইত্যাদি। ভরুত স্তূপ এবং পেটকোপদেসের পিটক শব্দে পিটকত্রয় সূচিত হয় কিনা সমস্যার বিষয়। দীপবংস, মহাবংস ইত্যাদি সিংহল দেশীয় গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধবচন ত্রিপিটক আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান পালি ত্রিপিটক-সংগ্রহের মধ্যে এইরূপ কোন বিবরণ নাই। বুদ্ধঘোষের কতিপয় অর্থকথায় পিটকের সহিত সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম শব্দত্রয়ের নিম্নলিখিত বাক্যার্থ ও তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় :—

প্রথমতঃ সুত্ত প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

"অত্থানং সূচনতো সুবুত্ততো সবনতো'থ সূদনতো।
সুত্তাণা সুত্তসভাগতো চ সুত্তং সুত্তন্তি অক্‌খাতং॥" ‡

"সুত্ত শব্দের অর্থ সূচনা, সু-উক্তি বা সুকথন, 'সবন', সূদন, সুত্রাণ, সূত্র-প্রমাণ ও সূত্র-গ্রন্থন।"

উদ্ধৃত গাথা বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, নিম্ন-প্রদর্শিত ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের। তাঁহার ব্যাখ্যা শ্লোককর্ত্তার উদ্দিষ্ট অর্থের অনুযায়ী কিনা তাহা বিবেচ্য।

"অর্থ সূচনা—স্বার্থ-পরার্থাদি ভেদে অর্থসূচনা করে (সুত্ত=সূচিত+অত্থ)।

সু-উক্তি—আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী করিয়া বিষয়গুলি সুন্দররূপে উক্ত (সুত্ত=সু+বুত্ত)।

---

* পরম্পরাগত গ্রন্থাধার অর্থে পিটক শব্দের ব্যবহার মজ্ঝিমনিকায়ের সন্দকসুত্তে দৃষ্ট হয়—"অনুস্‌সবিকো—অনুস্‌সবেন ইতিহীতিহপরম্পরায় পিটকসম্পদায় ধম্মং দেসেতি" (ম-নি, পৃঃ ৫২০)। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতি এবং শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তিটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই উক্তির মূলেও পরম্পরভাবে ঝুড়িতে মাটি বহন করিবার ধারণা আছে। পিটক, পিডগ, পিডঅ, পেড়া, পেটকা, পেটরা।

† "অয়জাতস পেটকিনো সুচি দানং"।

‡ অথ-সা, পৃঃ ১৯।

'সবন'—ফলপ্রসূ শব্দের ন্যায় অর্থপ্রসূ (সুত্ত=সবিত+অত্থ)।

'সূদন'—ধেনুর দুগ্ধধারার ন্যায় সূদিত বা নিঃসৃত হয় (সুত্ত=সূদিত+অত্থ)।

সুত্রাণ—সুন্দর ভাবে ত্রাণ করে (সুত্ত=সুতারিত+অত্থ)।

সূত্র প্রমাণ—তক্ষকের সূত্র প্রমাণের ন্যায় ইহা বিজ্ঞগণের অর্থ পরিমাপক রজ্জু (সুত্ত= সুমাপিত+অত্থ)।

সূত্র-গ্রন্থন—সূত্রগ্রথিত পুষ্পরাশির ন্যায় সংগৃহীত বিষয়গুলি বিকীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয় না (সুত্ত=সুগন্থিত+অত্থ)।"

দ্বিতীয়তঃ বিনয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

"বিবিধ-বিসেস-নয়ত্তা বিনয়নতো চেব কায়বাচানং।
বিনয়ত্থবিদূহি অয়ং বিনয়ো বিনয়োতি অক্খাতো॥" *

"বিনয় শব্দের অর্থ বিবিধ ও বিশেষ নয় বা বিষয়-বিন্যাস এবং কায় ও বাক্যকে বিনয়ন বা বিনীত করা।" এ ক্ষেত্রেও গাথা বুদ্ধঘোষের উদ্ধৃত প্রাচীন উক্তি, ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের। তাঁহার ব্যাখ্যা মতে বর্ত্তমান পালি বিনয় পিটকের ভাগ-বিভাগ ও প্রস্থানই বিবিধ ও বিশেষ নয় অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রভেদ ও জটিল বিষয় সরল করিবার জন্য ব্যাখ্যাদির বিন্যাস।

তৃতীয়তঃ অভিধর্ম্ম প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

"যমেত্থ বুড্ঢিমন্তো সলক্খণা পূজিতা পরিচ্ছিন্না।
বুত্তা অধিকা চ ধম্মা অভিধম্মো তেন অক্খাতো॥" †

"অভিধর্ম্ম শব্দের অর্থ বর্দ্ধিত, লক্ষণবিশিষ্ট, পূজিত, পরিচ্ছিন্ন ও অধিকতরভাবে কথিত ধর্ম্ম।" উদ্ধৃত গাথাও বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, ব্যাখ্যাই তাঁহার নিজের। তাঁহার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান পালি অভিধর্ম্ম পিটকের বিষয়-বিন্যাস, প্রস্থান, ইত্যাদির অনুযায়ী।

সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম পর্য্যায়ে ত্রিপিটক গণনা করাই সাধারণ রীতি। মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্তের "ধম্মধরো, বিনয়ধরো, মাতিকাধরো" উক্তির মধ্যেও এই পর্য্যায়ের পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও ধম্ম সর্ব্বত্র বিনয়ের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সুত্তে ওতারেতব্বানি, বিনয়ে সন্দস্সেতব্বানি" উক্তির মধ্যেও বিনয়ের পূর্ব্বে সুত্তের উল্লেখ রহিয়াছে। বিনয় চুল্লবগ্‌গ ও দীপবংসাদি যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণে সুত্তের পূর্ব্বে বিনয়ের আবৃত্তির কথা আছে। বুদ্ধঘোষও স্পষ্টতঃ সাধারণ ক্রম পরিহার করিয়া সুত্তের পরিবর্ত্তে বিনয়কেই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন—"বিনয়-পিটকং, সুত্তন্ত-পিটকং,

---

*, † অত্থ-সা, পৃঃ ১৯।

অভিধম্ম-পিটকং।" বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত উভয়েই এই পর্য্যায়ক্রমে অর্থকথা লিখিয়াছেন। বিনয় শাসন বা ধর্ম্ম-রাজ্যের আয়ু বা সংস্থিতি এইরূপ একটি যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধঘোষ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ সুত্তের পূর্ব্বে বিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন *। পিটকত্রয়ের মধ্যে একটি সর্ব্বতোভাবে অপরটি হইতে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী এইরূপ কোন উক্তি দৃষ্ট হয় না। নিম্নের গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধঘোষ পিটকত্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দেসনা-সাসন কথাভেদং তেসু যথারহং।
সিক্‌খাপ্পহাণং গম্ভীরভাবঞ্চ পরিদীপয়ে॥
পরিয়ত্তিভেদং সম্পত্তিং বিপত্তিঞ্চাতি যং যহিং।
পাপুণাতি যথা ভিক্‌খু তম্পি সব্বং বিভাবয়ে॥" †

(১) বিনয়পিটকে 'আণা দেসনা' বা বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশরই আধিক্য আছে। 'আণা' শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা আদেশ। সুত্রপিটকে 'বোহার-দেসনা' বা ব্যবহারোপযোগী উপদেশের আধিক্য আছে। বোহার শব্দের অর্থ ব্যবহার বা লোক-সমাজে প্রচলিত রীতি। অভিধর্ম্মপিটকে 'পরমত্থদেসনা' বা পারমার্থিক ভাবের উপদেশের আধিক্য আছে।

(২) বিনয়পিটকে 'যথাপরাধ সাসন' বা অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সুত্রপিটকে 'যথানুলোমসাসন' বা মতিগতি অনুযায়ী পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। অভি-ধর্ম্মপিটকে 'যথাধম্মসাসন' বা যথার্থভাবে সত্যপ্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। বিনয়পিটকে 'সংবরাসংবর কথা' স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকূল বিধিনিষেধাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে। সুত্রপিটকে 'দিট্‌ঠিবিনিবেঠন কথা' বা মতবাদ নিরসনের যুক্তিসমূহ নিবদ্ধ আছে। অভি-ধর্ম্মপিটকে 'নামরূপ পরিচ্ছেদ কথা' বা নামরূপাদির বিশ্লেষাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে।

(৩) বিনয়পিটকে 'বিসেসেন অধিসীলসিক্‌খা বুত্তা'—বিশেষভাবে শীলাচার বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।

সুত্রপিটকে বিশেষভাবে 'অধিচিত্ত' বা সমাধি বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। অভি-ধর্ম্মপিটকে বিশেষভাবে 'অধিপঞ্‌ঞা' বা প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) বিনয়পিটকে 'বীতিক্কম-পহাণ' বা নীতি-ব্যতিক্রম-পরিহারের বিধান আছে। সুত্রপিটকে 'পরিয়ুট্‌ঠান-পহাণ' বা কুপ্রবৃত্তি নিচয়-পরিহারের বিধান আছে।

---

* সম-পাসা (সিংহল সংস্করণ), পৃঃ ৬ঃ "বিনয়ো নাম বুদ্ধ-সাসনস্‌স আয়ু, বিনয়ে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি—তস্মা বিনয়ং পঠমং...।"

† সুম-বিলা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪; অথ-সা, পৃঃ ২৩; সম-পাসা, পৃঃ ১১।

অভিধৰ্ম্মপিটকে 'অনুসয়-পহাণ' বা অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি নিচয় পরিহারের ব্যবস্থা আছে।

বিনয়পিটকে 'কিলেসানং তদঙ্গপহাণ' বা কলুষের আংশিক পরিহারের ব্যবস্থা আছে।

সূত্রপিটকে কলুষের উচ্ছ্বাস পরিহার করিবার ব্যবস্থা আছে।

অভিধৰ্ম্মপিটকে 'সমুচ্ছেদপ্পহাণ' বা কলুষের মূলোচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা আছে।

বিনয়পিটকে 'দুচ্চরিত-সংকিলেস-পহাণ' বা দুর্নীতি পরিহার করিবার উপায় কথিত হইয়াছে।

সূত্রপিটকে 'তণ্হাসংকিলেসানংপহাণ' বা বাসনা পরিহার করিবার উপায় কথিত হইয়াছে।

অভিধৰ্ম্মপিটকে 'দিট্ঠিসংকিলেসানং পহাণ' বা মিথ্যাদর্শন পরিহার করিবার উপায় কথিত হইয়াছে।

(৫) প্রত্যেক পিটকে ধৰ্ম্ম, অর্থ, দেশনা ও প্রতিবেধ বা প্রতিবোধ এই চতুৰ্ব্বিধ গম্ভীর ভাব আছে। তন্মধ্যে ধৰ্ম্ম তন্ত্রস্বরূপ, অর্থ ইহার তাৎপর্য্য, দেশনা মানসিক বিচার এবং প্রতিভেদ তন্ত্রের বা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ। অথবা ধৰ্ম্ম হেতু, অর্থ হেতুফল, দেশনা ধৰ্ম্মার্থের প্রজ্ঞাপ্তি এবং প্রতিভেদ যথার্থভাবে ধৰ্ম্মালাপ। এইভাবগুলি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং মন্দবুদ্ধির অনধিগম্য।

পঞ্চনিকায় বিভাগ।—বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে নিকায়শব্দ সমূহ এবং নিবাস বা সন্নিবেশ এই উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে।

'দীঘনিকায়' দীর্ঘপ্রমাণসূত্র সমূহের নিবাসস্বরূপ, 'মজ্ঝিমনিকায়' মধ্যম-প্রমাণ সূত্রসমূহের নিবাস স্বরূপ, 'সংযুত্তনিকায়' বিষয়ক্রমে সংযুক্ত সূত্রসমূহের নিবাস স্বরূপ, 'অঙ্গুত্তর' বা একুত্তর নিকায় এক এক অঙ্গ বা এক এক সংখ্যায় উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত সূত্রসমূহের নিবাস স্বরূপ, 'খুদ্দকনিকায়' বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ধৰ্ম্মখণ্ডের সমূহ বা নিবাসস্বরূপ। বুদ্ধঘোষ বলেন যে নিকায়শব্দের লৌকিক ও শাস্ত্রপ্রয়োগে প্রভেদ নাই, কেননা উভয়বিধ প্রয়োগে নিকায়শব্দে সমূহ এবং নিবাস অর্থই সূচিত হয়। পাণিনির সূত্র তাঁহার মতেরই অনুকূল *। তিনি দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও নিকায়শব্দ সমূহ এবং নিবাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত :—"নাহং ভিক্খবে অঞ্ঞং একনিকায়ম্পি সমনুপস্সামি এবং চিত্তং যথয়িদং ভিক্খবে তিরচ্ছানগতা পাণা।" "ভিক্ষুগণ, আমি তীর্য্যক্ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীসমূহের ন্যায় এত বৈচিত্রপূর্ণ অপর একটি নিকায়ও দেখিতে পাই না।" বুদ্ধঘোষ

* পাণিনি ৩-৩-৪১ সূত্রের কাশিকা-বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করেন নাই যে উদ্ধৃত উক্তিতে নিকায় শব্দে সমূহ এবং নিবাস ব্যতীত শ্রেণী, জাতি বা বর্ণ অর্থও জ্ঞাপিত হয়। মহাভারতের জীববর্ণ=জৈনগ্রন্থের জীবনিকায়= বৌদ্ধগ্রন্থের অভিজাতি। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে নিকায়ের পরিবর্ত্তে আগম শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দীঘনিকায় = দীঘাগম = দীর্ঘাগম; মজ্ঝিমনিকায় = মজ্ঝিমাগম = মধ্যমাগম; সযুংত্তনিকায়=সংযুত্তাগম বা সংযুক্তাগম; অঙ্গুত্তর নিকায়=একুত্তরাগম=একোত্তরাগম; খুদ্দকনিকায়=খুদ্দকাগম বা ক্ষুদ্রকাগম। "আগতাগমো, বহুস্সুতো" ইত্যাদি বচনে আগম শ্রুতিশব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিকায় ও আগম এই দুই শব্দের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং কোনটি অর্ব্বাচীন তাহা সমস্যার বিষয়। পালিগ্রন্থের মধ্যে 'মিলিন্দ পঞ্‌হো', 'পেটকোপদেস' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আগম শব্দেরই প্রয়োগ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। 'পেটকোপদেসে নিকায় শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র ভূমিকাংশ বাদে অপর কোথায়ও নিকায় শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। এই দুইটি গ্রন্থ বুদ্ধঘোষের অন্ততঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থাবলীতে নিকায় এবং আগম এই উভয় শব্দের ব্যবহার থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আগম অপেক্ষা নিকায়ের প্রতিই তাঁহার অধিক আকর্ষণ দেখা যায়। বুদ্ধঘোষের পরবর্ত্তী পালি গ্রন্থসমূহে আগমের ব্যবহার লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিকায় থেরবাদ বা স্থবিরবাদের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের একটি পারিভাষিক শব্দ কিংবা বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ তাহা ভাবিবার বিষয়। স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি নিকায় মূল-বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহের বিভাগ অর্থে বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ হইবে, তাহা হইলে পালি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার ব্যবহার নাই কেন? এই সমস্যার মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে পঞ্চনিকায়-বিভাগ খ্রীষ্টের আবির্ভাবের দুই কি তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস্ দেখাইয়াছেন যে পঞ্চনিকায় শব্দ ভরুত স্তুপপ্রাচীরের অংশ বিশেষের দাতার নামের সহিত সংযুক্ত আছে। "বোধিরখিতস পঞ্চনেকায়িকস দানং।" "পঞ্চনৈকায়িক বোধি-রক্ষিতের দান।" পঞ্চনৈকায়িক আখ্যায় যিনি পঞ্চনিকায় জানেন তাঁহাকেই বুঝায়। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস্ বলেন যে তখন পঞ্চনিকায় বিভাগ সচরাচর প্রচলিত না থাকিলে কখনও পঞ্চনৈকায়িক উপাধির ব্যবহার থাকিত না। নিকায় বা আগমগুলির সংখ্যা প্রথমে কত ছিল তাহাও মীমাংসার বিষয়। দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টতঃ দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর এই চারি আগমের উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান 'সব্বত্থিবাদ' বা সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অধ্যাপক সিলবেঁ লেঁভী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ক্ষুদ্রকাগম নামে এই সম্প্রদায়ের অপর একটি

আগম ছিল। ক্ষুদ্রকাগম বা পঞ্চমাগম উক্ত চারি আগমের সমসাময়িক, পুরোবর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। দীঘ-নিকায়ের অথকথা সুমঙ্গল-বিলাসিনীর ভূমিকা অংশে প্রথম সঙ্গীতি বা বৌদ্ধ সভার যে একটি বিবরণ নিবদ্ধ আছে উহাতে দেখা যায় এক একটি নিকায় সংগৃহীত হওয়ার পর ইহার আবৃত্তি ও পঠনপাঠনাদির ভার এক এক জন খ্যাতনামা স্থবির বা তাঁহার শিষ্যবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল—যেমন দীঘ-নিকায়ের ভার আনন্দের উপর, মজ্ঝিম-নিকায়ের ভার সারিপুত্রের শিষ্যবর্গের উপর, সংযুক্ত-নিকায়ের ভার মহাকাশ্যপের উপর এবং অঙ্গুত্তর-নিকায়ের ভার অনুরুদ্ধের উপর। খুদ্দক-নিকায়ের ভার কাহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। বুদ্ধঘোষ সুদিন্ন নামক যে স্থবিরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাতেও দেখা যায় খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থগুলিকে কেহ কেহ সূত্রপিটকের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন্ না (পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)। হিউয়েন্ সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ আছে উহাতেও দেখা যায় খুদ্দক নিকায়কে ত্রিপিটকের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। কাজেই সন্দেহ হইবার কথা পূর্ব্বে নিকায় বা আগমের পঞ্চ বিভাগ ছিল কিনা। আরও একটি সমস্যার বিষয় এই যে ত্রিপিটক ও পঞ্চনিকায় বিভাগের মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনটিই বা পরবর্ত্তী, অথবা কি দুইটিই সমকালবর্ত্তী। এই বিভাগদ্বয় সমকালবর্ত্তী বলিয়া বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহে উল্লেখ আছে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে ত্রিপিটক বিভাগ অনুসারে পঞ্চ নিকায় সূত্র-পিটকের এবং পঞ্চ-নিকায় বিভাগ অনুসারে বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত। যদি কালের পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকে তাহা হইলে এই কথার সার্থকতা কি?

নবাঙ্গ বিভাগ।—পিটক ও নিকায়ের ন্যায় অঙ্গশব্দে ঠিক সংগ্রহ-বিভাগ সূচিত হয় না। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণাদি রচনার বিশিষ্টতা লইয়া অঙ্গ-বিভাগের সার্থকতা। দীঘনিকায় কিংবা মজ্ঝিম-নিকায়ের ন্যায় একটি সংগ্রহেও নয় শ্রেণীর রচনা থাকিতে পারে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যেই এই নয় শ্রেণীর রচনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রচনাগুলির প্রভেদ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট নহে। পালি 'উদান' গ্রন্থের নাম শুনিলে স্বতঃই মনে হয় যেন ইহা উদানশ্রেণীর রচনা অথচ কার্য্যতঃ উদানে উদানশ্রেণীর রচনা অতি অল্প। এক সম্প্রদায়ের মতে ধর্ম্মপদ গাথাজাতীয় রচনা; এক সম্প্রদায়ের মতে সুত্রনিপাতের অন্তর্গত রচনাগুলি সূত্রজাতীয় রচনা, অপর এক সম্প্রদায়ের মতে তৎসমস্ত গাথা জাতীয় রচনা। দৃষ্টান্ত—মুনিসুত্ত=মুনিগাথা। আবার থের-থেরী-গাথা, ইতিবুত্তক, জাতক প্রভৃতি কতিপয় সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতক জাতীয় রচনার সম্পূর্ণ লক্ষণ বর্ত্তমান। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সংগ্রহগ্রন্থগুলি রচনার শ্রেণী বিভাগের

পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা বিবেচ্য। নিম্নে নবাঙ্গের প্রভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের মত উদ্ধৃত হইল।

সূত্র (সুত্ত)—সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবারপাঠ অর্থাৎ বিনয় পিটকের গ্রন্থসমূহ, সুত্তনিপাতের মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত ও তুবটকসুত্ত এবং অন্যান্য সুত্তনামধেয় বুদ্ধবচনগুলি সুত্ত বা সূত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

গেয় (গেয্য)—গাথাযুক্ত সূত্রের নাম গেয়। গানের উপযোগী, গানের সুরে আবৃত্তি করা যায় এই অর্থে। দৃষ্টান্ত—সংযুক্ত নিকায়ের সগাথবগ্‌গ।

ব্যাকরণ (বেয্যাকরণ)—বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত গাথাহীন সূত্রের নাম ব্যাকরণ। দৃষ্টান্তস্থলে অভিধর্ম্মের গ্রন্থসমূহকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

গাথা—গাথাকারে রচিত সূত্রগুলির নাম গাথা। থেরগাথা, থেরীগাথা, ধম্মপদ ও সুত্তনিপাতের গাথাজাতীয় সূত্রগুলি গাথা নামে পরিচিত।

উদান—সৌমনস্য বা আত্মপ্রসাদযুক্ত সূত্রের নাম উদান। ত্রিপিটকের মধ্যে এই শ্রেণীর দ্ব্যশীতিসংখ্যক সূত্র আছে।

ইত্যুক্তক (ইতিবুত্তক)—ভগবানের উক্তিরূপে রচিত সূত্রের নাম ইত্যুক্তক। ইহার বিশেষত্ব এই যে এই শ্রেণীর সূত্রের প্রারম্ভে 'বুত্তং হেতং ভগবতা'—"ইতি ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে"—বাক্যটি যুক্ত আছে। ইতিবুত্তক সংগ্রহে এইরূপ ১১০টি সূত্রের সমাবেশ আছে।

জাতক—[বুদ্ধের জন্মবিষয়ক, বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্ম বিষয়ক উক্তিগুলির নাম জাতক]। অপণ্ণকাদি বর্ত্তমান জাতক সংগ্রহের ৫৫০ জাতক এই শ্রেণীভুক্ত।

অদ্ভুত ধর্ম্ম (অব্ভুতধম্ম)—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জীবনী প্রসঙ্গে বর্ণিত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ঘটনাযুক্ত সূত্রগুলির নাম অদ্ভুত ধর্ম্ম।

বেদল্য (বেদল্ল)—প্রশ্নোত্তরাকারে কথিত বেদ-যুক্ত বা তুষ্টিসাধক সূত্রগুলির নাম বেদল্য। চুল্লবেদল্লসুত্ত, মহাবেদল্লসুত্ত, সম্মাদিট্‌ঠিসুত্ত, সক্কপঞ্‌হসুত্ত, সংখারভাজনীয়সুত্ত ও মহাপুণ্ণমসুত্ত এই শ্রেণীরই রচনা।

ধর্ম্মস্কন্ধ বিভাগ।—পিটকগ্রন্থসমূহে পরিচ্ছেদ গণনার যে সকল রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তদনুসারে একানুসন্ধিক সূত্র বা বচন সমূহ এক একটি ধর্ম্মস্কন্ধ বা পরিচ্ছেদরূপে গণনা করা হয়; গাথা সমূহে প্রশ্ন ও উত্তর দুই অনুসন্ধি বা ধর্ম্মস্কন্ধরূপে পরিগণিত হয়; অভিধর্ম্মপিটকে এক, দুক প্রভৃতি বিভাগের প্রত্যেক বিভাগ এবং চিত্তবিভাগের প্রত্যেক চিত্ত বিভাগ এক এক ধর্ম্মস্কন্ধ; বিনয় পিটকের বস্তু, মাতৃকা, পদভাজনীয়, আপত্তি, অনাপত্তি ও ত্রিকচ্ছেদ প্রত্যেকে এক একটি ধর্ম্মস্কন্ধ। এইরূপে

পরিচ্ছেদ গণনা করিলে বর্ত্তমান পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ চতুরশীতি ধর্ম্মস্কন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে হীনযান ও মহাযান ভেদে পিটকগ্রন্থগুলির দ্বিবিধ সংস্করণ আছে। আবার হীনযান সংস্করণের মধ্যেও সম্প্রদায়ভেদে পিটকগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। অশোক এবং কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র স্থবিরবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, মহীশাসক, ধর্ম্মগুপ্ত, সর্ব্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় ও কাশ্যপীয় এই সাত সম্প্রদায়ের পিটকগ্রন্থগুলির নাম পালি ত্রিপিটক, চৈনিক ত্রিপিটক তালিকা এবং তিব্বতীয় তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর তালিকার সাহায্যে নিরাকৃত হইতে পারে। মহাযান ত্রিপিটকের বিবরণ পরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইবে। নিম্নে হীনযানের অন্তর্গত সপ্তবিধ সংস্করণের পিটকগ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া হইল।

স্থবির বা স্থবিরবাদ সংস্করণ।—এই সংস্করণের বুদ্ধবচনগুলি বর্ত্তমানে পালি ত্রিপিটক নামে পরিচিত। তন্মধ্যে সুত্ত বা সূত্র পিটকের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায় বা আগম—(১) দীঘ, (২) মজ্ঝিম, (৩) সংযুত্ত, (৪) অঙ্গুত্তর বা একুত্তর ও (৫) খুদ্দক। তন্মধ্যে প্রথম চারি নিকায় বা আগম বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন আকারে সজ্জিত সূত্রসমূহের সমাবেশ মাত্র। দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর বলিতে পৃথক পৃথক গ্রন্থের নামই বুঝায়; খুদ্দক নিকায়ের অবস্থা অন্যরূপ। ইহা দ্বাদশ কিংবা পঞ্চদশ সংখ্যক পৃথক পৃথক গ্রন্থের একটি সাধারণ নাম। ইহার অন্তর্গত গ্রন্থগুলির নাম স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইবে। সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক, পরিবারপাঠ ও পাতিমোক্‌খ লইয়া বিনয়পিটক। তন্মধ্যে ভিক্‌খু ও ভিক্‌খুণীর প্রসঙ্গভেদে বিভঙ্গ ও পাতিমোক্‌খ দ্বিবিধ—ভিক্‌খু-বিভঙ্গ, ভিক্‌খুণী-বিভঙ্গ; ভিক্‌খু-পাতিমোক্‌খ, ভিক্‌খুণী-পাতিমোক্‌খ। ভিক্‌খু ও ভিক্‌খুণী পাতিমোক্‌খের ন্যায় ভিক্‌খু ও ভিক্‌খুণী বিভঙ্গে দুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থের নাম বুঝায় না। * ভিক্‌খু এবং ভিক্‌খুণীবিভঙ্গগুলি পারাজিক ও পাচিত্তিয় মোটামুটি এই দুই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ নামে খন্ধকের অন্তর্গত দুইটী গ্রন্থ। কাজেই পরিবারপাঠ সমেত সাতটি গ্রন্থ বিনয়পিটকের অন্তর্ভুক্ত। অভিধর্ম্মের অন্তর্গত সাতটি প্রকরণ গ্রন্থ—(১) ধম্মসঙ্গণি বা ধম্মসংগহ, (২) বিভঙ্গ, (৩) ধাতুকথা, (৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, (৫) কথাবত্থু, (৬) যমক ও (৭) পট্‌ঠান বা মহাপট্‌ঠান †।

---

* ভিক্‌খু-বিভঙ্গ ও ভিক্‌খুণী বিভঙ্গ প্রকৃত পক্ষে সুত্ত-বিভঙ্গের দুইটী বিভাগ। তন্মধ্যে ভিক্‌খু-বিভঙ্গ মহা-বিভঙ্গ নামে আখ্যাত (পরিবার পাঠ ও সুমঙ্গল-বিলাসিনীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

† ইহা মিলিন্দ-পঞ্‌হো ও অত্থসালিনীর তালিকা।

নিম্নে খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থগুলি ব্যতীত পালি ত্রিপিটকভুক্ত অপর গ্রন্থগুলির নাম তালিকা আকারে প্রদত্ত হইল—

সুত্তপিটক—(১) দীঘনিকায়
(২) মজ্ঝিম নিকায়
(৩) সংযুত্ত নিকায়
(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়
(৫) খুদ্দক নিকায়।

বিনয়পিটক—(১) পারাজিক
(২) পাচিত্তিয় } সুত্তবিভঙ্গ বা উভতোবিভঙ্গ *
(৩) মহাবগ্‌গ
(৪) চুল্লবগ্‌গ } খন্ধক
(৫) পরিবার পাঠ
(৬) ভিক্‌খু-পাতিমোক্‌খ
(৭) ভিক্‌খুণী-পাতিমোক্‌খ। } উভয়ানি পাতিমোক্‌খানি

অভিধম্মপিটক—(১) ধম্মসঙ্গণি
(২) বিভঙ্গ
(৩) কথাবত্থু
(৪) পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি
(৫) ধাতুকথা
(৬) যমক
(৭) পট্‌ঠান বা মহাপট্‌ঠান। †

পালি খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলির নাম—খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির দ্বিবিধ সংখ্যা, গণনা ও পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। দীঘভাণকদিগের মতানুসারে গ্রন্থগুলির সংখ্যা ১২। ‡ মজ্ঝিমভাণকদিগের মতানুসারে ইহাদের সংখ্যা ১৫। দীঘভাণকদিগের গণনা অনুসারে—

---

* উভতো-বিভঙ্গানি এবং দ্বে-বিভঙ্গা পাঠও দৃষ্ট হয়।

† ইহা মহাবোধিবংসের তালিকা।

‡ সুম-বিলা, নিদানকথা, ১ম ভাগ (পি, টি, এস্), পৃঃ ১৪। চিল্‌ডার্স কৃত অভিধানের 'নিকায়' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্যামী অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা অনুসারে গ্রন্থ সংখ্যা ১৩। গ্রন্থগুলি নিম্নক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে—(১) জাতক, (২) নিদ্দেস, (৩) পটিসম্ভিদামগ্‌গ (৪) অপদান (৫) সুত্তনিপাত, (৬)

দ্বাদশ গ্রন্থের নাম যথাক্রমে—(১) জাতক
(২) মহানিদ্দেস
(৩) চুল্লনিদ্দেস
(৪) পটিসম্ভিদামগ্‌গ
(৫) সুত্তনিপাত
(৬) ধম্মপদ
(৭) উদান
(৮) ইতিবুত্তক
(৯) বিমানবত্থু
(১০) পেতবত্থু
(১১) থেরগাথা
(১২) থেরীগাথা।

মজ্ঝিমভাণকদিগের গণনা পর্য্যায় কিরূপ ছিল তাহা বুদ্ধঘোষ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে মজ্ঝিম-ভাণকগণ চরিয়া-পিটক, বুদ্ধবংস ও অপদান—এই তিনটি গ্রন্থও খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন*। প্রোক্ত তালিকাগুলি এই ভাবে গ্রহণ করিলে দীঘভাণক কিংবা মজ্ঝিম-ভাণক তালিকায় খুদ্দকপাঠের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধঘোষ মজ্ঝিম-ভাণক নির্দ্দিষ্ট পঞ্চদশ সংখ্যা গ্রহণ করিয়া খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থগুলি নিম্নপর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পর্য্যায় পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণও গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) খুদ্দক-পাঠ
(২) ধম্মপদ
(৩) উদান
(৪) ইতবুত্তক

খুদ্দকপাঠ, (৭) ধম্মপদ, (৮) উদান, (৯) ইতিবুত্তক, (১০) বিমানবত্থু, (১১) পেতবত্থু, (১২) থেরগাথা, (১৩) থেরীগাথা। কিন্তু পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি প্রদত্ত তালিকার অনুযায়ী। আবার ২য় ভাগের ২১৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'অসুত্তক-বুদ্ধবচনের তালিকা' অনুসারে দ্বাদশ গ্রন্থের নাম যথাক্রমে—(১) জাতক, (২) পটিসম্ভিদা, (৩) নিদ্দেস, (৪) সুত্তনিপাত, (৫) ধম্মপদ, (৬) উদান, (৭) ইতিবুত্তক, (৮) বিমানবত্থু, (৯) পেতবত্থু (১০) থেরগাথা, (১১) থেরীগাথা ও (১২) অপদান। উপরিউক্ত নিয়মে নিদ্দেসের পরিবর্ত্তে মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস এই দ্বিবিধ গ্রন্থ গণনা করিলে দ্বাদশ সংখ্যার মধ্যে অপদানের স্থান থাকে না।

* শ্যামী অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠানুসারে মজ্ঝিম-ভাণকগণ চরিয়া-পিটক এবং বুদ্ধবংস এই দুইটি গ্রন্থই দীঘভাণকোক্ত ত্রয়োদশ গ্রন্থের সহিত যোগ করিয়াছিলেন।

(৫) সুত্ত-নিপাত
(৬) বিমান-বথ
(৭) পেত-বথু
(৮) থের-গাথা
(৯) থেরী-গাথা
(১০) জাতক
(১১) নিদ্দেস
(১২) পটিসম্ভিদা
(১৩) অপদান
(১৪) বুদ্ধবংস
(১৫) চরিয়া-পিটক। *

বুদ্ধঘোষের তালিকার বিশেষত্ব এই যে খুদ্দকপাঠ নামে একটি নূতন গ্রন্থ খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস এই দুইটি গ্রন্থ একটি গ্রন্থ-রূপে গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ গণনা ও পর্য্যায় প্রভেদের বিশেষত্ব কি তাহা পরে আলোচিত হইবে।

অন্যান্য সংস্করণ।—জাপানদেশীয় অধ্যাপক ডাঃ মাৎসু-মোকো ত্রিপিটকের বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন †:—"চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন্ সাঙের জীবনীতে লিখিত আছে যে তিনি মহাযানসূত্রের ২২৪ খানি গ্রন্থ, এবং মহাযান অভিধর্ম্মের ১৯২ খানি গ্রন্থ, স্থবির সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম শ্রেণীর ১৪ খানি গ্রন্থ, মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মশ্রেণীর ১৫ খানি গ্রন্থ, সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মশ্রেণীর ১৫ খানি গ্রন্থ, মহীশাসক সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম শ্রেণীর ২২ খানি গ্রন্থ, কাশ্যপীয় সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম শ্রেণীর ১৭ খানি গ্রন্থ, ধর্ম্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম শ্রেণীর ৪২ খানি গ্রন্থ এবং সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম শ্রেণীর ৬৭ খানি গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিবিধ পিটকই বিদ্যমান ছিল। চৈনিক অনুবাদ তালিকায় মূলসর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক ‡, মহীশাসক, সর্ব্বাস্তিবাদ, ধর্ম্মগুপ্ত ও কাশ্যপীয়

* মহাবোধিবংসোক্ত তালিকার ৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
† বুৎ-সু-ডেন্-নো-কেন-কিন (বৌদ্ধ ত্রিপিটকের ঐতিহাসিক বিচার) পৃঃ ৩৫৮।
‡ হিউয়েন্সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি পাঁচটি পিটকে সংগৃহীত হইয়াছিল—(১) সূত্র, (২) বিনয়, (৩) অভিধর্ম্ম, (৪) ক্ষুদ্রক-নিকায় বা পিটক ও (৫) ধারণী-পিটক।

সম্প্রদায়ের বিনয়গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; অভিধর্ম্ম পিটক-প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃ সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের ছয় খানি পাদশাস্ত্র বা প্রকরণ গ্রন্থের এবং সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের মাত্র একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। চৈনিক তালিকায় হীনযানভুক্ত সূত্রপিটকের অন্তর্গত চারি আগমাদি অন্যান্য যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ সর্ব্বাস্তিবাদ অথবা তদুপজীবী বৈভাষিক শাখার অন্তর্গত। তিব্বতীয় অনুবাদ তালিকা হইতে ইহার অধিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। হিউয়েন্ সাঙের জীবনচরিতের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় না যে মহাসাঙ্ঘিক, মহীশাসক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থগুলি তিনটি পিটকে বিভক্ত ছিল। বরং চৈনিক ও তিব্বতীয় তালিকা হইতে প্রমাণিত হয় যে সর্ব্বাস্তিবাদ বা বৈভাষিক ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পালি ত্রিপিটকের অনুরূপ ত্রিপিটক গ্রন্থ ছিল না। নিম্নে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পিটক গ্রন্থগুলির নাম প্রদত্ত হইল :—

সূত্রপিটক

(১) **সর্ব্বাস্তিবাদ**—দীর্ঘাগম
মধ্যমাগম
সংযুক্তাগম
একোত্তরাগম
ক্ষুদ্রকাগম। *

নিম্নলিখিত চরিত গ্রন্থগুলি পাঁচটি সম্প্রদায়ের নামের সহিত যুক্ত আছে :—

(১) মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের— মহাবস্তু †
(২) সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের—মহাব্যূহ বা ললিতবিস্তর।
(৩) কাশ্যপীয় সম্প্রদায়ের—বুদ্ধাবদান।
(৪) ধর্ম্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের—বুদ্ধচরিত।
(৫) মহীশাসক সম্প্রদায়ের—বিনয়পিটক-মূল-(বুদ্ধচরিত)।

---

* অধ্যাপক সিল্‌বেঁ লেভির মতে সূত্র-নিপাত, উদান, ধর্ম্মপদ, স্থবিরগাথা, বিমানবস্তু ও বুদ্ধবংশ ক্ষুদ্রকাগমের অন্তর্গত পিটকগ্রন্থ।

† সেনার সম্পাদিত সংস্কৃত মহাবস্তুর বর্ণনা অনুসারে মহাবস্তু মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদ শাখার বিনয়-পিটকের আদি বা প্রথম গ্রন্থ।

বিনয় পিটক*

(১) **মূলসর্ব্বাস্তিবাদ**—প্রাতিমোক্ষ-সূত্র
অপর একটি বিনয়গ্রন্থ
বিনয়-সংযুক্ত-বস্তু
বিনয়-সঙ্ঘভেদক-বস্তু
ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ
একশতকর্ম্ম
নিদান
মাতৃকা
প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা-কর্ম্মবাক্য
বিনয়-নিদান-মাতৃকা-গাথা
বিনয়-সংযুক্ত-বস্তু-গাথা
বিনয়-গাথা।

(২) **মহাসাঙ্ঘিক**—(ভিক্ষু) বিনয় বা প্রাতিমোক্ষ
ভিক্ষুণী বিনয় বা প্রাতিমোক্ষ।

(৩) **মহীশাসক**—পঞ্চবর্গ বিনয়
বিনয়-কর্ম্ম
(ভিক্ষু)—প্রাতিমোক্ষ
ভিক্ষুণী—প্রাতিমোক্ষ।

(৪) **সর্ব্বাস্তিবাদ**—দশাধ্যায় বিনয়
বিনয়-সংগ্রহ
বিনয়-বিভাষা বা বিভাষা-বিনয়
ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ।

(৫) **ধর্ম্মগুপ্ত**—ভিক্ষুণী-কর্ম্ম
চতুর্ব্বর্গ-ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ

---

* ডাঃ বুনিও নান্‌জিওর চৈনিক ত্রিপিটক গ্রন্থের তালিকাতে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। বিনয়-সংযুক্ত-বস্তু, বিনয় সংযুক্তবস্তু-গাথা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের নাম-সামঞ্জস্য হইতে তাহাদের বিষয়-সামঞ্জস্যের অনুমান করা অযৌক্তিক নহে কিন্তু গ্রন্থোক্ত বিষয় না জানিয়া এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; সুতরাং উক্ত তালিকাতে গ্রন্থগুলি যেই ভাবে উল্লিখিত আছে সেইভাবে উপরে প্রদত্ত হইল।

ভিক্ষু-কর্ম্ম
ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ
বিনয়-সংযুক্ত-কর্ম্ম।

(৬) **সম্মিতীয়**—বিনয় দ্বাবিংশতি প্রসন্নার্থ শাস্ত্র

(৭) **কাশ্যপীয়**—বিরতি-বিষয়ক-বিনয়-গ্রন্থ
প্রাতিমোক্ষসূত্র।

উপালি-পরিপৃচ্ছা, সরিপুত্র-পরিপৃচ্ছাদি কতিপয় বিনয় গ্রন্থের নাম কোন সম্প্রদায় বিশেষের সহিত যুক্ত করা হয় নাই।

অভিধর্ম্ম পিটক

(১) **সর্ব্বাস্তিবাদ** সম্প্রদায়ের **ষট্‌পাদ শাস্ত্র**—

সঙ্গীতি-পর্য্যায়-পাদ-শাস্ত্র
প্রকরণ-পাদ-শাস্ত্র
বিজ্ঞান-কায়-পাদ-শাস্ত্র
ধাতুকায়-পাদ-শাস্ত্র
ধর্ম্মস্কন্ধ-পাদ-শাস্ত্র
প্রজ্ঞপ্তি-পাদ-শাস্ত্র।

উপরিউক্ত ছয় খানি গ্রন্থ ব্যতীত পালি কথাবথুর অনুরূপ একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। চৈনিক তালিকা অনুসারে ইহার নাম অষ্টাদশ-নিকায়-শাস্ত্র, নিকায়-ভেদ-শাস্ত্র বা সময়ভেদপরচনচক্র। কাত্যায়নীপুত্র বিরচিত জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্রই সর্ব্বাস্তিবাদ অভিধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া কথিত।

(২) **সম্মিতীয়** সম্প্রদায়ের একখানি অভিধর্ম্ম গ্রন্থের উল্লেখ আছে। চৈনিক তালিকা অনুসারে ইহার নাম সম্মিতীয়-নিকায়-শাস্ত্র।

বৌদ্ধ-সঙ্গীতি-সমূহের বিবরণ।—ত্রিপিটকের বিবরণের সহিত কতিপয় সঙ্গীতি বা বৌদ্ধসভার বিবরণ যুক্ত আছে। পালি-ত্রিপিটক বা স্থবিরবাদ-সংস্করণের মূলগ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিবরণে চারিটি সঙ্গীতি প্রসিদ্ধ :—

(১) প্রথম-সঙ্গীতি, * প্রথম-সঙ্গায়ন, স্থবির-সঙ্গীতি, প্রথম বিনয়-সঙ্গীতি, ধর্ম্ম-বিনয়-সঙ্গীতি, ধর্ম্ম-সঙ্গীতি, কাশ্যপ-সঙ্গীতি, পঞ্চ-শত-সঙ্গীতি।

(২) দ্বিতীয়-সঙ্গীতি, দ্বিতীয়-সঙ্গায়ন, দ্বিতীয় বিনয়-সঙ্গীতি, সপ্ত-শত-সঙ্গীতি।

---

* সঙ্গীতির পরিবর্ত্তে 'সঙ্গহ' বা 'সংগ্রহ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

(৩) তৃতীয়-সঙ্গীতি, তৃতীয়-সঙ্গায়ন, অশোক-সঙ্গীতি।

(৪) বট্টগামনি সঙ্গীতি।

এতদ্ব্যতীত পালি-গ্রন্থ-সমূহে অপর একটি সঙ্গীতির উল্লেখ আছে। ইহার নাম মহাসঙ্ঘ বা মহা-সঙ্গীতি। অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতি ব্যতিরিক্ত অপর তিনটি সঙ্গীতির বিবরণ আছে :—

(১) পালি-গ্রন্থোক্ত মহাসঙ্গীতির অনুরূপ সঙ্গীতি।

(২) মহাদেব-সঙ্গীতি।

(৩) কণিষ্ক-সঙ্গীতি।

পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সঙ্গীতিগুলির নাম—

(১) প্রথম-সঙ্গীতি,

(২) দ্বিতীয়-সঙ্গীতি,

(৩) মহা-সঙ্গীতি,

(৪) অশোক-সঙ্গীতি,

(৫) মহাদেব-সঙ্গীতি,

(৬-৭) বট্টগামনি-সঙ্গীতি ও কণিষ্ক সঙ্গীতি। *

নিম্নে এই সঙ্গীতি-সমূহের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম-সঙ্গীতি।—পূর্ব্ব সন্দর্ভে এই সঙ্গীতির বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা গিয়াছে। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর সর্ব্বপ্রথম এই সঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা প্রথম সঙ্গীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতিতে কেবল অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবিরগণ যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম স্থবির-সঙ্গীতি। ইহার অধিবেশনে কতকগুলি জটিল বিনয়বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয়-সঙ্গীতিও বলা হয়। বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া সদ্ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিধান করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ইহাকে ধর্ম্ম-সঙ্গীতিও বলা যাইতে পারে। স্থবির মহাকাশ্যপের উদ্যোগে ও তাঁহার সভাপতিত্বে এই সঙ্গীতির কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা কাশ্যপ-সঙ্গীতি নামেও পরিচিত। এই সঙ্গীতিতে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চশত স্থবির যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পঞ্চশতিক নামেও আখ্যাত। ধর্ম্ম-বিনয়-সংযুক্ত বুদ্ধ-বচন-সমূহ আবৃত্তি করিয়া সংগৃহীত করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল—ইহাই ধর্ম্ম-বিনয়

* বট্টগামনি-সঙ্গীতি ও কণিষ্ক সঙ্গীতি—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোন্‌টি বা পরবর্ত্তী তাহা এখনও নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না।

সঙ্গীতি নামের বিশেষত্ব। এই সঙ্গীতিতে যে সকল বুদ্ধ-বচন সংগৃহীত হয় তাহা কাশ্যপ-সংগ্রহ ও স্থবির-বাদ নামে প্রসিদ্ধ। বিনয়-চুল্লবগ্‌গের ১১শ অধ্যায়ে ইহারই বিবরণ দেওয়া আছে এবং ইহাকেই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ মনে করা হয়। পালি ত্রিপিটকের অপর কোন গ্রন্থে ইহার বিবরণ বা উল্লেখ দৃষ্ট হয় না*। দীপ-বংস, মহা-বংস, সাসন-বংস প্রভৃতি পালি বংশ-জাতীয় গ্রন্থসমূহে, সমন্ত-পাসাদিকা ও সুমঙ্গল-বিলাসিনী প্রভৃতি পালি অর্থকথাসমূহে, পূজাবলী নামক সিংহলী বংশজাতীয় গ্রন্থে এবং মহাবস্তু নামক বৌদ্ধ-সংস্কৃত-গ্রন্থে এই সঙ্গীতির বিবরণ পাওয়া যায়। চৈনিক ও তিব্বতীয় অনুবাদ গ্রন্থ, চীনদেশীয় পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রচলিত বিবরণগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চুল্লবগ্‌গের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে :—

"স্থবির মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ পাবা হইতে কুশীনারা বা কুশীনগরের দিকে আসিতেছিলেন। পথে জনৈক আজীবক-শ্রেণীর ভিক্ষুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। আজীবক ভিক্ষু কুশীনগর হইতে পাবার দিকে যাইতেছিলেন। শ্রমণ গৌতম সপ্তাহকাল হইল পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজীবকের মুখে এই সংবাদ জানিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা তখনও বীতরাগ হইতে পারিয়াছিলেন না তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাহুতে মুখাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, কেহ বা ধরাশায়ী হইয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন,—'অহো! ভগবান সুগত অতি শীঘ্রই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, অতি অসময়ে অপ্রত্যাশিত কালের মধ্যেই লোক-লোচন অন্তর্হিত হইলেন!' যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছিলেন তাঁহারা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া এই সংবাদ গ্রহণ করিলেন—'সংস্কার মাত্রই অনিত্য—সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব কিরূপে সম্ভবপর!' সুভদ্র নামে জনৈক বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত ভিক্ষু ঐ পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি শোকাকুল ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া সান্ত্বনা প্রদানচ্ছলে বলিলেন—'ওহে বন্ধুগণ, তোমরা অকারণ শোক ও বিলাপ করিও না। ভগবানের পরিনির্ব্বাণে আমরা মহাশ্রমণের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি ; ইহা করা

---

* বিনয় পিটকের তিব্বতীয় অনুবাদ গ্রন্থ দুল্বের ১১শ খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সঙ্গীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। দুল্বের এই খণ্ডে ক্ষুদ্রক-বিনয় বা পালি চুল্লবগ্‌গের অনুরূপ একটি সংস্কৃত বিনয়গ্রন্থের অনুবাদ আছে। বিদ্যাকরপ্রভ ও ধর্ম্মশ্রীপ্রভ নামক দুইজন ভারতবাসী স্থবিরই এই খণ্ডের অনুবাদক। সম্ভবতঃ তাঁহারা কাশ্মীর-বাসী এবং সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রক্‌হিল সাহেব এই অনুবাদ-গ্রন্থ হইতে সঙ্গীতিদ্বয়ের বিবরণ তাঁহার Life of the Buddha নামক পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বতীয় অনুবাদগ্রন্থ অনুসারেও পিটকের অপর কোন গ্রন্থে সঙ্গীতির বিবরণ নাই।

তোমাদের উচিত, ইহা করা তোমাদের অনুচিত, ইত্যাদি বাক্যে আমরা জ্বালাতন হইয়াছি, ইদানীং আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব এবং যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা করিব না।' [স্থবির মহাকাশ্যপ ঐ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—ওহে বন্ধুগণ, তোমরা শোক ও বিলাপ করিও না। তোমরা কি জান না যে ভগবান পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছেন—সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বস্তু হইতে নানা-ভাব, বিনা-ভাব ও অন্যথা-ভাব হইবেই। যাহা জাত, ভূত, কৃত ও বিলোপধর্ম্মী তাহা লুক্কায়িত না হইয়া পারে না।

যথাসময়ে ভগবানের শরীর-কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া স্থবির মহাকাশ্যপ বুদ্ধ-শাসনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুভদ্র ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতাসূচক কথাগুলি স্মরণ করিয়া তিনি সদ্ধর্ম্মের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইলেন। তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিয়া কুশীনগরে সমাগত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন]—'ওহে বন্ধুগণ, আমরা একত্রে ধর্ম্মবিনয় আবৃত্তি ও সংগ্রহ করিব। অগ্রেই অধর্ম্মের ও অবিনয়ের প্রকাশ এবং ধর্ম্মের ও বিনয়ের বিলয় সূচিত হয়, অগ্রেই অধর্ম্ম ও অবিনয় বাদীর প্রাবল্য এবং ধর্ম্ম ও বিনয় বাদীর দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হয়, [ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করা ব্যতীত ইহার প্রতিকারের অন্য উপায় নাই।']* ভিক্ষুগণ কহিলেন—'তাহা হইলে আপনি দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গীতির জন্য ভিক্ষু নির্ব্বাচন করুন।' স্থবির মহাকাশ্যপ একবারে ঊনপঞ্চশত ভিক্ষু নির্ব্বাচন করিয়া† স্থবির আনন্দকেও নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভিক্ষুদিগের সম্মতির জন্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আয়ুষ্মান আনন্দ এখনও অর্হৎ হইতে না পারিলেও অনুরাগ, মোহ, দ্বেষ ও ভয় বশতঃ কুপথে যাইবার লোক নহেন, বিশেষতঃ তিনি ভগবানের নিকটেই ধর্ম্ম ও বিনয় আয়ত্ত করিয়াছেন।' ভিক্ষুদিগের সম্মতি পাইয়া মহাকাশ্যপ আনন্দকেও গ্রহণ করিলেন ‡। নির্ব্বাচিত পাঁচ শত ভিক্ষু ভিন্ন অপর কেহ রাজগৃহে বর্ষাবাস করিবেন না এবং বর্ষাবাসের মধ্যে তাঁহারাই রাজগৃহে ধর্ম্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন করিবেন—ভিক্ষুদিগের সম্মতিক্রমে তাহাই স্থিরীকৃত হইল। বর্ষাবাসের দ্বিতীয় মাসে সঙ্গীতির কার্য্য

---

* দুল্বের বর্ণনা মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর সূত্রান্ত, বিনয়, মাতৃকা বা অভিধর্ম্মাকারে নিবদ্ধ বুদ্ধ-বচন সমূহ অন্তর্ধান করিয়াছে—এইরূপ লোকনিন্দা শুনিয়াই মহাকাশ্যপ সঙ্গীতি আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করেন। Rockhill, p 148.

† মহাকাশ্যপ ও আনন্দ সমেত সদস্যদিগের সংখ্যা ৫০০ কিংবা ৫০১ তাহা সমস্যার বিষয়। দুল্বের বিবরণ মতে সংখ্যা ৫০১ বলিয়া মনে হয়। Rockhill, p. 150,: Where the five hundred Bhikshus and Kasyapa were. Rockhill, p. 150, 161.

‡ দুল্বের বিবরণ মতে আনন্দ স্থবিরকে সঙ্ঘের জলসরবরাহক করিয়া লইলেও সঙ্গীতির অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আরম্ভ হয়*। উহার পূর্ব্ব রাত্রে আনন্দ অর্হৎ পদ লাভ করেন। মহাকাশ্যপ সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সমবেত স্থবিরগণের সম্মতিক্রমে উপালিকে বিনয়-বিষয়ক ও আনন্দকে ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পারাজিকা, উহাদের বস্তু, নিদান, আপত্তি, অনাপত্তি ইত্যাদি ক্রমে **উভতো-বিনয়** সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং উপালিও যথাসাধ্য প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন †। অনন্তর মহাকাশ্যপ ব্রহ্মজাল, সামঞ্ঞফল প্রভৃতি **পঞ্চনিকায়-ভুক্ত** সূত্রসমূহের নিদান, বক্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আনন্দও ইহাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন ‡। [এইরূপে 'উভতো-বিনয়' এবং 'পঞ্চনিকায়-ভুক্ত' সূত্রগুলি § সংগৃহীত হইলে] আনন্দ উপস্থিত স্থবিরদিগের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়টি উত্থাপন করেন—'ভগবান পরিনির্ব্বাণের প্রাক্কালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে (আকঙ্খমানো) ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বা ছোটখাট শিক্ষাপদসমূহ বর্জ্জন করিতে পারিবে।'¶ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শব্দে ভগবান কোন্ কোন্ শিক্ষাপদ উদ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা আনন্দ বলিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি ভগবানকে স্পষ্টতঃ তাহা জিজ্ঞাসাও করেন নাই। কাজেই ইহা একটি মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন চারি পারাজিকা ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা ও তের সঙ্ঘাদিশেষ ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা ও তের সঙ্ঘাদিশেষ ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা, তের সঙ্ঘাদিশেষ ও দুই অনিয়ত ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা, তের সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত ও ত্রিশ নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তীয়

---

* দুল্বের বিবরণ পাঠে মনে হয় যেন বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কয়েক বৎসর পরে সঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল। Rockhill, p. 148.

† দুল্বের বিবরণ মতে পূর্ব্বাহ্ণে সূত্রান্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম বোধের উপায়ভূত গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়া অপরাহ্ণে সূত্রান্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম আবৃত্তি করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্ব্বপ্রথম আনন্দ সূত্রান্তগুলি আবৃত্তি করেন এবং পরে উপালি ও মহাকাশ্যপ যথাক্রমে বিনয় ও মাতৃকা বা অভিধর্ম্ম আবৃত্তি করেন। এইরূপে ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়। Rockhill, p. 156.

‡ দুল্বের বিবরণে উভতো-বিনয় শব্দের ব্যবহার নাই। আপত্তি আপত্তি সমেত পারাজিকা না সঙ্ঘাদিশেষ প্রভৃতি বিনয়ের নিয়মাবলী আবৃত্তি করা হইয়াছিল ইহাই মাত্র বর্ণিত আছে। Rockhill, P. 159 160.

§ দুল্বের বিবরণ মতে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রাদি ক্রমে স্কন্ধ-আয়তনাদি বিবিধ বিষয় বদ্ধ (সংযুক্তাগমভুক্ত) সূত্রান্তগুলি আবৃত্তি করিয়া পরে দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম ও একোত্তরাগমভুক্ত সূত্রান্তসমূহ আবৃত্তি করা হইয়াছিল। এই বিবরণে পঞ্চমাগমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। Rockhill, p. 157 f.

¶ দুল্বের বিবরণ মতে সঙ্গীতির অধিবেশন হওয়ার পূর্ব্বেই এই বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছিল।

ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা, তের সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিশ নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তীয় ও বিরানব্বই প্রায়শ্চিত্তীয় শিক্ষাপদ ব্যতীত অপর শিক্ষাপদগুলি, কেহ বা বলেন চারি পারাজিকা, তের সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিশ নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তীয়, বিরানব্বই প্রায়শ্চিত্তীয় ও চারি প্রতিদেশনীয় ব্যতীত অপর শিক্ষাপদগুলি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ও বর্জ্জনীয়।

দূরদর্শী স্থবির মহাকাশ্যপ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—যদি এইরূপ অনিশ্চিতভাবে কতকগুলি শিক্ষাপদ বর্জ্জন করা হয়, ইহাতে ভবিষ্যতে শাসনের গৌরবহানি ও অকল্যাণ হইতে পারে। তিনি নিম্নলিখিতভাবে সঙ্ঘের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন—'ভিক্ষুদিগের আচরণীয় শিক্ষাপদগুলি গৃহিগণের নিকটও সুপরিচিত। যদি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বা অনাবশ্যক মনে করিয়া শিক্ষাপদগুলি বর্জ্জন করা হয় লোকে নানা কথা বলিতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারে যে, যে শ্রমণ গৌতম পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যবর্গের আচরণীয় শিক্ষাপদগুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্যবর্গ ঐ শিক্ষাপদগুলি মানিয়া চলিতেছেন না। এমতাবস্থায় অনুপদিষ্ট শিক্ষাপদের অবতারণা না করিয়া উপদিষ্ট শিক্ষাপদগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া মানিয়া চলাই সঙ্ঘের পক্ষে সময়োচিত কার্য্য হইবে *। তাঁহার যুক্তি সমীচীন মনে করিয়া স্থবিরগণ উদ্দিষ্ট শিক্ষাপদগুলি সমস্তই অবশ্য প্রতিপাল্যরূপে গ্রহণ করিলেন।'

অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ † ও ফ্রাঙ্কে ‡ প্রমুখ জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে চুল্লবগ্‌গে প্রদত্ত প্রথম সঙ্গীতির বিবরণ কল্পনাপ্রসূত ও অমূলক; মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের যে বিবরণ আছে তাহা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী ভিক্ষুগণ এই অমূলক কাহিনী রচনা করিয়া থাকিবেন। প্রথম সঙ্গীতির বিবরণের ভূমিকা অংশের অনুরূপ কথা পরিনিব্বানসুত্তন্তে বিবৃত আছে অথচ তন্মধ্যে সঙ্গীতির কোনপ্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আমরা যথাস্থানে তাঁহাদের মতামত বিচার করিব। এইস্থলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। (১) চুল্লবগ্‌গের ১১শ অধ্যায়ে পঞ্চশতিক বা প্রথম সঙ্গীতির বিস্তৃত বিবরণ গদ্যে, এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায়ের শেষে

* মহাবস্তুর মতে এইরূপ লোকনিন্দাভয়েই স্থবির মহাকাশ্যপ সঙ্গীতি আহ্বান ও শিক্ষাপদগুলি সংগ্রহ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন (১ম খঃ, পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য)। দুল্বের বিবরণ চুল্লবগ্‌গের বর্ণনার অনুরূপ। Rockhill, p. 153 f.

† ওল্ডেনবর্গ সম্পাদিত বিনয়পিটক ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

‡ ফ্রাঙ্কে লিখিত 'রাজগহ ও বেসালী সঙ্গীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, পি. টি, এস্, জর্ণেল, ১৯০৮।

পদ্যে নিবদ্ধ আছে। পদ্যাংশ গদ্যাংশের পরবর্ত্তী মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। উপরে গদ্যাংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে উহাতে সংগৃহীত বুদ্ধবচনগুলির মধ্যে অভিধর্ম্মপিটকের কোন গ্রন্থের, এমন কি পিটক শব্দেরও উল্লেখ নাই, অথচ পদ্যাংশের এক গাথায় তিনটি পিটকের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ বিনয় এবং সুত্তন্তের নামই প্রদত্ত হইয়াছে—

"উপালিং বিনয়ং পুচ্ছিং, সুত্তন্তানন্দপণ্ডিতং।
পিটকং তীণি সঙ্গীতিং অকংসু জিনসাবকা ॥ *

(২) বিনয়পিটকের কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত হইয়াছিল অথবা কোন গ্রন্থ আদৌ সংগৃহীত হইয়াছিল কিনা চুল্লবগ্‌গের বিবরণে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয় নাই। নিদান ও বস্তু সহ 'উভতো-বিনয়'-ভুক্ত পারাজিকাদি শিক্ষাপদগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল একথা নিশ্চিত। 'উভতো-বিনয়' শব্দের তাৎপর্য্য কি? বুদ্ধঘোষ এই প্রশ্ন-সমস্যার মীমাংসা করেন নাই। 'উভতো', উভয় কিংবা দুই বিনয় বলিতে আমরা কি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিনয় অথবা ভিক্ষু ও গৃহী বিনয় বুঝিব? বুদ্ধঘোষ বলেন যে 'পোরাণা' বা প্রাচীনেরা মজ্ঝিম-নিকায়ের অনুমান-সুত্তকে ভিক্ষু-বিনয় এবং দীঘ-নিকায়ের সিঙ্গালোবাদসুত্তকে গৃহী-বিনয় মনে করিতেন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের প্রত্যেক নিপাতই যেন ভিক্ষুবর্গ ও গৃহস্থবর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'উভতো-বিনয়' শব্দে ভিক্ষু ও গৃহী-বিনয় বুঝায় এইরূপ অনুমান সমীচীন মনে হয় না, কেননা পারাজিকাদি শিক্ষাপদগুলি বৌদ্ধগ্রন্থে গৃহস্থের জন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ আছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের 'উভয়ানি পাতিমোক্‌খানি' শব্দে † ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ নির্দ্দেশ করে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অর্থকথায় ব্যবহৃত 'উভতো-বিভঙ্গ' শব্দেও ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীবিভঙ্গকেই নির্দ্দেশ করে। চুল্লবগ্‌গের 'উভতো-বিনয়' অর্থকথার 'উভতো-বিভঙ্গের' অনুরূপ আখ্যা কিনা তাহা সমস্যার বিষয়। ইহা নিশ্চিত যে ভিক্ষু-বিনয় ও ভিক্ষুণী-বিনয় নামে কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান বিনয় পিটকে নাই। চুল্লবগ্‌গের ১১শ অধ্যায়ে সুত্তবিভঙ্গ, উপোসথসংযুত্ত ও বিনয়-বত্থু

* এই গাথাকে লক্ষ্য করিয়া কার্ণ নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The phrase 'পিটকং তীণি সঙ্গীতিং অকংসু' proves nothing, it only occurring in the resume. Manual of Indian Buddhism, p. 102, f, n. 7. তুষের বিবরণে মহাকাশ্যপ কর্ত্তৃক অভিধর্ম্ম মাতৃকা আবৃত্তি করিবার কথা উল্লিখিত আছে সত্য কিন্তু এই মাতৃকাগুলি সপ্তত্রিংশ বোধিপাক্ষিক ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিবরণে অভিধর্ম্ম পিটকের কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই।

† অ-নি, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭১—৭৩।

এই ত্রিবিধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ত্রিবিধ বিনয়গ্রন্থ লক্ষিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

(৩) পাতিমোক্খের নামোল্লেখ না থাকিলেও ইহার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাপদগুলির শ্রেণীবিভাগ ও সংখ্যাগুলি চুল্লবগ্গের বিবরণে দৃষ্ট হয়।*

(৪) চুল্লবগ্গের বিবরণে স্পষ্টতঃ পঞ্চ-নিকায়ভুক্ত কতিপয় সূত্রের উল্লেখ আছে কিন্তু পঞ্চ-নিকায়ের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ খুদ্দক-নিকায়ের কোন গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয় না। (৫) চুল্লবগ্গের বিবরণ মতে ভিক্ষুগণ স্থবির মহাকাশ্যপের হস্তে সদস্য নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। (৬) রাজগৃহের ঠিক কোন্ স্থানে সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল অথবা এই অধিবেশন সমাপ্ত হইতে কতদিন লাগিয়াছিল তাহা চুল্লবগ্গের বিবরণে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

দীপবংসের ৪র্থ ও ৫ম ভাণবারের প্রথমার্দ্ধে প্রথম সঙ্গীতির যে বিবরণ আছে তন্মধ্যে সঙ্গীতির পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর উল্লেখ নাই। তন্মধ্যে কথিত আছে যে ১০০,০০০ ভিক্ষু কুশীনারায় সমবেত হইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে মহাকাশ্যপ প্রমুখ পাঁচ শত গণ্যমান্য স্থবিরকে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজের অন্তঃপাতী সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারেই † সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। বহুশ্রুত আনন্দ, বিনয়াভিজ্ঞ উপালি, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন অনুরুদ্ধ, রচনাপটু বঙ্গীশ, ধর্ম্মকথক পূর্ণ, বিচিত্রকথী কুমার-কাশ্যপ, বিভাজন-দক্ষ কাত্যায়ন এবং বোধ-বিচক্ষণ কোষ্ঠিত নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন। কেবল বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধ-শাসনের স্থায়িত্ব বিধান করাই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল। উপালির বিনয়-বিষয়ক এবং আনন্দের ধর্ম্ম বিষয়ক উত্তরগুলি লইয়া সদস্যগণের অনুমোদনক্রমে ধর্ম্ম-বিনয়-সংগ্রহ প্রস্তুত করা হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুত ও বেদল্য এই নয় শ্রেণীর রচনা সন্নিবেশিত এবং এই রচনাগুলিকে বর্গ, পঞ্চাশক, সংযুক্ত ও নিপাত আকারে সুসজ্জিত করিয়া সূত্র নামে আখ্যাত আগম-পিটক নির্ম্মাণ করা হয়। সংগৃহীত সূত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি ধারাবাহিক ব্যাখ্যাযুক্ত (পরিয়ায়-দেসিত) ছিল এবং কতকগুলি এইরূপ ব্যাখ্যাযুক্ত ছিল না (নিপ্পরিয়ায়-দেসিত)। মহাকাশ্যপ প্রমুখ পঞ্চ শত স্থবির যে ধর্ম্ম-বিনয়-সংগ্রহ প্রস্তুত করেন তাহা সম্যক-সম্বুদ্ধের অবিনাশী-ধর্ম্মকায়াস্বরূপ হয়; তাহাই বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল-নিদান, তাহা হইতেই আদি গ্রন্থধুর সূচিত হয়। কেবল স্থবিরগণ কর্ত্তৃক

* দুল্বের বিবরণেও প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলী সমস্তই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Rockhill, p. 153 f.

† মহাবস্তুর মতে গুহার নাম 'সপ্তপর্ণ-ঋষি-লেন-হা' (১ম খঃ, পৃঃ ৬৯)।

এই সংগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহা স্থবিরবাদ নামে পরিচিত হয়। বিবিধ বিষয়ে অগ্রণী স্থবিরগণ অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বচনগুলি লোকাগ্রগণ্য বুদ্ধ হইতে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই সংগ্রহ অগ্র-বাদ নামেও অভিহিত হয়। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের তিন মাস পরে, চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে, সঙ্গীতির কার্য্যারম্ভ এবং তখন হইতে সাত মাসের মধ্যে কার্য্য সমাপ্ত হয়।*

চুল্লবগ্গের বিবরণের সহিত দীপবংসের বর্ণনার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। (১) চুল্লবগ্গের মতে সঙ্গীতির স্থান রাজগৃহ (বর্ত্তমান রাজগির) দীপবংসের মতে সঙ্গীতির স্থান গিরিব্রজের সমীপবর্ত্তী সপ্তপর্ণী-গুহা†। (২) দীপবংসে ত্রিপিটকের উল্লেখ নাই, ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ প্রস্তুত করাই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে,—দীপবংসের মতে ধর্ম্মসংগ্রহের অপর নাম সূত্র কিংবা আগম-পিটক। (৩) দীপবংসে পঞ্চনিকায়ের উল্লেখ নাই; বর্গ, পঞ্চাশক, সংযুক্ত ও নিপাত এই চারি প্রকার বিভাগের উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয় যে দীপ-বংসে সূত্র-পিটকভুক্ত মাত্র চারি আগমই লক্ষিত হইয়াছে—দীর্ঘাগমে বর্গ-বিভাগ, মধ্যমাগমে পঞ্চাশক-বিভাগ, সংযুক্তাগমে সংযুক্ত-বিভাগ, একোত্তরাগমে নিপাত-বিভাগ। (৪) দীপবংসে সূত্রগেয়াদি নয় শ্রেণীর রচনার উল্লেখ আছে, চুল্লবগ্গে নাই। (৫) দীপবংসের মতে সমাগত ভিক্ষুগণই সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। (৬) দীপবংসের বিবরণ মতে সঙ্গীতির কার্য্য সমাপ্ত হইতে সাত মাস লাগিয়াছিল।

বিনয়পিটকের অর্থকথা সমন্তপাসাদিকার প্রারম্ভে প্রথম সঙ্গীতির যে বিবরণ আছে উহাতে দীপবংসের বর্ণনার কিছু কিছু আভাস থাকিলেও, উহা মোটের উপর চুল্লবগ্গের বিবরণের পুনরুক্তি ও বিস্তারিত কথা মাত্র। সুতরাং সমন্তপাসাদিকার বিবরণের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য—(১) সমন্তপাসাদিকার মতে সুভদ্র ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতাসূচক উক্তিগুলি স্থবির মহাকাশ্যপের মনে সদ্ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিষয়ে আশঙ্কার সঞ্চার করিয়াছিল এবং উদ্দিষ্ট ধর্ম্মবিনয়ই শাস্তার স্থান অধিকার করিবে—বুদ্ধের এইরূপ উক্তি হইতেই মহাকাশ্যপের মনে ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প জাগিয়াছিল। (২) মগধরাজ অজাত-শত্রুর অর্থব্যয়ে রাজগৃহের অন্তঃপাতী বৈভার পর্ব্বতস্থ ‡ সপ্তপর্ণীগুহায় সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৩)

* মহাবংস ৩য় অধ্যায় ও সদ্ধম্ম-সংগহের ২৪-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† বুদ্ধের বিবরণ মতে গয়ায় করা হইবে, কুশীনগরে করা হইবে, কিংবা অন্যত্র করা হইবে—ইত্যাদি অনেক জল্পনা কল্পনার পর রাজগৃহকেই সঙ্গীতির উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছিল। Rockhill, p, 150.

‡ মহাবস্তুর মতে পর্ব্বতের নাম 'বৈহার' (১ম খঃ, পৃঃ ৬৯)।

সমন্তপাসাদিকার মতে প্রথম সঙ্গীতিতে বর্ত্তমান পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত বিভঙ্গদ্বয়, খন্ধক ও পরিবার, অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ ভিন্ন অপর গ্রন্থগুলি, সংগ্রহ করা হইয়াছিল। (৪) সমন্তপাসাদিকার মতে প্রথম সঙ্গীতিতে বর্ত্তমান পালি-পঞ্চনিকায়ভুক্ত সমুদায় গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। (৫) বিনয় এবং অভিধর্ম্মপিটকের গ্রন্থগুলিও ইহার মতে ক্ষুদ্র-নিকায়ের অন্তর্গত ছিল।

সুমঙ্গল-বিলাসিনীর বিবরণ সমন্তপাসাদিকার বিবরণের অনুরূপ হইলেও কতকগুলি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। (১) সুমঙ্গল-বিলাসিনীর বিবরণে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে প্রথম সঙ্গীতিতে পিটকের সকল গ্রন্থ সংগৃহীত হয় নাই। বুদ্ধঘোষ প্রদত্ত বিনয়-পিটক-গ্রন্থগুলির তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে প্রথম সঙ্গীতিতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ স্বতন্ত্র আকারে আবৃত্তি বা সংগ্রহ করা হয় নাই। (২) উক্ত বিবরণ মতে বর্ত্তমান দীঘনিকায় বা দীর্ঘাগমের সূত্রগুলি সংগৃহীত হওয়ার পর সভাপতি মহাকাশ্যপ ইহার সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার স্থবির আনন্দের উপর ন্যস্ত করেন, [এইরূপে 'দীঘভাণক' সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়।] মজ্ঝিমনিকায় বা মজ্ঝিমাগমের সূত্রগুলি সংগৃহীত হওয়ার পর ইহার সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার সারিপুত্রের শিষ্যবর্গের উপর ন্যস্ত করা হয়, কারণ তখন সারিপুত্র জীবিত ছিলেন না। [এই রূপে 'মজ্ঝিমভাণক' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।] সংযুত্ত নিকায় বা সংযুক্তাগম সংগৃহীত হইলে সদস্যগণের অনুরোধে মহাকাশ্যপ স্বহস্তেই ইহার সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। [এইরূপে 'সংযুত্তভাণক' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়] অঙ্গুত্তরনিকায় বা একুত্তরাগম সংগৃহীত হইলে ইহার সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার স্থবির অনুরুদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। [এইরূপে 'অঙ্গুত্তরভাণক' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।] (৩) খুদ্দক নিকায় বা খুদ্দকাগম উক্ত সঙ্গীতিতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, অথবা সংগৃহীত হইয়া থাকিলে ইহার সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার কোন্ স্থবির বা কোন্ স্থবিরের শিষ্যবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই*। (৪) বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটকের গ্রন্থগুলি খুদ্দক-নিকায়ভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ

* মহাবোধিবংসের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে অঙ্গুত্তর-নিকায় আবৃত্তি ও সংগ্রহ করিবার পর পঞ্চশত অর্হৎ সদস্য নিম্নক্রমে অভিধম্ম ও খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলি আবৃত্তি করিয়া তৎসমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন—অভিধম্ম পিটকের অন্তর্গত ধম্মসঙ্গণি,-বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক ও পট্‌ঠান এই সাতখানি গ্রন্থ; সুত্ত-নিপাত. ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটকাদি খুদ্দক-নিকায়ভুক্ত গ্রন্থসমূহ। এই বিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কথাবত্থু তৃতীয় সঙ্গীতিতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, প্রথম সঙ্গীতিতে ইহার আবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

তৎসঙ্গে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে সর্ব্ব প্রথমেই বিনয়গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং তৎসমস্ত সংগৃহীত হওয়ার পর এই সকলের সংরক্ষণ ও অধ্যাপনার ভার স্থবির উপালির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। [এইরূপে একটি 'বিনয়ভাণক'-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ারই কথা কিন্তু বিনয়ভাণক বলিয়া কোন কথা বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না।] বিনয় সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, অভিধর্ম্ম পিটকের আবৃত্তি ও সংগ্রহ সম্বন্ধে কোন কথা নাই*। (৫) এই প্রসঙ্গে আরও লিখিত আছে যে খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থগুলির গণনা ও পর্য্যায় সম্বন্ধে দীঘ-ভাণক ও মজ্ঝিম-ভাণকদিগের মধ্যে মতভেদ ছিল।

অপরাপর পালি অর্থকথা এবং মহাবংসাদি অন্যান্য পালি-গ্রন্থসমূহের বিবরণ এই স্থানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পালি পিটক গ্রন্থের সহিত অর্থকথাগুলিও আবৃত্তি ও সংগ্রহ করা হইয়াছিল—ইহাই এ সকল বিবরণের প্রধান বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত মহা-বংসের ৩৭শ অধ্যায়ের বিবরণ মতে স্থবির সারিপুত্রও উক্ত সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন—

"সঙ্গীতি-ত্তয়মারুল্হং সম্মাসম্বুদ্ধ-দেসিতং
সারিপুত্তাদিগীতং..........................।"

ফা-হিয়েঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মতে প্রথম সঙ্গীতিতে শুধু যে সারিপুত্র যোগদান করিয়া-ছিলেন তাহা নহে, মহামৌদ্গল্যায়ণও যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক কার্ণ মনে করেন যে ফা-হিয়েঙের এই বিবরণ সত্য নহে। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ উভয়ে বুদ্ধের পূর্ব্বেই পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, বিশেষতঃ প্রথম সঙ্গীতি সম্বন্ধে চৈনিক পর্য্যটকের ধারণা সুস্পষ্ট নহে।

হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিত আছে যে স্বয়ং বুদ্ধই মহাপরিনির্ব্বাণ-গামী হইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া মহাকাশ্যপের উপর ধর্ম্ম-পিটক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অব্যাহত ভাবে প্রচার করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন†। উক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অপর একস্থানে প্রথম সঙ্গীতির যে বিস্তৃত বিবরণ আছে‡ তাহা অনেকাংশে চুল্লবগ্‌গ কিংবা সমন্ত-পাসাদিকার বিবরণের অনুরূপ, কেবল মাত্র দুই তিনটি বিষয়ে পার্থক্য আছে:—(১) পালি-বিবরণ মতে সুভদ্র ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতা-সূচক উক্তি শুনিয়াই মহাকাশ্যপের মনে শাসনের স্থায়িত্ব বিষয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল; হিউয়েন-সাঙের বিবরণ মতে

* Manual of Indian Buddhism, p.102, f. n. 5.

† Records of the Western World, II. p. 142—3. চুয়াঙের বিবরণ মতে ধর্ম্ম সংগ্রহ ও রক্ষণাদির ভার স্বয়ং বুদ্ধ মহাকাশ্যপের উপর এবং পরে মহাকাশ্যপ আনন্দের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন. Rockhill, p. 161.

‡ Ibid, II. p. 161—4

কয়েকজন অস্থির-মতি ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতাসূচক উক্তিই এই আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। (২) পালি-বিবরণ মতে কাশ্যপ প্রমুখ ৫০০ শত স্থবির বা অর্হৎ সঙ্গীতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; হিউয়েন-সাঙের বিবরণ মতে সঙ্গীতির সদস্য-সংখ্যা কাশ্যপসহ ১০০০। (৩) হিউয়েন-সাঙের বিবরণ মতে স্থবির আনন্দ সূত্র-পিটক, উপালি বিনয়-পিটক এবং মহাকাশ্যপ স্বয়ং অভিধর্ম্ম-পিটকের বিষয়গুলি* আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

পালি, সংস্কৃত, চীন, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষার যাবতীয় বৌদ্ধ বিবরণেই প্রথম সঙ্গীতির উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও উহাদের মূলে কোন বাস্তব ঘটনা নাই এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না—অধ্যাপক কার্ণের এই মতটি খুবই সমীচীন। মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্ত এবং চুল্লবগ্গ এই উভয়ের মধ্যেই সুভদ্র ভিক্ষুর যথেচ্ছাচারব্যঞ্জক বাক্যের উল্লেখ আছে, অথচ মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্তে যেইভাবে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় না যে সুভদ্রের আচরণেই কাশ্যপের মনে সঙ্গীতি আহ্বান করিবার সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল—এইরূপ একটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক ওল্ডেন্‌বর্গ ও ফ্রাঙ্কে প্রথম সঙ্গীতির বিবরণ অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্ত চুল্লবগ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা এই অনুমানের ভিত্তি কি আমরা জানি না। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় প্রয়োজন অনুসারে বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। প্রচলিত বিবরণগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে স্বীকার করি। এই পার্থক্যের কারণও যথেষ্ট আছে। বুদ্ধের ন্যায় একজন মহাপুরুষের আদেশ ও উপদেশগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যবর্গ যে কোনরূপ বিধান করেন নাই এমন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখা যায় সভা, সঙ্গীতি বা পরিষদ আহ্বান করিয়া তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ স্থবিরগণ এই চিরপ্রচলিত প্রথা অবলম্বন করেন নাই ইহা মনে হয় না। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার বাণীসমূহ কোন না কোন এক উপায়ে সংগৃহীত না হইয়া থাকিলে বৌদ্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশের ধারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

প্রথমসঙ্গীতির আনুষঙ্গিক কথা।—স্থবির মহাকাশ্যপ স্বয়ং সকলের কর্ত্তা হইয়া স্বাধীনভাবে কুশীনগরে সমাগত ভিক্ষুদিগের মধ্য হইতে পাঁচশত স্থবির সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাজগৃহে ধর্ম্মবিনয়াদি আবৃত্তি ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অর্হৎ ভিন্ন প্রথম সঙ্গীতিতে অপর কাহারও যোগদান করিবার অধিকার ছিল না—ইত্যাদি ব্যাপারে

---

* মূল শব্দ 'অভিধর্ম্ম-পিটক।' পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই স্থলে পিটক শব্দে কোন গ্রন্থকে নির্দ্দেশ করে না (পৃঃ ২৯ পাদটীকা)। Beal's Four Lectures, p. 79 দ্রষ্টব্য। Minayeff Recherches', I p. 28.

সঙ্ঘের সকল ভিক্ষু সন্তুষ্ট ছিলেন না। চুল্লবগ্‌গের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে পুরাণ স্থবিরের ন্যায় কোন কোন ভিক্ষু কাশ্যপসংগ্রহকে প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন না। হিউয়েন-সাঙ-প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে ১০০,০০০ ভিক্ষু একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।*

(২) **দ্বিতীয় সঙ্গীতি**।—প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম সঙ্গীতি মুখ্যতঃ ধর্ম্ম-সঙ্গীতি এবং গৌণতঃ বিনয়-সঙ্গীতি; দ্বিতীয় সঙ্গীতি মুখ্যতঃ বিনয়-সঙ্গীতি এবং গৌণতঃ ধর্ম্ম-সঙ্গীতি। ধর্ম্ম-বিনয়যুক্ত বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করাই প্রথম সঙ্গীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং আনুষঙ্গিক ভাবেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির ব্যতিক্রমের ঔচিত্যানুচিত্য বিচারের জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল এবং আনুষঙ্গিকভাবেই তন্মধ্যে বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল। বিনয় চুল্লবগ্‌গের ১২শ খন্ধকে দ্বিতীয় সঙ্গীতির যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ আছে তন্মধ্যে ধর্ম্ম-বিনয় আবৃত্তির উল্লেখ নাই†। সর্ব্বশুদ্ধ সাত শত স্থবির সদস্য এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সপ্তশতিক নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে এই সঙ্গীতির বিবরণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা ও আলোচনা করা যাইতেছে।

চুল্লবগ্‌গের ১২শ অধ্যায়ে দ্বিতীয় সঙ্গীতির নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ পাওয়া যায়—

বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ (বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্‌খূ) বৈশালীতে দশবিধ অনাচার (দসবত্থূনি) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১—কপ্‌পতি সিঙ্গিলোণকপ্‌পো।

"যেখানে লবণের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে ব্যবহার করিবার জন্য ভিক্ষুগণ শৃঙ্গাধারে লবণ লইয়া যাইতে পারেন।"

[শ্রাবস্তীতে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

তুম্বের বিবরণ মতে ইহা ৪র্থ বস্তু এবং ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ যথাকালে

---

* পরে 'মহাসঙ্ঘ বা মহাসঙ্গীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† তুম্বের বিবরণেও ধর্ম্ম-বিনয়াদি আবৃত্তির কথা নাই। রক্‌হিল বলেন যে তিনি ত্রিপিটকের তিব্বতীয় অনুবাদের অপর কোন গ্রন্থেও দশবস্তু বিচারের পরবর্ত্তী সঙ্গায়ণ কার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পান নাই। বৈশালী সঙ্গীতির চৈনিক বিবরণ এবিষয়ে তুম্বের বিবরণের অনুযায়ী। Rockhill, p. 180. Beal's Four Lectures, p. 83 f,

[এবং শৃঙ্গাদি যথাযোগ্য আধারে] সঞ্চিত লবণ যাবজ্জীবন ব্যবহার করিতে পারেন। [রাজ গৃহে সারিপুত্রের আচরণপ্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিগর্হিত ।]

২—কপ্পতি দ্বঙ্গুলকপ্পো।

"মধ্যাহ্নের পর, ছায়া দুই অঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত, ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে পারেন।"

[রাজগৃহে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৬ষ্ঠ বস্তু এবং রক্‌হিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ দুই অঙ্গুলির সাহায্যে অনুচ্ছিষ্ট খাদ্যভোজ্য ভোজন করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষুর আচরণ প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশ মতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৩—কপ্পতি গামন্তর কপ্পো।

"ইদানীং গ্রামান্তরে যাইবেন মনে করিয়া ভুক্তাহার প্রবারিত ভিক্ষুগণ অনতিরিক্ত ভোজন করিতে পারেন," অর্থাৎ ভোজনে বসিয়া প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য পাওয়া সত্ত্বেও আর প্রয়োজন নাই বলিয়া ভোজন সমাপন করিয়া ভিক্ষুগণ গ্রামান্তরে যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা অথবা ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারেন।

[শ্রাবস্তীতে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৫ম বস্তু এবং রক্‌হিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ পর্য্যটন কালে (বিহার হইতে) যোজন কিংবা অর্দ্ধ যোজন যাইয়া আহার করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষুর আচরণ-প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৪—কপ্পতি আবাস কপ্পো।

"এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথক ভাবে উপোসথ করিতে পারেন।"

[রাজগৃহে কথিত 'উপোসথ-সংযুত্ত'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ]

সম্ভবতঃ ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ১ম বস্তু। রক্‌হিল্ সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ 'অলল' বলিতে পারেন। [চম্পায় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের আচরণ-প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৫—কপ্পতি অনুমতি কপ্পো।

সংঘের অপর ভিক্ষুগণ আসিলে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই মনে করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুবর্গ বিনয়-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন।"

[চম্পায় কথিত 'বিনয়-বত্থু'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

সম্ভবতঃ ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ২য় বস্তু। রকৃহিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ আমোদ উপভোগ করিতে পারেন। [চম্পায় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণের আচরণ প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৬—কপ্পতি আচিন্নকপ্পো।

"আচার্য্য কিংবা উপাধ্যায়-স্থানীয় স্থবিরদিগের আচরিত প্রথামতে ভিক্ষুগণ আচরণ করিতে পারেন।"

সম্ভবতঃ ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৩য় বস্তু। রকৃহিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ (মৃত্তিকা-খননাদি কার্য্যের জন্য) দৈহিক শক্তির চালনা করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণের আচরণ-প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৭—কপ্পতি অমথিতকপ্পো।

"ভিক্ষুগণ যথারীতি ভোজন সমাপন করিয়াও ক্ষীরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে অথচ দধিভাব প্রাপ্ত হয় নাই এইরূপ দুগ্ধ পান করিতে পারেন।"

[শ্রাবস্তীতে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৮ম বস্তু এবং রকৃহিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ 'অর্দ্ধ ক্ষীর অর্দ্ধ দধি' এইরূপ দুগ্ধ যথাকালে পান করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষুর আচরণ-প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশমতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৮—কপ্পতি জলোগিকপ্পো।

"যে সুরা বা পানীয় রস ঠিক সুরা হয় নাই, অর্থাৎ মদ্যভাব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা ভিক্ষুগণ পান করিতে পারেন।"

[কৌশাম্বীতে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৭ম বস্তু এবং রকৃহিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে জলৌকার (রক্তপানের) ন্যায় ভিক্ষুগণ মদ্যপান করিয়া পীড়িত হইতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে (স্বরথ ?) স্থবিরের আচরণ প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশ মতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

৯—কপ্পতি অদসকং নিসীদনং।

"দশা বা ঝালর হীন হইলে ভিক্ষুগণ প্রমাণাতিরিক্ত আসনেও উপবেশন করিতে পারেন।"

[শ্রাবস্তীতে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ৯ম বস্তু এবং রক্‌হিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ সুগতের এক বিঘত-প্রমাণ 'দশা' বা ঝালর না রাখিয়া নূতন শয্যাসন ব্যবহার করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে কতিপয় ভিক্ষুর আচরণ-প্রসঙ্গে কথিত (বুদ্ধাদেশ মতে) ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

১০—কপ্‌পতি জাতরূপ-রজতং।

"ভিক্ষুগণ স্বর্ণ-রৌপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন।"

[রাজগৃহে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ'-অনুসারে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

ডুল্বের বিবরণ মতে ইহা ১০ম বস্তু এবং রক্‌হিল সাহেবের অনুবাদানুসারে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভিক্ষুগণ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি গ্রহণ ও সংগ্রহ করিতে পারেন। [বিনয়, দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, (প্রাতিমোক্ষ) সূত্রের কঠিন-বর্গ, একোত্তরাগম প্রভৃতির মতে ইহা বিনয়-বিরুদ্ধ।]

এক সময়ে কাকণ্ডকপুত্র যশ নামক জনৈক স্থবির বৃজি-রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে বৈশালীতে উপনীত হন। তিনি বৈশালীর মহাবন নামক স্থানে কিয়দ্দিন বাস করেন। উপোসথের দিন বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ তাঁহাদের আসনের সম্মুখে জলপূর্ণ কাংস্যপাত্র রাখিয়া বিহারে সমাগত উপাসকদিগকে বলিতে লাগিলেন—"আপনারা সঙ্ঘের জন্য কার্ষাপণ, অর্দ্ধ কার্ষাপণ, সিকি কার্ষাপণ ও মাষাদি প্রদান করুন, ইহা সঙ্ঘের প্রয়োজনে লাগিবে*।" যশ স্থবির ইহা ভিক্ষুর নিয়ম-বিরুদ্ধ বলা সত্ত্বেও বৈশালীর বৌদ্ধ গৃহস্থগণ মুদ্রা দান করিতে বিরত হইলেন না। রাত্রি শেষে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ মুদ্রাগুলিকে ভাগবিভাগ করিয়া যশ স্থবিরকে তাঁহার অংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান উপাসকদিগকে অকারণ নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছেন এই যুক্তিতে তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বিনয়ের নিয়মানুসারে গৃহস্থদিগের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাদের মনোকষ্ট দূর করিতে বাধ্য করেন। যশ স্থবির স্থানীয় জনৈক ভিক্ষুর সঙ্গে যাইয়া গৃহস্থদিগকে বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদিগের কাহাকেও মনোপীড়া

---

* ডুল্বের বিবরণে বর্ণিত আছে যে বৈশালীর ভিক্ষুগণ একজন শ্রমণের মাথায় একটি আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপর ভিক্ষাপাত্র স্থাপন করিয়া রাজপথ, অলি-গলি ও চতুষ্পথে যাইতে যাইতে বলিতেন—নগরবাসী কিংবা প্রবাসী যে কেহ বৈশালীতে বাস করেন সকলেই শুনুন—এই ভিক্ষাপাত্র অতি চমৎকার। যিনি এই পাত্রে কিঞ্চিন্মাত্রও অর্পণ করেন তিনি ইহার ফলে বহুদানের ফল প্রাপ্ত হন এবং ইহা তাঁহার যথেষ্ট উপকারে আসে। এইরূপে তাঁহারা ধন ও স্বর্ণরৌপ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। Rockhill, p. 172-173.

দেওয়া কদাচ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, যাহা ধর্ম্ম ও বিনয় সঙ্গত কার্য্য তাহাই শুধু তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথায় গৃহস্থগণ বুঝিতে পারিলেন যে যশই প্রকৃত শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ এবং বৈশালীর অপর ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামের অযোগ্য। গৃহস্থগণ এক বাক্যে যশ স্থবিরকে বৈশালীতে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যশ স্থবির সহচর ভিক্ষুসহ যথাসময়ে আরামে প্রত্যাগমন করিলেন। সহচর ভিক্ষুর মুখে যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে যশ স্থবির বিষম বিপদ ঘটাইয়াছেন—তাঁহারা যে সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামের অযোগ্য তাহাই যশ স্থবির সপ্রমাণ করিয়াছেন। গৃহস্থদিগের নিকট ভিক্ষুদিগের নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন এই যুক্তিতে যশ স্থবিরকে পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘ কর্ম্ম হইতে বহির্ভূত করিবার আয়োজন করিলেন। যশ স্থবির কৌশলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অচিরে পাঠেয় বা পশ্চিম দেশীয় ও অবন্তীর ভিক্ষুগণের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যেন তাঁহারা আসিয়া এই বিষয়ের বিচার করেন এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় ও ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করেন। যশ স্থবির স্বয়ং সাণবাসী* সম্ভূত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় বিবৃত করিলেন। সম্ভূত স্থবির তখন 'অহোগঙ্গ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। ধুতাঙ্গাবলম্বী ষাট জন ভিক্ষু পাঠেয় হইতে এবং অষ্টাশী জন ভিক্ষু অবন্তী হইতে আসিয়া অহোগঙ্গ পর্ব্বতে সম্মিলিত হইলেন। স্থবিরগণ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বিচার্য্য বিষয়টি অতি গুরুতর। তখন রেবত নামে জনৈক স্থবির সোরেয় নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রবিদ্, ধর্ম্ম-বিনয়-মাতৃকা-পারদর্শী, পণ্ডিত, মেধাবী, সুবক্তা, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহসী ও নীতির পক্ষপাতী—তাঁহার সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের পক্ষ সবল হইবে না ইহা স্থবিরগণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

তাঁহাকে নেওয়ার জন্য ভিক্ষুগণ আসিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বিবাদে নির্লিপ্ত থাকিবার জন্য সোরেয় হইতে সাঙ্কাশ্যে, সাঙ্কাশ্য হইতে কান্যকুব্জে, কান্যকুব্জ হইতে উদুম্বরে, উদুম্বর হইতে অর্গলপুরে এবং অর্গলপুর হইতে সহজাতিতে গমন করিলেন। এইদিকে অহোগঙ্গর স্থবিরগণও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। সহজাতিতে আয়ুষ্মান রেবতের সহিত স্থবিরগণের সাক্ষাৎ হয়। এইবার রেবত নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না, দশবস্তুর বিচারের পর তিনি স্থবিরগণের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণও নীরব থাকিলেন না। তাঁহারা রেবতকে

---

* দুল্বের বিবরণ মতে সম্ভূত মহীষ্মতীবাসী। Rockhill, p. 176.

স্বপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষুর ব্যবহার্য্য পাত্রচীবরাদি বিবিধ উপহার লইয়া নৌকাযোগে বৈশালী হইতে সহজাতিতে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সাঢ় নামে জনৈক ন্যায়পরায়ণ স্থবির* নিজের বিবেকের মধ্যে বিশেষ চিন্তা করিয়া অনুভব করিতে পারিলেন যে প্রাচ্য ভিক্ষুগণ অধর্ম্মচারী এবং পাঠেয় বা পশ্চিম দেশীয় ভিক্ষুগণই ধর্ম্মচারী।

রেবত প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বৈশালীতে সমবেত হইলেন। তখন 'পথব্যার' সঙ্ঘস্থবির সর্ব্বকাম বা সর্ব্বকামী বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দের সমসাময়িক ও সঙ্গী, তখন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যষ্ঠ, কারণ ভিক্ষুর বর্ষগণনা অনুসারে তাঁহার ১২০ বৎসর, তিনিও পাঠেয় ভিক্ষুদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। স্থবির রেবতের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাচ্য ভিক্ষুদিগের মধ্যে সর্ব্বকামী, সাঢ়, কুজ্জশোভিত* ও বাসবগামী* এই চারিজন স্থবির এবং পাঠেয়বাসীদিগের মধ্যে রেবত, সম্ভূত, যশ ও সুমন এই চারিজন স্থবির বিচারক নির্ব্বাচিত হইলেন। অজিত নামে জনৈক স্থবিরের * উপর আসন নির্দ্ধারণের ভার ন্যস্ত করা হয়। বৈশালীর মনোরম ও নির্জ্জন বালিকারাম বা বালুকারামে বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। বিচারকগণসহ সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০,০০০ স্থবির উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গিলোণকপ্প, দ্বঙ্গুলকপ্প, ইত্যাদি দশটি বিচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে রেবত স্থবির সর্ব্বকামীকে একে একে বিচার্য্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি বিনয়ানুসারে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্বোক্ত দশ বস্তুর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বস্তু সুত্তবিভঙ্গের পাঠানুসারে, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তু 'রাজগহে উপোসথ-সংযুত্ত' ও 'চম্পেয়্যকে বিনয়-বথু' অনুসারে বিচারিত হয়। ষষ্ঠ বস্তু প্রসঙ্গে কোন প্রামাণ্য পাঠের উল্লেখ নাই।

চুল্লবগ্‌গের বিবরণে দেখা যায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশনের সময় সর্ব্বকামীর বয়স ১৪০ বৎসরের কম ছিল না। উক্ত বিবরণে তিনি আনন্দের সমসাময়িক ও সঙ্গী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ঠিক কত বৎসর পূর্ব্বে তিনি উপসম্পন্ন বা ভিক্ষুপদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। কাজেই সর্ব্বকামীর বয়স হইতে সঙ্গীতির কাল সুনিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারিত করা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ন্যূনাধিক এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। কাকণ্ডকপুত্র যশস্থবির ও মহাবগ্‌গোক্ত যশ এক ব্যক্তি এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। চুল্লবগ্‌গোক্ত

* দুল্বের বিবরণ মতে সাঢ় শোণক নগরে, কুজ্জশোভিত পাটলিপুত্রে, বাসভগামী সংকাশ্যে এবং অজিত শ্রুঘ্নে বাস করিতেন। Rockhill, p. 176.

সাঢ় স্থবির ও মহাপরিনিব্বানসুত্তোক্ত সাঢ় স্থবির একই ব্যক্তি কিনা তাহারও নির্দ্দেশ নাই*। অধ্যাপক কার্ণ্ মনে করেন যে সম্ভবতঃ ভুলক্রমে যশ ও সাঢ়ের ন্যায় কতিপয় প্রাচীন স্থবিরের নাম দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু চুল্লবগ্গের বিবরণ হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে কাকণ্ডকপুত্র যশই মহাবগ্গোক্ত শ্রেষ্ঠী পুত্র যশ স্থবির এক ব্যক্তি। চুল্লবগ্গে সর্ব্বকামীকে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবির বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কাকণ্ডকপুত্র যশ প্রাচীন যশ হইতেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন। চুল্লবগ্গের বিবরণে কাকণ্ডকপুত্র যশ অল্পবয়স্ক বলিয়াই প্রতীয়মান হন। চুল্লবগ্গের বিবরণে সমসাময়িক কোন রাজার উল্লেখ নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তন্মধ্যে ধর্ম্ম-বিনয়-আবৃত্তির কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই।

দীপবংস, মহাবংস প্রভৃতি বংশ জাতীয় পালি-গ্রন্থ সমূহে† দ্বিতীয় সঙ্গীতির যে বিবরণ আছে তাহা মূলতঃ চুল্লবগ্গের বিবরণের অনুরূপ। তবে কতকগুলি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদও অনেক। (১) দীপবংসাদির বিবরণে নিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ঠিক এক শত বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল এবং ইহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ ৮ মাস লাগিয়াছিল। (২) তন্মধ্যে আরও কথিত আছে যে শিশুনাগ পুত্র অশোক বা কালাশোকের রাজত্বের সময় এবং তাঁহারই সহায়তায় ‡ দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। (৩) উক্ত বিবরণে অজাতশত্রু হইতে কালাশোক পর্য্যন্ত রাজ-পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে উপালির শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ আছে। (৪) দীপবংসে কাকণ্ডক পুত্র যশকে বুদ্ধ-প্রশংসিত—অর্থাৎ বুদ্ধের সমসাময়িক স্থবির বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (৫) দীপবংসের এক গাথায় বলা হইয়াছে ৭০০ ভিক্ষু এবং অপর এক গাথায় বলা হইয়াছে ১২০০,০০০ ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিলেন—

"এতে সত্ত সতা ভিক্খূ বেসালিয়ং সমাগতা।"
[দীপবংস, ৪—৫২]

"দ্বাদশ সত সহস্সানি জিনপুত্তা সমাগতা।"
[দীপবংস, ৫—২০]

---

* তুল্বের বিবরণ মতে সাঢ় ও বাসভগামী আনন্দ স্থবিরের সহিত এক আবাসে বাস করিতেন অর্থাৎ তাঁহারা আনন্দের সহচর ও সমসাময়িক ভিক্ষু ছিলেন। Rockhill, p. 176.

† দী-ব, ৪র্থ ও ৫ম অঃ ; মহাবংস, ৪র্থ অঃ ; মহাবোধিবংস, পৃঃ ৯৬ ; সদ্ধম্ম-সংগহ, ২য় অঃ।

‡ মহাবংসের বর্ণনামতে কালাশোক প্রথমে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের সহায় ছিলেন এবং পরে তাঁহার ভগিনীর প্রেরণায় স্থবিরদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

কার্ণ্ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই দুইটি সংখ্যাকে বস্তু-বিরোধী বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ সংখ্যাদ্বয় বস্তু-বিরোধী নহে। দীপবংসের বর্ণনামতে সঙ্গীতির কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—১ম ভাগে দশ বস্তুর বিচার ; ২য় ভাগে ধর্ম্মবিনয়াদির আবৃত্তি। সংখ্যা বিরোধের নিম্নোক্ত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—ধর্ম্মবিনয় আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে ন্যূনাধিক ১২০০০০ ভিক্ষু বিচার-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিচার-সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে ধর্ম্ম-বিনয় আবৃত্তি করিবার জন্য এই ভিক্ষু সমাগম হইতে ৭০০ স্থবির সদস্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল*। নিম্নোদ্ধৃত গাথাদ্বয় হইতে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হইতে পারে—

"নিদ্ধমেত্বা পাপভিক্খূ মদ্দিত্বা বাদপাপকং।
সকবাদ-সোধনত্থায় অট্ঠথেরা মহিদ্ধিকা ॥
অরহন্তানং সত্তসতং উচ্চিনিত্বান ভিক্খবো।
বরং বরং গহেত্বান অকংসু ধম্ম-সঙ্গহং ॥"

[দীপবংস, ৫—২৭, ২৮]

(৬) দীপবংসের বর্ণনা মতে বৈশালীর কূটাগারশালায় বা মহাবনারামে সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল†। তখন পাটলি-পুত্রই মগধের রাজধানী ছিল। (৭) দশবস্তু বিচারের ফলে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই বিচার অগ্রাহ্য করায় সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। (৮) দীপবংসের বর্ণনায় ধর্ম্ম-বিনয় আবৃত্তির কথা আছে, অভিধর্ম্ম পিটকের কথা উল্লেখ নাই। (৯) দীপ-বংসের বর্ণনা মতে সর্ব্বকামী, সাঢ়, রেবত, কুজ্জশোভিত, যশ ও শাণ-সম্ভূত সকলেই আনন্দের সমসাময়িক ও সঙ্গী ছিলেন—তাঁহারা সকলেই বুদ্ধকে জীবিত দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকাদি অর্থকথাসমূহের বিবরণ চুল্লবগ্গ ও দীপবংসাদির বিবরণেরই অনুরূপ। প্রথম সঙ্গীতির নিয়মে দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিনটি পিটকই আবৃত্তি করা হইয়াছিল ইহাই মাত্র সমন্তপাসাদিকাদির বিবরণের একমাত্র বিশেষত্ব। সমন্তপাসাদিকা ও মহাবোধিবংসের বিবরণমতে বালুকারামেই সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল মহাবনের কূটাগারশালায় নহে।

হিউয়েন্ সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দ্বিতীয় বা সপ্তশতিক সঙ্গীতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে কথিত আছে যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১০ বৎসর পরে বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু বুদ্ধশাসন ও বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তখন স্থবির যশ বা যশদ কোশলে,

* মহাবংস প্রমুখ পরবর্ত্তী সকল পালি বিবরণে ইহা স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে।

† দুল্বের বিবরণ অনুসারেও কূটাগারশালায় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। Rockhill, p. 178.

সম্ভোগ মথুরায়, রেবত কান্যকুব্জে; সাল বৈশালীতে এবং কুব্জশোভিত 'শলোলিকা' (?) নামক স্থানে বাস করিতেন। যশ স্থবিরের উদ্যমে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৭০০ স্থবির সদস্য সমাগত হন। সম্ভোগই সভাপতির কার্য্য করেন। এই সঙ্গীতির বিচারে দশবস্তু বিনয়-বিগর্হিত বলিয়া প্রমাণিত হয়, বৈশালীর ভিক্ষুগণ অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হন। বিচার কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় বিনয়ের বিধান সংস্থাপিত ও সদ্ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়*।

চুল্লবগ্‌গ ও দীপবংসের বিবরণের সহিত হিউয়েন্ সাঙের বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায় ইহা অনেকাংশে দীপবংসের বিবরণেরই অনুরূপ। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১০ বৎসর পরে সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, সম্ভোগ সভাপতির কার্য্য করেন ও তন্মধ্যে সমসাময়িক কোন রাজার উল্লেখ নাই—এই কয়েকটি বিষয়েই সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শীফ্‌ণার উল্লিখিত এক তীব্বতীয় গ্রন্থের বিবরণ† হিউয়েন্ সাঙ প্রদত্ত বিবরণের অনুযায়ী। তন্মধ্যেও কথিত আছে যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১০ বৎসর পরে স্থবির আনন্দের যশ ও অন্যান্য শিষ্যদিগের চেষ্টায়—বৈশালীতে সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল এবং তথায় ৭০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দ্বিতীয়বার ধর্ম্মবিনয়াদি পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির উক্ত বিবরণগুলি পরীক্ষা করিয়া কার্ণ-প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। দীপবংসের ১ম অধ্যায়ের দুইটি গাথায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ নাই এবং তৃতীয় সঙ্গীতি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১৮ বৎসর পরে আহূত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় সঙ্গীতির স্থবির সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বকামী-প্রমুখ কয়েকজন স্থবির বুদ্ধের উপস্থাপক-শিষ্য স্থবির আনন্দের সমসাময়িক, সহচর ও শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। কাজেই দ্বিতীয় সঙ্গীতি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে আহূত হইয়াছিল মনে করিলে ঐ সকল স্থবিরগণের কাহারও কাহারও বয়স ১৪০, ১৫০, এমনকি ১৬৫ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করিতে হয়। পালি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধবিবরণসমূহের অধিকাংশের মধ্যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১০ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে বৈশালীর বিনয়-সঙ্গীতি সত্য ঘটনা বটে কিন্তু বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের মাত্র ১০ বৎসর পরে এবং বর্ত্তমান ত্রিপিটক-সংগ্রহের বহু পূর্ব্বে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল‡। পালির বহির্ভূত কতকগুলি বিবরণে দ্বিতীয় সঙ্গীতির কোন

* Records of the Western World, II p. 746.
† Manual of Indian Buddhism, ১০৭ পৃষ্ঠায় শীফ্‌ণারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।
‡ Manual of Indian Buddhism p. 109.

উল্লেখ নাই এবং প্রাপ্ত বিবরণগুলির মধ্যেও অনেক বিষয়ে অসঙ্গতি এবং কষ্ট কল্পনা আছে দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত এই সঙ্গীতিকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াও স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। *

দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহার বিবরণগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এমন কথা বলা যায় না। যদি কোন কোন বৌদ্ধ বিবরণে দ্বিতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ নাও থাকে তাহাতেও ইহাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইবে যে দ্বিতীয় সঙ্গীতির দশ বস্তুর বিচারের ফলে বৌদ্ধ সঙ্ঘে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ক্রমে বহু নিকায় বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিচারে দণ্ডিত ও অপমানিত হইয়া যেই সকল বৃজিপুত্র ও তাঁহাদের পক্ষভুক্ত ভিক্ষুগণ একটি স্বতন্ত্র দল সৃজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই সঙ্গীতির উল্লেখ না থাকা বিচিত্র নহে। দীপবংসের ১ম অধ্যায়ের গাথাদ্বয় সম্বন্ধে অধ্যাপক কার্ণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। উক্ত গাথাদ্বয় ও পরবর্ত্তী দুইটি গাথা বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। গাথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"পরিনিব্বুতে চতুমাসে হেস্‌সতি পঠমসঙ্গহো॥
ততো পরং বস্‌স সতে বস্‌সানট্‌ঠারসানি চ।
ততিয়ো সঙ্গহো হোতি পবত্তথায় সাসনং॥
ইমস্মিং জম্বুদীপম্‌হি ভবিস্‌সতি মহীপতি।
মহাপুঞ্‌ঞো তেজবন্তো অসোকধম্মোতি বিস্‌সুতো॥
তস্‌স রঞ্‌ঞো অসোকস্‌স পুত্তো হেস্‌সতি পণ্ডিতো।
মহিন্দো সুতসম্পন্নো লঙ্কাদীপং পসাদয়ং॥"

[দীপ বংস, ১-(২৪-২৭)]

"বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ গত হইবার পর চতুর্থ মাসে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হইবে। ইহার ১১৮ বৎসর পরে বুদ্ধ-শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহূত হইবে। এই জম্বুদ্বীপে ধর্ম্মাশোক নামে একজন লোক-বিশ্রুত, পুণ্যশ্লোক ও তেজস্বী ভূপতির আবির্ভাব হইবে। তাঁহারই পুত্র শাস্ত্রবিৎ ও সুপণ্ডিত মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী করিবেন।"

উদ্ধৃত গাথাসমূহে প্রথম ও তৃতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ আছে দেখিয়া বাধ্য হইয়া মনে করিতে হয় যে দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধেও গাথা প্রচলিত ছিল। দীপবংসের পাদটীকায়

* ফ্রাঙ্কের, রাজগহ ও বেসালী সঙ্গীতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জে পি টি এস্ জর্ণেল, ১৯০৮, পৃঃ ৭০।

অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ বলেন যে তিনি কোন পুঁথিতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি বিষয়ক গাথা দেখিতে পান নাই। তিনি আরও মনে করেন যে উক্ত গাথা অনুসারে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন দ্বিতীয় সঙ্গীতির ১১৮ বৎসর পরে হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে অধ্যাপক কার্ণের আপত্তির কারণ এই যে অধ্যাপক ওল্ডনবর্গের মত গ্রহণ করিলেও অসঙ্গতি দূর হয় না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ১১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজত্ব আরম্ভ এবং ইহার ১৮ বৎসর পরেই তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। গাথাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে সহজে অনুভব করা যায় যে ধর্ম্মাশোকের রাজত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ১১৮ বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভাবে গাথাগুলি মিলাইলে সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে—

"ততো পরং বস্স সতে বস্সানট্‌ঠারসানি চ ॥
ইমস্মিং জম্বুদীপম্হি ভবিস্সতি মহীপতি।
মহাপুঞ্‌ঞো তেজবন্তো অসোকধম্মোতি বিস্সুতো ॥
[তস্স'ট্‌ঠারসবস্সম্হি রঞ্‌ঞো ধম্মাসোকস্স চ।]
ততিয়ো সঙ্গহো হোতি পবত্তথায় সাসনং ॥"

চুল্লবগ্‌গে দ্বিতীয় সঙ্গীতির সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। চুল্লবগ্‌গ একটি বিনয় গ্রন্থ। বিনয়-সম্পর্কিত বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ। দশবস্তুর বিচারই ইহার পক্ষে প্রাসঙ্গিক,—ইহাই তন্মধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইহার প্রসঙ্গ-বহির্ভূত কাহিনী বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রচলিত থাকিতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাহাই ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরবর্ত্তী বিবরণসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। চুল্লবগ্‌গের বিবরণের অসম্পূর্ণতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। সঙ্গীতি ও সন্নিপাত এই দুই শব্দের তারতম্য বুঝিতে না পারিয়া অধ্যাপক কার্ণ এক ধাঁধায় পড়িয়াছেন। দীপবংস ও সমন্তপাসাদিকার বিবরণ মতে সন্নিপাতে ১২০০০০০ ভিক্ষু এবং সঙ্গীতিতে ৭০০ স্থবির সদস্য উপস্থিত ছিলেন; সন্নিপাতে সমাগত ভিক্ষুগণ হইতে সঙ্গীতির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বিষয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণ সমূহের অসঙ্গতির মাত্রা কমিয়া যায় এবং ইহাদের সত্যতা বর্দ্ধিত হয়। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের মাত্র দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল এইরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

(৩) **মহাসঙ্ঘ বা মহাসঙ্গীতি।**—চুল্লবগ্‌গ ও সমন্তপাসাদিকার বিবরণে দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণিত হয় নাই। দীপবংসাদি বংশ শ্রেণীর পালি গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ স্থবিরগণের বিচার অমান্য করিবার অপরাধে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু তাঁহারা এই অপমান নীরবে সহ্য করেন নাই। তাঁহারা সকলে একযোগে একটি স্বতন্ত্র পক্ষ বা দল সৃজন করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য অপর একটি

ধর্ম্ম-সঙ্গীতি বা ধর্ম্ম-সভা আহ্বান করেন। এই সঙ্গীতিতে দশ হাজার সদস্য সমাগত হন। ইহাতে বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল বলিয়া ইহা মহাসঙ্ঘ বা মহাসঙ্গীতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। মহাসঙ্গীতির ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ শাসনে বিপর্য্যয় আনয়ন করেন। মূলগ্রন্থ ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহারা অপর একটি নূতন সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, একস্থানের সূত্র অন্য স্থানে সন্নিবেশিত করেন, পঞ্চনিকায়ের মধ্যে ভাব ও ভাষাদির পরিবর্ত্তন করেন, বুদ্ধবচনসমূহের পর্য্যায় ও অর্থভেদাদি না জানিয়া এক অর্থে কথিত উক্তিগুলি অন্য অর্থে স্থাপন করেন, ব্যঞ্জনচ্ছায়া বা শব্দগত সৌসাদৃশ্যের মোহে বহু মূলগত ভাব বিনষ্ট করেন, সূত্র ও বিনয়ের কতকাংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সূত্রে সূত্র-বিনয় প্রস্তুত করেন, পরিবার পাঠ, ছয়-প্রকরণ অভিধর্ম্ম *, পটিসম্ভিদা ও জাতকের কতকাংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরণে তদনুরূপ সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, নাম, বেশ, ভিক্ষুর ব্যবহার্য্য দ্রব্য, ভিক্ষুচিত কার্য্যাদির প্রাকৃতিক ভাব বা প্রচলিত রীতি পরিহার করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ভাব বা প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। †

এইরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় দুইটি প্রবল দল, নিকায় বা বৌদ্ধ আচার্য্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—(১) স্থবির বা স্থবিরবাদী, (২) মহাসাঙ্ঘিক বা মহাসাঙ্গীতিক; ধর্ম্মবিনয়সংগ্রহেরও দ্বিবিধ সংস্করণের উৎপত্তি হয়—(১) স্থবিরবাদ, (২) ভিন্নবাদ। মহাসঙ্গীতিকার ভিক্ষুগণের অনুকরণে পরে বহু সম্প্রদায় ও ভিন্নবাদের আবির্ভাব হয়। অশোকের পূর্ব্বে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় হইতে পাঁচটি এবং স্থবির সম্প্রদায় হইতে এগারটি নূতন দলের সৃষ্টি হয়। স্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় সমেত সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ, ভাষা, ভাব ও আচার ব্যবহারের বহুল পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর এক শতাব্দীর মধ্যে স্থবিরবাদ ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মবিনয়সংগ্রহ ছিল না; দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এই বিশুদ্ধজিন-বচন-পূর্ণ সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া মহাবৃক্ষের কণ্টক স্বরূপে সপ্তদশ ভিন্নবাদ বা ভিন্ন সংস্করণের উৎপত্তি হয়।

দীপবংস হইতে উক্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কথাবত্থ প্রকরণের ভূমিকাংশে বুদ্ধঘোষ এই বিবরণ যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাবংস ও মহাবোধিবংসের বিবরণে সম্প্রদায়গুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ, ভাব ও ভাষাগত পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বস্তুতঃ কোন পালি বিবরণের মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীতির ঠিক কতবৎসর পরে এবং ঠিক কোন্ স্থানে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। সঙ্গীতির স্থান

* মূলে সংখ্যার উল্লেখ নাই, তন্মধ্যে কেবল 'অভিধম্ম-পকরণং' উক্তিই দৃষ্ট হয়।

† ওল্ডেনবর্গ নাম, লিঙ্গ, পরিক্খার ও আকপ্পকরণানি শব্দগুলির অনুবাদ করিয়াছেন—nouns, genders, composition and embellishments of style.

সম্বন্ধে অধ্যাপক কার্ণ গবেষণা করিয়াছেন। পালি বিবরণ-মতে বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ কর্তৃকই মহাসঙ্গীতি আহূত হয় এবং এই বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগারশালায় বাস করিতেন। চুল্লবগ্‌গের বিবরণমতে রেবত প্রমুখ স্থবিরগণ বালুকারামে সমাগত হইয়া দশ বস্তুর বিচার করিয়াছিলেন। দশ বস্তু বিচার করিবার জন্য স্থবিরগণ বৈশালীর ঠিক কোন্ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন তাহা দীপবংসে নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই। ইহার মতে দশবস্তু বিচারের পর নির্ব্বাচিত স্থবির সদস্যগণ মগধরাজ কালাশোকের সাহায্যে মহাবনস্থ কূটাগারশালা অধিকার করিয়া তথায় ধর্ম্ম-বিনয়াদি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু সমন্তপাসাদিকা ও মহাবোধিবংসের বিবরণে দশবস্তুর বিচার বা দ্বিতীয় সঙ্গীতি-প্রসঙ্গে মহাবনের উল্লেখ নাই। সমন্তপাসাদিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে বালুকারামেই উভয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সকল যুক্তিদ্বারা অধ্যাপক কার্ণ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মহাবনের কূটাগারশালায় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়া থাকিবে।

হিউয়েন্ সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মহাসঙ্ঘের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে উহার মতে এই সঙ্ঘে বা সঙ্গীতিতে শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্য, পৃথগ্‌জন ও আর্য্য, মূর্খ ও পণ্ডিত অভেদে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০০ ভিক্ষু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যেসকল ভিক্ষু কাশ্যপসঙ্গীতিতে যোগদান করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই দলবদ্ধ হইয়া এই সঙ্গীতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "যখন তথাগত জীবিত ছিলেন তখন তিনিই মাত্র আমাদের শিক্ষক ও চালক ছিলেন কিন্তু এখন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায় সঙ্ঘের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও সঙ্গীতির আহ্বান ও তাঁহার বচনগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা প্রথম সঙ্গীতির স্থানের অনতিদূরে, অর্থাৎ রাজগৃহের এক নিকটবর্ত্তী স্থানে, সম্মিলিত হইয়া বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি করিবার পর তৎসমস্ত সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম, প্রকীর্ণক বা ক্ষুদ্রক এবং ধারণী এই পঞ্চপিটকাকারে সংগৃহীত করেন। সাধারণ ও আর্য্য এই উভয় শ্রেণীর বহুসংখ্যক ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা মহাসঙ্ঘ বা মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত হয়।*

পালি বিবরণের সহিত হিউয়েন্ সাঙের বিবরণ তুলনা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়—(১) পালি বিবরণমতে সদস্যগণের সংখ্যা ১০০০০,

* কার্ণ মনে করেন যে মহাসঙ্গীতিতে ভিক্ষু ও উপাসক উভয়েই উপস্থিত ছিলেন (Manual of Indian Buddhism, p. 106)। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ; এই সঙ্গীতিতে উপাসক বা বৌদ্ধ গৃহস্থ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কোন বিবরণ নাই।

হিউয়েন্-সাঙের বর্ণনামতে সদস্যগণের সংখ্যা ১০০০০০ ; (২) পালি বিবরণমতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিচার-সভার দশবস্তু বিচারের প্রতিবাদ স্বরূপ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান এবং উহার ফলে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল ; হিউয়েন সাঙের বর্ণনামতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি ও মহাসঙ্গীতির মধ্যে সেইরূপ কোন সম্বন্ধ ছিলনা—কাশ্যপ সঙ্গীতির সহিত প্রতিযোগিতা স্বরূপে মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল ; (৩) পালি বিবরণমতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শতাব্দী পরবর্ত্তী এবং মহাসঙ্গীতি এই দ্বিতীয় সঙ্গীতিরও পরবর্ত্তী, হিউয়েন সাঙের বর্ণনামতে মহাসঙ্ঘ প্রথম সঙ্গীতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী ; (৪) পালি বিবরণমতে বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ রেবতপ্রমুখ স্থবিরগণের বিচার অমান্য করিয়া এক নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন, হিউয়েন সাঙের বর্ণনামতে তাঁহারা স্থবিরদিগের বিচার শিরোধার্য্য করিয়া দশবিধ অনাচার পরিহার করিয়াছিলেন। কাজেই হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরেই বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া দ্বিবিধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ-সংগ্রহ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চুল্লবগ্গের ১১শ অধ্যায়ে প্রথম সঙ্গীতির যে বিবরণ আছে তন্মধ্যেও কথিত আছে যে কাশ্যপ-সংগ্রহ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সঙ্ঘের সকল স্থবির তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কথিত আছে যে সঙ্গীতির কার্য্য সমাপ্ত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে পুরাণ নামে জনৈক স্থবির পাঁচশত ভিক্ষু সহ দক্ষিণগিরিতে বিচরণ করিয়া অবশেষে রাজগৃহের বেণুবনারামে উপনীত হন। তথাকার বয়োবৃদ্ধ স্থবিরগণ তাঁহাকে বলিলেন—"বন্ধুবর পুরাণ, স্থবিরগণ ধর্ম্ম ও বিনয়ের আবৃত্তি সমাপ্ত করিয়াছেন, (সঙ্গীতির কার্য্য এখনও কিছু বাকী আছে, এখন তুমি ইচ্ছা করিলে) সঙ্গীতির কার্য্যে যোগ দিতে পার।" পুরাণ স্থবির প্রত্যুত্তর দিলেন যে সঙ্গীতির স্থবিরগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও বিনয় যতই সুসংগৃহীত হউক না কেন, তিনি ভগবৎ প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছেন ও গ্রহণ করিয়াছেন সেই ভাবেই ধর্ম্মবিনয় ধারণ করিবেন। সম্ভবতঃ হিউয়েন্-সাঙ-প্রদত্ত মহাসঙ্গীতির বিবরণে এইরূপ একটি ভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বসুমিত্র-প্রণীত একটি সংস্কৃত গ্রন্থের * চৈনিক ও তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—"ভগবান বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণগত হইবার

* চৈনিক অনুবাদ অনুসারে ইহার সংস্কৃত নাম 'অষ্টাদশনিকায়শাস্ত্র,' 'নিকায়-দর্শন-ভেদ-শাস্ত্র,' কিংবা 'ভিন্ন-নিকায় ধর্ম্মচক্র-শাস্ত্র' (অধ্যাপক মাসুদা-লিখিত 'Early Indian Buddhist Schools' শীর্ষক প্রবন্ধ, Journal of Letters, C. U. I. (p. 1-2)। তিব্বতীয় অনুবাদ অনুসারে ইহার সংস্কৃত নাম সম-বধো-পরচন-চক্র (Rockhill's Life of the Buddha, p. 181 f.)

কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পরে * মগধের রাজধানী কুসুমপুরে (বা পাটলিপুত্রে) অশোক নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। দেবলোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধসঙ্ঘে ভেদ উপস্থিত হয়। মহাদেব নামে জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু পঞ্চবস্তু প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চবস্তু বিচার লইয়া নাগ, প্রত্যন্তবাসী, বহুশ্রুত ও সুশীল জাতীয় চারি শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মহাদেব-প্রবর্ত্তিত পঞ্চবস্তুর বিবরণ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ছিল। এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে (১) অর্হৎগণও মারের আয়ত্তের মধ্যে, (২) অর্হৎগণও অবিদ্যামুক্ত নহেন, (৩) অর্হৎগণও সংশয়মুক্ত নহেন, (৪) অপরের সাহায্যেই অর্হত্ব লাভ করা যায়, (৫) মার্গজ্ঞানসূচক বিশিষ্ট উক্তিই অর্হন্মার্গ-প্রাপ্তি নির্ণয় করিবার উপায়। †

ভব্যপ্রণীত নিকায়-ভেদ-বিভঙ্গ-ব্যাখ্যান ‡ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদে দশবস্তু নিবারণ, পঞ্চবস্তুর বিচার ও মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সম্বন্ধে দ্বিবিধ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমতঃ, সম্মিতীয় বিবরণ অনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৩৭ বৎসর পরে, রাজা নন্দ ও মহাপদ্মের রাজত্বকালে, পাটলিপুত্রে এক সঙ্গীতি আহূত হয়। মহাকাশ্যপ মহালোম, মহাত্যাগ, উত্তর প্রভৃতি বিজ্ঞ অর্হৎগণ সমাগত হইয়া পাপিষ্ঠ ভিক্ষুদিগের দশবিধ বিনয়-বিগর্হিত আচরণ নিবারণ করেন। নাগ, স্থিরমতি ও বহুশ্রুতীয় নামক স্থবিরগণ পঞ্চবস্তু প্রবর্ত্তন করিয়া তৎসমস্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই পঞ্চবস্তুর জন্য সঙ্ঘে ভেদ উপস্থিত হয়। বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দুই দলভুক্ত ভিক্ষুগণ ৬৩ বৎসর ব্যাপিয়া বিবাদে রত থাকেন। ১০২ বৎসর পরে স্থবির ও বাৎসিপুত্রীয় (মহাসাঙ্ঘিক ?) ভিক্ষুগণ বিশুদ্ধভাবে ধর্ম্মসংগ্রহ প্রস্তুত করেন। ইহার পর মহাসাঙ্ঘিক ও স্থবির-সম্প্রদায় হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। §

---

* পরমার্থ-কৃত অনুবাদ মতে ১২০ বৎসর পরে।

† অধ্যাপক মাসুদার প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদ আছে—"(i) (The Arhats are) tempted by others (i. e., Maras); (ii) (The Arhats have) ignorance (about their attainment of Arhatship); (iii) (The Arhats have) doubt (regarding truths); (iv) (The Arhats) enter (in the Arhatship) by (the help of) others; (v) (The realisation of) the path is ascertained by utterance—"these are the real Buddhist doctrines!" (Journal of Letters, C. U, I. p. 2-4)

‡ Rockhill সাহেবের মতে ইহার সংস্কৃত নাম কয়-ভেত্রো-বিভঙ্গ।

§ Rockhill, p. 181. অঃ লে ভেলি পুসেঁর অনুবাদ অনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৩৭ বৎসর পরে নন্দ ও মহাপদ্ম রাজগণের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে পাপিষ্ঠ মার ভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষুর বেশে পঞ্চবস্তুর প্রবর্ত্তন করিয়া সঙ্ঘে ভেদ আনয়ন করেন। [এই পঞ্চবস্তু পরে মহাসাঙ্ঘিক মতের অন্তর্ভুক্ত হয়।] Buddhist Notes—The Five Points of Mahadeva শীর্ষক প্রবন্ধ, J R A S, 1910, p. 413 f. Wassilief's Buddhismus, p. 223 (245) f.

দ্বিতীয়তঃ, স্থবির সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৬০বৎসর পরে, রাজা ধর্ম্মাশোকের রাজত্বকালে, কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে এক সঙ্গীতি আহূত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি বিবাদবস্তুর বিচার হয়। উহারই ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।*

ভব্যের গ্রন্থে মহাদেব ও পঞ্চবস্তু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—মহাসাঙ্ঘিক নিকায় হইতে উদ্ভূত গোকুলিক শাখার মহাদেব নামক জনৈক ভিক্ষু চৈত্যশৈলে বাস করিতেন। তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করিবার পূর্ব্বে পরিব্রাজক ছিলেন। রকৃহিলের অনুবাদ অনুসারে তিনি মহাসাঙ্ঘিকদিগের প্রধান মতগুলি পরিহার করিয়া এবং ডে লে ভেলি পুসেঁর অনুবাদ অনুসারে তিনি মহাসাঙ্ঘিকদিগের পঞ্চমত গ্রহণ করিয়া চৈত্যিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। †

অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্রের চৈনিক অনুবাদে লিখিত আছে যে মহাদেব একজন পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা ও অর্হৎহন্তা ভিক্ষু ছিলেন ‡; তাঁহার চেষ্টা ও দুষ্টবুদ্ধির ফলে সঙ্ঘে ভেদ উপস্থিত হয়। তিনি পাটলিপুত্রেই স্বীয় মত প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভয়ে (৫০০) স্থবির জীর্ণ নৌকায় আশ্রয় লইয়া গঙ্গা হইতে আকাশ-পথে কাশ্মীরে গমন করেন। অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্রে পঞ্চবস্তুর নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—(১) অর্হৎ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অপরের প্রেরণা ও প্রভাবে পাপকার্য্য করিতে পারেন, (২) অর্হত্ব লাভ করিয়াও অর্হৎ তৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, (৩) ধর্ম্মবিষয়ে অর্হতের সংশয় থাকিতে পারে, (৪) গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেহ অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন না, (৫) মার্গজ্ঞানসূচক ধ্বনি হইতে ধ্যানস্তরে মার্গাবস্থার সূত্রপাত হয়। §

পেলেহ্যুস্ নামক জর্ম্মণদেশীয় লেখক একটি চৈনিক অনুবাদগ্রন্থ হইতে পঞ্চবস্তুর নিম্ন প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ¶—

(১) যদিও অর্হৎগণ নিষ্পাপ তথাপি তাঁহারা যেই ভাবে সৃষ্ট তাহাতে তাঁহারা মারের প্রভাবে আসিতে পারেন।

---

* Rockhill, p. 182; J R A S, 1910, p. 413 f.

† Rockhill, p. 189; J R A S, 1910, p. 413.

‡ Watters Yuan Chwang, I. p. 267.

§ (1) "An Arhat may commit a sin under unconscious temptation. (2) One may be an Arhat and not know it. (3) An Arhat may have doubts on matters of doctrine. (4) One cannot attain Arhatship without the aid of a teacher. (5) 'The noble ways' may begin with a shout, one meditating seriously on the religion."

¶ Arbeiten der Pekinger Mission, II. p. 122.

(২) কোন একজন অর্হৎ প্রকৃতপক্ষে অর্হত্ব লাভ করিয়া থাকিলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না।

(৩) অর্হতের বিমতি ও অজ্ঞান থাকিতে পারে।

(৪) অপরে অর্হৎ বলিয়া স্বীকার করিলেই অর্হতের অর্হত্বপ্রাপ্তিতে প্রত্যয় জন্মে।

(৫) শব্দ মার্গপ্রাপ্তির সহায়ভূত।

বসুমিত্র লিখিত সময়-ভেদ-পরচন-চক্র নামক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদে পঞ্চবস্তুর নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ পাওয়া যায় *—

(১) Gzhan-gyis ne-bar-bsgrub-pa.

[(অর্হতঃ , পরেণ উপগারঃ ।]

(২) Mi-ses-pa.

[অজ্ঞানম্ ।]

(৩) Som-ni.

[কঙ্ক্ষতি ।]

(৪) Gzhan-gyis rnam-par-spyod-pa.

[(অর্হতঃ) পরস্য বিচারঃ (বিচারণম্ বা) ।]

(৫) Lam sgra-hbyin-pa dan bcas-per.

[মার্গো বাগুদীরণেন (শব্দোদীরণেন বা) সহিতঃ ।] †

ভব্য বিরচিত নিকায়-ভেদ-বিভঙ্গ-ব্যাখ্যান নামক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদে পঞ্চবস্তুর নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ আছে —‡

(১) Gzhan-la lan gdab-pa.

[(অর্হতঃ অস্তি অশুচি শুক্র-) বিসৃষ্টি ।]

(২) Mi-ses-pa.

[অজ্ঞানম্ ।]

(৩) Yid-gnis-pa.

[বিমতি (মতিদ্বয়ং বা) ।]

* J R A S, 1910, p. 417. সংস্কৃত অনুবাদগুলি অঃ ডে লে ভেলি পুসে কৃত।

† রক্‌হিল সাহেবের অনুবাদ—"(1) Influence by another ; (2) Ignorance ; (3) Doubt ; (4) Investigation of another ; (5) The production of the ways by words." Rockhill, p. 187, 6. n. 1.

‡ J R A S, 1910, p. 417 f. ; Rockhill's 'Life of the Buddha', p. 181 f.

(৪) Yons-su b[r]tag-pa.

[পরিচিন্তনা (পরীক্ষা বা) ।]

(৫) Bdag-nid-gso-bar byed-pa ni lam yin-ter.

[আত্মপোষণ-মার্গঃ ।]

বিনীতদেব বিরচিত নিকায়-ভেদোপদেশনা-নাম-সংগ্রহের তিব্বতীয় অনুবাদে পঞ্চবস্তুর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল *—

(১) Som-ni dan.

[কঙ্ক্ষতি ।]

(২) Mi ses-pa.

[অজ্ঞানম্ ।]

(৩) Yed-de bstan dgos so.

[(অর্হতঃ) পরেণ উপহারঃ—উক্তির অনুরূপ ।]

(৪) Hbras-bu-la gzhan-gyi brda-sprod dgos-so.

[ফলে পর-ব্যাকরণ-প্রয়োজনম্ ।]

(৫) Sdug-bsial smos-sin sdug-bsnal tshog-tu brjod-pas lam skye-bar hgyur-ro. ‡

চৈনিক ও তিব্বতীয় অনুবাদগ্রন্থসমূহে বসুমিত্র, ভব্য ও বিনীতদেব বর্ণিত পঞ্চবস্তুর ভাষা ও তাৎপর্য্যাদি পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক ডে লে ভেলি পুসেঁ তদ্বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিচার্য্য দশবস্তু ও মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থোক্ত নিয়মগুলির ন্যায় মহাদেবোক্ত পঞ্চবস্তু সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে ও সাঙ্কেতিক ভাষায় নিবদ্ধ। সম্ভবতঃ এই সূত্রগুলি সঙ্ঘভেদক বা সঙ্ঘভেদকগণের নিজের কথা। তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় স্পষ্টতর ভাবে যাহা কিছু

রক্‌হিলের অনুবাদ—"(1) Answer (or Advice) to another ; (2) Ignorance ; (3) Doubt (lit. Double-mindedness) ; (4) Complete demonstration ; (5) Restoration of self."

* অঃ ডে লে ভেলি পুসেঁ পঞ্চম বস্তুর সংস্কৃত অনুবাদ প্রদান করেন নাই। তিনি শুধু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে বিনীতদেবের বর্ণনায় "দুঃখ!" এইরূপ উক্তি, "মার্গ-উৎপন্ন" ইত্যাদি কথাগুলি আছে। রক্‌হিলের মতে বিনীতদেবের গ্রন্থের সংস্কৃত নাম সময়-ভেদ-পরচন-চক্র। রক্‌হিলের অনুবাদ—"(1) There is no intuitive knowledge ; (2-3) To even Arhats are doubt and ignorance ; (4) The explanations of another are useful in acquiring the fruit ; (5) To speak of misery, to explain misery to another, will produce the ways. Rockhill, p. 187, f. n. 1.

লিখিত আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে পঞ্চবস্তুর টীকা ও তাৎপর্য্য মাত্র। এই টীকা ও তাৎপর্য্য গুলির মধ্যে সর্ব্বত্র সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ইহা নিশ্চিত যে তিব্বতীয় ও চৈনিক অনুবাদ-গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত পঞ্চবস্তু ও ইহাদের টীকা এবং তাৎপর্য্যের অনুরূপ পালি-উক্তি-সমূহ কথা-বত্থু ও ইহার অর্থকথায় পাওয়া যায়। পালি-উক্তিগুলি কথাবত্থুর ২য় বর্গের প্রথম চারি কথায় নিবদ্ধ আছে।"

পুসেঁর উদ্দিষ্ট চারি কথা কথাবত্থুর অর্থকথায় 'পরূপাহার-কথা,' 'অঞ্ঞাণকঙ্খা-পরবিতরণাকথা,' 'বচীভেদ-কথা,' ও 'দুক্খাহারকথা' এই চারি নামে বর্ণিত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থ কথাবত্থু ও ইহার অর্থকথা মিলাইয়া পালি উক্তিগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল—

(১) কথাবত্থু মতে—

অরহতো অত্থি অসুচি-সুক্ক-বিসট্ঠীতি।

"অর্হতের অশুচি শুক্র-বিসর্জ্জন হইতে পারে।"

[ইহা ভব্যোক্ত প্রথম বস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

অর্থকথা মতে—

অরহতো অত্থি পরূপাহারোতি।

"অপর, অর্থাৎ মারকায়িক দেবগণ, অপরের দেহ হইতে শুক্র আহরণ করিয়া অর্হতের লোমকূপে প্রবেশ করাইয়া দেন।"

[ইহা বসুমিত্রোক্ত প্রথমবস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

(২) কথাবত্থু ও অর্থকথা মতে—

অরহতো অত্থি অঞ্ঞাণন্তি।

"স্ত্রীপুরুষাদির নামগোত্রাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে অর্থে অর্হতের অজ্ঞান আছে।"

[ইহা বসুমিত্র ও ভব্যোক্ত দ্বিতীয় বস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

(৩) কথাবত্থু ও অর্থকথা মতে—

অরহতো অত্থি বিমতীতি।

অরহতো অত্থি কঙ্খাতি।

"স্ত্রীপুরুষাদির ইন্দ্রিয়-সংস্থান বিষয়ে অর্হতের সন্দেহ আছে।"

[ইহা বসুমিত্র ও ভব্যোক্ত তৃতীয় বস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

(৪) কথাবত্থু ও অর্থকথা মতে—

অরহতো অত্থি পরবিতরণাতি।

"অর্হতের অর্হত্ত্ব-প্রাপ্তির জ্ঞান অপরের কথন ও অনুমোদন সাপেক্ষ।"

[পুসেঁর মতে ইহা বিনীতদেবোক্ত চতুর্থ বস্তুর অনুরূপ উক্তি]

(৫) কথাবত্থু ও ইহার অর্থকথা মতে—

সমাপন্নস্‌স অত্থি বচীভেদো।

[পুসেঁর মতে ইহা বসুমিত্রোক্ত লোকোত্তরবাদীদিগের মতের * অনুরূপ উক্তি।]

অর্থকথামতে সমাপন্নো মগ্‌গক্‌খণে 'দুক্‌খন্তি' বাচং ভাসতীতি।

লোকুত্তরং পঠমজ্ঝাণং সমাপন্নো 'দুক্‌খং দুক্‌খন্তি' বিপস্‌সতীতি।

"স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে প্রথম ধ্যানাপন্ন ভিক্ষুর মুখ দিয়া 'দুঃখ!' এই বাক্য নিঃসৃত হয়।"

[ইহা বসুমিত্রোক্ত এবং কতকাংশে বিনীতদেবোক্ত পঞ্চম বস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

দুক্‌খাহারো মগ্‌গঙ্গং মগ্‌গ-পরিয়াপন্নন্তি।

[ইহা ভব্যোক্ত পঞ্চমবস্তুর অনুরূপ উক্তি মনে করা যাইতে পারে।]

অর্থকথা মতে—দুক্‌খন্তি বাচং ভাসন্তো দুক্‌খে ঞাণং আহরতি তং দুক্‌খাহারো নাম বুচ্চতি। তঞ্চ পনেতং মগ্‌গঙ্গং মগ্‌গ-পরিয়াপন্নন্তি।

" 'দুঃখ!' এই বাক্য বলিতে বলিতে দুঃখসত্যে জ্ঞান জন্মে এবং ইহা অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গ স্বরূপ।"

[ইহা বিনীতদেবোক্ত পঞ্চম বস্তুর অনুরূপ উক্তি।]

উপরে প্রদত্ত তালিকাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে বসুমিত্র, ভব্য কিংবা বিনীতদেব-বর্ণিত পঞ্চ বস্তুর অনুরূপ পালি উক্তিগুলি কথাবত্থুর ২য় বর্গের প্রথম চারি কথায় নিবদ্ধ আছে। কিন্তু কথাবত্থু অথবা ইহার অর্থকথায় পঞ্চ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। কথাবত্থুর অর্থকথা এবং মহাবংসের টীকা অনুসারে পঞ্চবস্তুর অনুরূপ পালি-উক্তি-সমূহে পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল, বিশেষতঃ পূর্ব্বশৈল-সম্প্রদায়ের মতগুলিই বিবৃত হইয়াছে। দীপবংসাদি পালিগ্রন্থের বিবরণ-মতে অশোক-রাজত্বের পরবর্ত্তী কালেই এই দুই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অন্ধ্রক, উত্তরাপথক ও হৈমবত প্রভৃতি আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব-কাল অশোকের পরবর্ত্তী। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে অন্ধ্রক, পূর্ব্বশৈল এবং অপরশৈল এই তিনটি

* "সমাহিতস্পি বাচং ভাষতে" (তিব্বতীয় অনুবাদের সংস্কৃত রূপান্তর)। বসুমিত্রোক্ত মহাসাঙ্ঘিকদিগের মত ইহার বিপরীত। "মহাসাঙ্ঘিকগণ বুদ্ধের সম্বন্ধে বলেন—"নেতি (নাস্তিত্ব) অপি ন বদতি নিত্যং সমাহিতত্বাৎ।" পুসেঁ বলেন যে সমাধি বা সমাপত্তির অবস্থায় বাক্যোচ্চারণের বিষয় বিবাদ-বস্তু নহে।

সম্প্রদায়ই অন্ধ্রদেশীয়। পূর্ব্বশৈল-সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্ঘারাম, অন্ধ্ররাজধানী ধনকটকের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত শৈলে, এবং অপরশৈল-সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্ঘারাম ধনকটকের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শৈলে অবস্থিত ছিল। বসুমিত্রের বিবরণমতে পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল ও চৈত্য এই তিনটি সম্প্রদায় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। কাজেই ইহার মতেও পূর্ব্বশৈল এবং অপরশৈল সম্প্রদায়দ্বয়ও অশোকের পরবর্ত্তী। পালি-বিবরণ-অনুসারে চৈত্য কিংবা চৈত্যবাদ সম্প্রদায় অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা সমসাময়িক, অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম, এবং পূর্ব্বশৈল ও অপরশৈল সম্প্রদায়দ্বয় এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত। বসুমিত্র, ভব্য ও বিনীতদেবের বিবরণে কথিত হইয়াছে যে পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল ও চৈত্য এই তিন সম্প্রদায়ই মূলতঃ মহাসাঙ্ঘিক-সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত এবং পঞ্চবস্তুর প্রবর্ত্তক মহাদেবই চৈত্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে পঞ্চবস্তুর সম্পর্কে পালি ও অন্যান্য বৌদ্ধ বিবরণের মধ্যে বেশ সঙ্গতি আছে। পাতিমোক্খের নিয়মানুসারে স্বপ্নভিন্ন যে কোন চেতন অবস্থায় শুক্রবিসর্জন হইলে 'সঙ্ঘাদিশেষ' অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

"সঞ্চেতনিকা সুক্ক-বিসট্ঠি অঞ্ঞত্র সুপিনন্তা সঙ্ঘাদিসেসো।"

অর্থকথা মতে * স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার কপিনিদ্রার অবস্থা। চতুর্ব্বিধ কারণে স্বপ্ন দর্শন ঘটে—(১) ধাতুপ্রকোপ বশতঃ, (২) পূর্ব্বানুভূতিবশতঃ, (৩) দেবমায়া বশতঃ, (৪) পূর্ব্বনিমিত্ত বা ভাবী ঘটনার পূর্ব্বাভাষ বশতঃ। এই চতুর্ব্বিধকারণভেদে স্বপ্নও চতুর্ব্বিধ হয়। সংজ্ঞা-বিপর্য্যয় বা মতিবিভ্রম থাকা বশতঃ শৈক্ষ্যশ্রেণীর আর্য্যপুরুষগণ এবং ইতর সাধারণ ব্যক্তিগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ স্বপ্ন দর্শন করেন, বিপর্য্যয় না থাকা বশতঃ অশৈক্ষ্যশ্রেণীর আর্য্যপুরুষগণ কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করেন না। কোন কোন আচার্য্যের মতে শুক্রের স্থান বস্তির অগ্রভাগ, কাহারও কাহারও মতে শুক্রের স্থান কটিদেশ এবং অপর কাহারও কাহারও মতে কেশ-লোম-নখদন্তাদি মাংসবিহীন স্থান এবং মলমূত্র ও থুথু প্রভৃতি কতিপয় নিঃসরণশীল পদার্থ ব্যতীত চর্ম্মাবৃত মাংসশোণিতযুক্ত সমস্ত দেহখানিই শুক্রের স্থান। কামাসক্তি বশতঃ ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে শুক্রের স্থানচ্যুতি ও পতন ঘটে। অর্থকথাদি গ্রন্থসমূহে কথিত আছে যে এক সময়ে জনৈক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু নিদ্রিত ছিলেন। তদবস্থায় কোন স্ত্রীলোক তাঁহার অঙ্গবিশেষ উদ্রিক্ত করিয়া নিজের অঙ্গবিশেষে স্পর্শ করাইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। উক্ত ভিক্ষুকে অপরাধী করিয়া

* ২য় সঙ্ঘাদিশেষের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এবিষয়টি বুদ্ধের নিকট উত্থাপিত হইলে তিনি তাঁহার অপরাধ অবিশ্বাস্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন, কারণ অর্হতের মধ্যে কোন প্রকার কামবাসনা থাকিতে পারে না। চক্ষুপাল নামে জনৈক অন্ধ স্থবির সম্বন্ধেও কথিত আছে যে, তিনি অর্হৎ হইয়াও অজ্ঞান-বশতঃ চঙ্ক্রমণ কালে বহু কীটপতঙ্গ পদদলিত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের ন্যায় কোনও একটি ব্যাপার অবলম্বন করিয়া পঞ্চবস্তুর মধ্যে প্রথম তিন বস্তু প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

কথাবথু বর্ণিত ও ইহার অর্থকথায় ব্যাখ্যাত বস্তুগুলি বিশেষ ভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে ইহারা মূলতঃ একই বস্তু। এই মূল বস্তুটি কি এবং ইহার তাৎপর্য্যই বা কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই পঞ্চবস্তুর প্রকৃত অর্থবোধ হইতে পারে, কথাবথুর প্রথমবর্গের দ্বিতীয় কথা ও ইহার অর্থকথার সাহায্যে মূলবস্তু ও ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মূলবস্তু।—অরহা অরহত্তা পরিহায়তীতি—"অর্হৎগণ অর্হত্ত্ব-পরিহীন হইতে পারেন।" কথাবথুর অর্থকথায় উক্ত আছে যে সম্মিতীয়, বৃজিপুত্রক ও সর্ব্বাস্তি-বাদী এবং মহাসাঙ্ঘিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ মতবাদী ছিলেন। অর্হৎগণ অর্হত্ত্বপরিহীন হইতে পারেন—এই কথার তাৎপর্য্য কি? অর্হৎগণের অর্হত্ত্ব-পরিহানি ঘটিতে পারে, অর্থাৎ অর্হত্ত্ব আদর্শ যতই উচ্চ এবং পূর্ণ হউক না কেন, অর্হত্ত্ব-প্রাপ্ত অথবা অর্হৎ নামধেয় ভিক্ষুগণ পূর্ণ মানব নহেন, অতএব তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। "ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ কারণ বশতঃ সাধনার পথে আগুয়ান শৈক্ষ্য শ্রেণীর ভিক্ষুদিগের পরিহানি ঘটে; পঞ্চবিধ কারণ বশতঃ 'সময়-বিমুক্ত' ভিক্ষুদিগের পরিহানি ঘটে ইত্যাদি"। কথাবথুর অর্থকথা মতে এইরূপ উক্তিগুলি আশ্রয় করিয়াই সম্মিতীয়, বৃজিপুত্রক ও সর্ব্বাস্তিবাদী সম্প্রদায় এবং মহাসাঙ্ঘিক দলের মধ্যে কেহ কেহ অর্হৎগণের অর্হত্ত্ব-পরিহানির সম্ভাবনা স্বীকার করিতেন। 'যেমন ন্যূন পক্ষে চারি শত সহস্র মুদ্রার অধিকারী হইতে পারিলে লোকে শ্রেষ্ঠী আখ্যা লাভ করে এবং ইহার ন্যূনতা ঘটিলে শ্রেষ্ঠিত্ব হইতে পতন হয় অথচ ইহাতে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে শ্রেষ্ঠিত্ব চলিয়া যাইবার পর লোকের ধন-সম্পদ কিছুই থাকে না, তেমন কোন একটি বিশিষ্ট সাধনার স্তরে উন্নীত হইলে এবং কতিপয় বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হইলে ভিক্ষুগণ অর্হৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং এই স্তর হইতে নিম্নগামী হইলে এবং অধিকৃত গুণ সমূহ মন্দীভূত হইলে, যথোপযুক্ত ভাবে গুণ সমূহ বর্দ্ধিত না হইলে কিংবা বহুদূর পথে অগ্রসর হইয়াও ঈপ্সিত বস্তুর, অর্থাৎ সত্যের, দর্শন লাভ না ঘটিলে, তাঁহারা অর্হৎপদ হইতে বিচ্যুত হন অথচ ইহাতে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে অর্হত্ত্বপরিহীন ভিক্ষুগণের

সাধনাবল ও চরিত্রসম্পদাদি কিছুই থাকে না। পরিহানি দ্বিবিধ—প্রাপ্ত-পরিহানি ও অপ্রাপ্ত-পরিহানি। প্রাপ্ত বস্তুর পরিহানির নাম প্রাপ্ত-পরিহানি এবং প্রাপ্য বস্তুর অপ্রাপ্তির নাম অপ্রাপ্ত-পরিহানি। 'সময়-বিমুক্ত' ও 'অসময়-বিমুক্ত' এই দুই শ্রেণীর অর্হৎ আছেন। সময়-বিমুক্ত অর্হৎগণ মৃদু-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট, তাঁহারা ধ্যানপরায়ণ হইলেও স্ববশতা গুণের অধিকারী নহেন; অসময়-বিমুক্ত অর্হৎগণ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট, ধ্যানপরায়ণ ও স্ববশতাপ্রাপ্ত। সময়-বিমুক্ত অর্হৎগণেরই পতনের সম্ভাবনা আছে; তাঁহারা বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথে চলিয়া চরিত্র গঠন এবং জ্ঞানার্জ্জন করিলেও প্রকৃতপক্ষে সত্যদর্শন তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না এবং তাঁহারা যতই সাবধানে ও শক্তভাবে চরিত্র গঠন করুন না কেন, প্রচ্ছন্নভাবে 'কর্ম্মারামতা' বা কর্ম্মাসক্তি তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া যায়—এইরূপ একটি যুক্তি অবলম্বন করিয়া অর্হৎনামধেয় স্থবিরগণ কর্ত্তৃক দণ্ডিত ও অপমানিত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অর্হৎপদ-গর্ব্বিত স্থবিরগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাবত্থু ও ইহার অর্থকথায় বর্ণিত যুক্তি, তর্ক ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ একমাত্র বুদ্ধশ্রেণীর মহাপুরুষগণকেই প্রকৃত অর্হৎপদবাচ্য, অর্হত্বাদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত, সত্যদর্শী ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পূর্ণ মানব বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং বুদ্ধপন্থী ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধাদর্শের অনুকরণকারী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু অপূর্ণ মানব বলিয়া জানিতেন। স্থবিরবাদিগণের মতে অর্হত্বফলপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্তু এবং অকৃত কর্ম্ম কিছুই নাই; কায়িক, বাচনিক কিংবা মানসিক কোন প্রকার পাপ বা পাপ-প্রকৃতি প্রকাশ্যে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান নাই; অর্হত্বফল-প্রাপ্ত ব্যক্তি সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া স্বচক্ষে সত্য দর্শন করেন; অজ্ঞান এবং সংশয় তাঁহার থাকে না; দেহমন সমস্তই তাঁহার স্ববশে আনীত হয়; সমাহিত অবস্থায় তাঁহার বাক্‌স্ফুরণ হয় না, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত অতীন্দ্রিয় অবস্থায় উপনীত হয়, কাজেই তাঁহার পতন সম্ভব নহে।

সময়বিমুক্ত অর্হৎগণের পতন হইতে পারে এবং তাঁহাদের অপ্রাপ্ত ও অকৃত অনেক বিষয় আছে—এই মত প্রকাশ করিতে গেলে বাধ্য হইয়া বিরুদ্ধবাদিগণকে সপ্রমাণ করিতে হয় যে, এই শ্রেণীর অর্হৎগণের স্খলন আছে, কোন না কোন বিষয়ে অন্ধতা ও সন্দেহ আছে, অপরের সাহায্যে তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয় ও পদোন্নতি ঘটে, সমাধির অবস্থায়ও তাঁহাদের বাক্‌স্ফুরণ হয়, ইত্যাদি। আরও বলিতে হয় নিদ্রিত কিংবা তদ্বৎ কোন অসহায় অবস্থায় মারের প্রভাবে সময়-বিমুক্ত অর্হৎগণেরও শুক্রপাত হয়, কাজেই প্রচ্ছন্নভাবে ইন্দ্রিয়জন্য ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। মলমূত্র নিঃসরণের ন্যায় শুক্রবিসর্জ্জনও একটি স্বভাবধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম সময়বিমুক্ত শ্রেণীর অর্হৎগণও অতিক্রম করিতে পারেন

না। অপরে স্বীকার না করা পর্য্যন্ত স্বীয় অর্হত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে অর্হতের সন্দেহ ও অজ্ঞানতা থাকে। বুদ্ধের কৃপাবলেই কেহ কেহ দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। কাজেই তাঁহাদের সত্যদর্শন বুদ্ধসৃজিত মায়ামাত্র। কালে অর্হৎ শব্দ একটি পদবীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত সত্য দর্শন না থাকায় সমাধির অবস্থায়ও তাঁহাদের তন্ময়তা থাকে না, তখনও পূর্ব্বশ্রুত বুদ্ধোপদিষ্ট দুঃখ-সত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তের মধ্যে বিতর্কবিচারাদি চলিতে থাকে।

এইরূপে বিষয়টি দেখিলে পালি বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃজিপুত্র কিংবা মহাসাঙ্ঘিক ভিক্ষুগণের প্রতিপাদ্য একটি মূল বস্তু হইতে শাখাপ্রশাখারূপে পঞ্চবস্তুর উদ্ভব হইয়াছিল।

অশোক-সঙ্গীতি—স্থবিরবাদিদিগের মতে ইহাই তৃতীয় সঙ্গীতি। দীপবংস, মহাবংস, মহাবোধিবংস, সাসনবংস ও সদ্ধম্মসঙ্গহ প্রভৃতি পালি বংশ ও সংগ্রহ শ্রেণীর গ্রন্থ এবং সমন্তপাসাদিকাদি পালি অর্থকথাগ্রন্থ ব্যতীত অপর কোথায়ও, অর্থাৎ স্থবিরবাদী ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে, এই সঙ্গীতির বিবরণ পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় সঙ্গীতির ৭০০ স্থবির-সদস্য বৌদ্ধ-শাসন অব্যাহত রাখিয়া যথাসময়ে সকলে পরিনির্ব্বাণ-গত হন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১৮ বৎসর পরে পুণ্যবান রাজা প্রিয়দর্শী অশোক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত জম্বুদ্বীপ-মহারাজ্য বা ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার চারি বৎসর পরে যথারীতি তাঁহার রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয়। তখন তাঁহার বয়স পূর্ণ ২০ বৎসর। রাজ্যাভিষেকের পর তিনি প্রথম তিন বৎসর পাষণ্ড-বিচারে, অর্থাৎ সমসাময়িক যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভাল মন্দ পরীক্ষায়, অতিবাহিত করেন *। সারাসার নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিগ্রর্ন্থ, অচেলক বা আজীবক এবং বিবিধ-মতাবলম্বী ও বিভিন্ন-আচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকাদি শ্রেণীর, বৌদ্ধশাসনের বহির্ভূত পাষণ্ড বা তীর্থিকদিগকে স্বীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা কেহই ইহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পরে জনৈক

---

* অশোকানুশাসনের ন্যায় দীপবংসেও 'পাষণ্ড' শব্দটি ধর্ম্মসম্প্রদায় অর্থেই ব্যবহৃত। 'পাসণ্ডং পরিগণ্হন্তো তীণি বস্সং অতিক্কমি' (দী-ব, ৬-২৪)। ওল্ডেন্‌বর্গ 'পরিগণ্‌হন্তো' শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন—doing honour to। বস্তুতঃ উদ্ধৃত গাথায় 'সারাসারং গবেসন্তো' 'সারাসার গবেষণা করিতে করিতে' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'রাজা কির অভিসেকং পাপুণিত্বা তীণিয়েব সংবচ্ছরানি বাহিরকপাসণ্ডং পরিগণ্হি, চতুত্থে সংবচ্ছরে বুদ্ধসাসনে পসীদি' (সম-পাসা)—'রাজা অভিষিক্ত হইয়া তিন বৎসর বহির্পাষণ্ডদিগকে পরীক্ষা করিয়া চতুর্থ বৎসরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।' রাজোবাদজাতকেও 'পরিগণ্‌হন্তো' পরীক্ষা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

অল্পবয়স্ক বৌদ্ধ শ্রমণ হইতে তাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হন। ইহার ফলে তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রতিপালিত ৬০,০০০ জৈন, পরিব্রাজক ও আজীবকাদি শ্রেণীর শ্রমণব্রাহ্মণদিগকে বিতাড়িত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৬০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অশোকারাম নামক বিহারে স্থান দান করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের লাভ-সৎকার দেখিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিভিন্ন আচার-সম্পন্ন বহুসংখ্যক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় স্বীয় মত প্রচার ও আচার প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে নির্ম্মল বৌদ্ধশাসনে নানাবিধ দুর্নীতি ও মিথ্যাদৃষ্টি প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া তদানীন্তন সঙ্ঘনায়ক মৌদ্গলীপুত্রতিষ্য স্থবির অশোকারাম ত্যাগ করিয়া উপরিগঙ্গার অহোগঙ্গপর্ব্বতে গিয়া বাস করেন; সাত বৎসর ধরিয়া প্রাতিমোক্ষ পাঠ, উপোসথ ইত্যাদি ভিক্ষুদিগের বিনয়-বিহিত কার্য্যগুলি স্থগিত থাকে। এই সমস্ত কার্য্য পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য রাজা অশোক তাঁহার জনৈক অমাত্যকে অশোকারামবিহারবাসী শ্রমণদিগের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা রাজাদেশ পালন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় ঐ অমাত্য ক্রোধ বশতঃ কয়েক জন শ্রমণের প্রাণ বিনাশ করেন। বিনা দোষে কয়েকজন আর্য্য শ্রমণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা অশোকের মনে অনুতাপের সঞ্চার হয়। তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা দূরীকরণ মানসে তিনি কয়েকজন অমাত্যকে পাঠাইয়া তিষ্য স্থবিরকে অহোগঙ্গ পর্ব্বত হইতে নৌকাযোগে স্বীয় রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আনয়ন করেন। অশোকারাম-বিহারবাসী শ্রমণগণ প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু নহেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে বহির্পাষণ্ডমাত্র—ইহা স্থবিরের মুখে জানিয়া রাজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন। বিরুদ্ধ মত ও আচার দূরীভুত করিয়া স্থবিরবাদ শোধনের জন্য অশোকারাম বিহারে এক বিচার সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক-সহ পাঁচ শত মত-বাদের খণ্ডন হয় এবং এই মত-বিচার-গুলি কথাবত্থু নামক একটি অভিধর্ম্মপ্রকরণ গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

বিচার সভার প্রারম্ভে এক এক মতাবলম্বী শ্রমণদিগকে এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক এক স্থানে সমাবেশ করা হয় এবং একে একে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমণদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনাদিগের মতে ভগবান বুদ্ধ কিরূপ মতবাদী ছিলেন? তথায় যাঁহারা শাশ্বতবাদী ছিলেন তাঁহারা নিজের মতানুসারে বুদ্ধকে শাশ্বতবাদী, যাঁহারা উচ্ছেদবাদী ছিলেন তাঁহারা বুদ্ধকে উচ্ছেদবাদী, যাঁহারা অন্তানন্তিক ছিলেন তাঁহারা বুদ্ধকে অন্তানন্তিক বলিয়া বর্ণনা করিলেন। যাঁহারা বুদ্ধকে বিভাজ্যবাদী বলিয়া বর্ণনা করিলেন তাঁহারাই কেবল প্রকৃত বুদ্ধশাসনভুক্ত শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষু

বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং অপরাপর যে সকল শ্রমণের প্রত্যুত্তর হইতে তাঁহাদিগরে ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত বিভাজ্যবাদের প্রতিকূল এবং শাশ্বতবাদাদি মিথ্যাদৃষ্টির অনুকূল বলিয়া প্রমাণিত হইল তাঁহারা তীর্থিক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শেষোক্ত শ্রমণ-দিগকে শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। এই সমাগমে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০০ তীর্থিক জাতীয় শ্রমণ এবং ৬০০০০০০ বিভাজ্যবাদী ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘের কণ্টকসমূহ দূরীভূত করিয়া মৌদ্গলীপুত্রতিষ্য স্থবির মহাকাশ্যপ ও যশ স্থবিরের নিয়মে সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া ধর্ম্মবিনয়াদি আবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিচার-সভায় সমাগত স্থবির-পক্ষভুক্ত ৬০০০০০০ ভিক্ষুদিগের মধ্য হইতে ১০০০ উপযুক্ত সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাজা অশোকের সহায়তায় পাটলিপুত্রের সমীপস্থ অশোকারামে তিনি যথারীতি সঙ্গীতি আহ্বান করেন এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে সঙ্গীতির কার্য্য নয় মাসে সমাপ্ত হয়। এই সঙ্গীতিতে পঞ্চনিকায়, দ্বিবিধ বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবারাদি বিনয়পিটকের গ্রন্থসমূহ এবং সপ্ত প্রকরণ অভিধর্ম্ম গ্রন্থ আবৃত্তি করা হয়। অশোকরাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে, অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৬তম বর্ষে, বিচার সভা ও সঙ্গীতি আহূত হয়। * সদ্ধম্মসঙ্গহের মতে অশোকের রাজ্যাভিষেকের পঞ্চদশ বর্ষেই সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ২২৮তম বর্ষে, অর্থাৎ অশোকের রাজ্যাভিষেকের ৭ম বর্ষেই, সংঘভেদকদিগের যথেচ্ছাচার আরম্ভ হইয়াছিল।

কতকগুলি অনাবশ্যক বিষয় বাদ দিলে পালি বিবরণ সমূহের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে পালি বিবরণ ব্যতীত তৃতীয় সঙ্গীতির আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্থবিরবাদ ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে এই সঙ্গীতি কিংবা সঙ্গীতি সম্পর্কিত ঘটনাবলীর উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজা প্রিয়দর্শী অশোকের এযাবত আবিষ্কৃত অনুশাসনগুলির মধ্যেও এই সঙ্গীতির কোন উল্লেখ নাই কিন্তু সারনাথ, সাঞ্চি ও কৌশাম্বীর স্তম্ভলিপিগুলির মধ্যে সঙ্ঘভেদ, শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া সঙ্ঘভেদক ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ বিষয়ে সর্ব্বত্র রাজাদেশ প্রচার ইত্যাদি কতকগুলি তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয়টি বিশদ করিবার জন্য নিম্নে অশোকের সারনাথস্তম্ভলিপির অনুবাদ প্রদত্ত হইল:—

"দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী পাটলিপুত্র ও অন্যান্য স্থানের উচ্চ কর্ম্মচারিদিগকে

* দীপবংস ও মহাবংসের বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়। দী-ব ৬—১ ও মহাবংস ৫—২১ দ্রঃ।

বলিতেছেন—"যেন কাহারও দ্বারা সঙ্ঘ ভিন্ন না হয়, ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী যে কেহ সঙ্ঘকে 'ভাগায়' যেন তাঁহাকে শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া ভিক্ষাবাস-বহির্ভূত বাসস্থানে বাস করিতে বাধ্য করা হয়। এইরূপে এই রাজাদেশ ভিক্ষুসঙ্ঘ ও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। ....যাহাতে এই লিপি আপনাদিগের অধিগম্য হয় সেই জন্য ইহা 'সংসরণ' বা সাধারণের গমনাগমনপথে স্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপ আর একটি লিপি উপাসকদিগের অধিগম্য স্থানে স্থাপন করিবেন। উপাসক বা বৌদ্ধ গৃহস্থগণ প্রতি উপসোথ দিবসে এই শাসন সুবিদিত হইবেন। প্রত্যেক উপসোথের দিন এক এক জন মহামাত্র নিশ্চয় যাইয়া এই রাজাদেশ পাঠ ও জ্ঞাপন করিবেন। আপনাদিগের প্রত্যেকের মহলের সর্ব্বত্র এই লিপি অনুসারে আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে। এইরূপে সকল 'কোট-বিষয়ে', অর্থাৎ সুরক্ষিত সীমান্তরাজ্যসমূহে, এইরূপ আদেশ প্রেরণ করিবেন।" সাঞ্চি ও কৌশাম্বী স্তম্ভলিপিদ্বয়ে বিশেষ নূতন করিয়া কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল সাঞ্চিলিপির উপসংহারে বলা হইয়াছে যে 'সঙ্ঘ-সমগ্রতা' বা সঙ্ঘের একতা চিরস্থায়ী করাই রাজার অভিপ্রায় ছিল।

পালি বিবরণগুলির সহিত উক্ত অনুশাসনগুলি মিলাইয়া পড়িলে স্বতঃই মনে হয় যে, রাজা অশোক তৃতীয় সঙ্গীতি ও বিচার-সভা সম্পর্কিত সঙ্ঘের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভিক্ষুভিক্ষুণীদিগের ভেদ-বিভিন্নতা বশতঃ সমগ্র সঙ্ঘের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র উক্ত মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিয়া সঙ্ঘভেদ নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উল্লিখিত অনুশাসনগুলির তারিখ লিখিত হয় নাই। কিন্তু সদ্ধর্ম-সঙ্গহের বিবরণ সত্য হইলে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অভিষেকের পঞ্চদশ বর্ষে আদেশগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। পালি বিবরণ এবং অশোকানুশাসনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই সঙ্ঘভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থলে অপর একটি সমস্যার মীমাংসা করিতে হইতেছে।

দীপবংসে কথিত আছে যে, রাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘে অপর একটি ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল (অঞ্‌ঞো ভেদো অজায়থ)। মহাসাঙ্ঘিক ভেদের পর দ্বিতীয়বার সঙ্ঘে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল—ইহাই 'অন্য ভেদ' কথার তাৎপর্য্য বলিয়া স্বতঃই ধারণা জন্মে। যাবতীয় পালি বিবরণ মতে অশোকের রাজত্বকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিভিন্ন আচার সম্পন্ন জৈন, আজীবক, জটিল ও পরিব্রাজকাদি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমণব্রাহ্মণগণ ভিক্ষুবেশে সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টি প্রচার ও অগ্নিহোত্রাদি মিথ্যাচার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং তৎসমস্ত নিবারণ করিবার জন্যই সঙ্গীতির

পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদিদিগের সহিত স্থবিরবাদিগণের যে সকল তর্কবিতর্ক হয় তৎসমস্ত সঙ্কলনের ফলেই কথাবথু নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থের উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে কথাবথুতে অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির নাম উল্লেখ নাই অথচ কথাবথুর অর্থকথায় মূলগ্রন্থে আলোচিত বিরুদ্ধবাদগুলি প্রায় সমস্তই অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বসুমিত্র, ভব্য ও বিনীতদেবের গ্রন্থগুলি তাহাই সপ্রমাণ করে। ইহার অর্থ কি? অশোকের পূর্ব্বে পালিগ্রন্থাদিতে বর্ণিত সম্প্রদায়গুলির আদৌ উদ্ভব হইয়াছিল কিনা? দীপবংসের উল্লিখিত উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, অশোকের পূর্ব্বে মহাসাঙ্ঘিক ভেদ ব্যতীত অপর কোন ভেদ উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্বসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভব্যলিখিত একটি বৌদ্ধ বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৩৭ বৎসর পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই দলে বিভক্ত হয় এবং সেই হইতে ৬৩ বৎসর ধরিয়া দুই দলের ভিক্ষুগণ বিবাদে লিপ্ত থাকেন। এই ৬৩ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার সঙ্ঘভেদ হইয়াছে বলিয়া বলা হয় নাই। কাজেই এই বিবরণ মতেও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২০০ বৎসরের মধ্যে মহাসাঙ্ঘিকভেদ ভিন্ন দ্বিতীয়বার সঙ্ঘভেদ হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। পালিগ্রন্থোক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্তই যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এবং অশোকের পূর্ব্বে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। বসুমিত্রের বিবরণে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, একব্যবহারিকাদি কয়েকটি সম্প্রদায় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম, মধ্য ও শেষভাগে মহাসাঙ্ঘিক দল হইতে উদ্ভূত হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্থবিরবাদের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয়।

প্রচারক প্রেরণ।—পূর্ব্বোক্ত পালি বিবরণসমূহে তৃতীয় সঙ্গীতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী একটি আনুষঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, তৃতীয় সঙ্গীতির কার্য্য সমাপ্ত করিয়া মৌদগলীপুত্রতিষ্য স্থবির চিন্তা করিতে লাগিলেন—"অদূর ভবিষ্যতে কোন্ স্থানে বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে?" তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রত্যন্তজনপদসমূহে, অর্থাৎ বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভূত স্থানসমূহেই, বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নোক্ত স্থবিরদিগকে নিম্নলিখিত দেশসমূহে সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন :—

কাশ্মীর-গান্ধারে—মাধ্যান্তিক স্থবির,
মহিষমণ্ডলে—মহাদেব স্থবির,
বনবাসীতে—রক্ষিত স্থবির,

অপরান্তে—যবনধর্ম্মরক্ষিত স্থবির,
যবনলোকে বা যবন বিষয়ে—মহারক্ষিত স্থবির,
হৈমবত বা হিমালয় প্রদেশে—মধ্যম স্থবির,
সুবর্ণভূমিতে—শোণ ও উত্তর নামক দুই জন স্থবির,
তাম্রপর্ণী বা লঙ্কাদ্বীপে—ত্রিপিটকজ্ঞ মহেন্দ্র স্থবির।

প্রত্যন্তজনপদসমূহে উপসম্পদা কর্ম্মের জন্য পঞ্চবর্গীয় গণ যথেষ্ট, অর্থাৎ কাহাকেও ভিক্ষুপদে বরণ করিতে হইলে পাঁচ জনের অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন—বুদ্ধই স্বয়ং এইরূপ বিনয়ের বিধান করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে ভিক্ষুর অভাবে উপসম্পদা কার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মে এবং পঞ্চবর্গীয় 'গণ' পূর্ণ হয় এই জন্য প্রচারকগণ আরও তিন চারিজন স্থবির সঙ্গে লইয়া যান। মধ্যম ও মহেন্দ্র স্থবিরের সহচরের নাম ব্যতীত অপর কোন প্রচারকের কোন সহচর ভিক্ষুর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রচারকদিগের কার্য্য।—পূর্ব্বোক্ত পালি গ্রন্থসমূহে তিষ্য-প্রেরিত প্রচারকদিগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। কথিত আছে যে, মাধ্যান্তিক স্থবির পাটলিপুত্র হইতে আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়া গমন করিতে করিতে হিমালয় প্রদেশের আরবাল হ্রদে অবতরণ পূর্ব্বক তদুপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। স্থবিরের কার্য্যে আরবালবাসী নাগরাজ ক্রোধাভিভূত হইয়া ছিন্নভিন্নপটধারীর বেশে হ্রদের জল ঘোলা করিতেছে কে? বলিয়া নানাভাবে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্থবির নিজের ঋদ্ধিবলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সময়োপযোগী ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া চুরাশী হাজার নাগ এবং অন্যান্য বহু হিমালয়বাসী যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশ্মীর-গান্ধার-রাজ্যাগত লোকদিগের নিকট **'আসীবিসোপম সুত্ত'** ব্যাখ্যা করিয়া অশীতি সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং শত সহস্র পরিবারের লোকদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া কাশ্মীর ও গান্ধারে বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মহাদেব স্থবির মহিষমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক **'দেবদূতসুত্ত'** ব্যাখ্যার সাহায্যে চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মচক্ষু উন্মেষিত এবং চত্বারিংশৎ সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া তথায় বুদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

রক্ষিত স্থবির বনবাসে গমন পূর্ব্বক আকাশে আসীন থাকিয়া **অনমতগ্গ পরিয়ায়'** কথায় বনবাসীস্থ লোকদিগকে আপ্যায়িত করিয়া ষষ্টি সহস্র মনুষ্যের

মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ ও সপ্তত্রিংশৎ সহস্র মনুষ্যকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া ৫০০ বিহার দান-স্বরূপ গ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি তথায় বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যবনধর্ম্মরক্ষিত স্থবির অপরান্তে গমন করিয়া 'অগ্গিকখন্ধোপম সুত্ত' ব্যাখ্যা পূর্ব্বক অপরান্তবাসিদিগকে প্রসন্ন করিয়া, সপ্তত্রিংশৎসহস্র মনুষ্যকে ধর্ম্মামৃত পান করাইয়া, ক্ষত্রিয় পরিবারের সহস্র সংখ্যক পুরুষ ও সহস্র সংখ্যক স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান পূর্ব্বক, তথায় বুদ্ধশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাধর্ম্মরক্ষিত স্থবির মহারাষ্ট্রে যাইয়া 'মহানারদকস্সপজাতক' কথায় মহারাষ্ট্রবাসিদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া চতুরশীতি সহস্র মনুষ্যকে 'মার্গফলে' প্রতিষ্ঠিত ও ত্রয়োদশ সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিয়া তথায় বুদ্ধশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহারক্ষিত স্থবির যবন রাজ্যে যাইয়া 'কালকারামসুত্তন্ত' কথায় যবনরাজ্যবাসিদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সপ্তত্রিংশৎ সহস্রাধিক শত সহস্র মনুষ্যকে 'মার্গফলে' প্রতিষ্ঠিত ও দশ সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া তথায় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্যম স্থবির কাশ্যপগোত্র, অলকদেব, দুন্দুভীশ্বর ও সহস্রদেব এই চারিজন স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া হৈমবতে গমন পূর্ব্বক 'ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্তন্ত' কথায় তদ্দেশ-বাসিদিগকে প্রসন্ন করিয়া অশীতি কোটি মনুষ্যকে 'মার্গফল'রূপ রত্ন প্রদান এবং পঞ্চ-স্থবিরের মধ্যে প্রত্যেকে হিমালয় প্রদেশের এক এক রাজ্যে এক এক শত সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া তথায় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

উত্তর স্থবির সহ শোণ স্থবির স্বর্ণভূমিতে যাইয়া তথাকার এক দুষ্টা রাক্ষসীর হস্ত হইতে স্বীয় অমানুষিক শক্তি বলে দ্বীপবাসিগণকে উদ্ধার করিয়া তথায় সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘকে 'ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত' কথায় পরিতুষ্ট করিয়া ষষ্টি সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ ও দেড় হাজার কুলপুত্র ও আড়াই হাজার কুলকুমারীকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া তথায় বুদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহেন্দ্র স্থবির তাঁহার উপাধ্যায় প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক লঙ্কাদ্বীপে যাইতে আদিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন—"ইদানীং লঙ্কাদ্বীপে যাইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে কি?" তখনও মুটশিব রাজা লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিলেন। মুটশিবের পুত্র দেবপ্রিয় তিষ্য মহারাজার রাজত্ব কালই লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র স্থবির রাজগৃহ হইতে দক্ষিণগিরি নামক জনপদে জ্ঞাতিবর্গের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে করিতে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। পরে তথা হইতে বিদিশা নগরে যাইয়া তাঁহার জননীর গৃহে সমাগত হন। তাঁহার জননী তাঁহার বাসের জন্য বিদিশাগিরি মহাবিহার নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে মুটশিব রাজার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দেবপ্রিয় তিষ্য লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে

অধিরোহণ করেন। দেবেন্দ্র শক্র আসিয়া স্থবিরকে বলিলেন—"মুটশিব রাজা কালগত হইয়াছেন, ইদানীং দেবপ্রিয় তিষ্য মহারাজা রাজত্ব করিতেছেন, ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধের নির্দ্দেশ মতে ইহাই লঙ্কায় সদ্ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময়।" মহেন্দ্র স্থবির আর কাল প্রতীক্ষা না করিয়া বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ২৩৬তম বর্ষে, মহারাজ ধর্ম্মাশোকের রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে এবং তিষ্য মহারাজার রাজ্যাভিষেকের সপ্তম মাসে তিনি ঐষ্টিয় (ইট্‌ঠিয়), আত্রেয় (উত্তিয়), সম্বর ও ভদ্রশাল নামক চারিজন স্থবির, সুমন নামক জনৈক শ্রামণের ও ভণ্ডুক নামক জনৈক উপাসককে সঙ্গে লইয়া বিদিশা হইতে আকাশপথে গমন পূর্ব্বক সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরের সন্নিহিত মিশ্রক পর্ব্বতে অবতরণ করেন। এই সময়ে লঙ্কাদ্বীপে মূলজ্যেষ্ঠানক্ষত্রোৎসবের দিন সমাগত হয়। তিষ্য মহারাজা উৎসব ঘোষণা করিয়া এবং অমাত্যবর্গকে উৎসব সমাপন করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং চত্বারিংশৎ সহস্র লোক সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার জন্য মিশ্রক পর্ব্বতে গমন করেন। তিনি মহেন্দ্র স্থবিরের ঋদ্ধিবল দর্শনে মুগ্ধ হন। স্থবিরের মুখে 'চুল্লহত্থিপদোপম সুত্ত' সংক্রান্ত ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা তিষ্য সমস্ত লোকজন সহ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই মুখে 'সমচিত্ত সুত্তন্ত' সংযুক্ত ধর্ম্মকথা শ্রবণে অসংখ্য দেবতার মনে ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় এবং বহু নাগ ও সুপর্ণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পর দিন মহাসমারোহের সহিত মহেন্দ্রপ্রমুখ স্থবিরদিগকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। রাজধানীর পূর্ব্বসীমাস্থিত চৈত্যস্থানে মহেন্দ্র স্থবির 'সীলক্খন্ধ' সংযুক্ত ধর্ম্মকথা দেশনা করেন। রাজপ্রাসাদে তাঁহার নিকট হইতে 'পেতবত্থু' 'বিমানবত্থু' ও 'সচ্চসংযুত্ত' কথা শ্রবণ করিয়া অনুলাদেবী প্রমুখা ৫০০ রাজান্তঃপুরচারিণী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে রাজহস্তীশালায় তাঁহার নিকট হইতে 'দেবদূতসুত্তন্ত' এবং দক্ষিণদ্বারস্থ নন্দনবনে 'আসীবিসোপম-সুত্ত' 'অনমতগ্‌গপরিয়ায় সুত্ত' ও 'অগ্‌গিক্খন্ধোপম সুত্ত' শ্রবণ করিয়া বহু শত সহস্র লোকের মনে ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় এবং বহু শত সহস্র লোক ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হন। পুনরায় সপ্তম দিবসে রাজান্তঃপুরে 'মহা-অপ্পমাদ সুত্ত' বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মহেন্দ্র স্থবির চৈত্যগিরিতে গমন করেন। অচিরে লঙ্কাদ্বীপে রাজপরিবারেরও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচারক প্রেরণ বিষয়ক পালি বিবরণের সত্যমিথ্যা পরীক্ষা।—সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণদেশীয় লেখক ডাঃ গাইগর প্রত্যন্তদেশসমূহে বৌদ্ধ প্রচারক

প্রেরণ সম্বন্ধে পালি বিবরণগুলি পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন *:—"সাঞ্চিস্তুপ-নিহিত বিভিন্ন ধাতুভাণ্ডের আবরণে খোদিত লিপিগুলির দ্বারা দীপবংস ও মহাবংস বর্ণিত বৌদ্ধ প্রচারক সম্পর্কিত বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়সংখ্যক-সাঞ্চিস্তুপনিহিত এক ধাতু-ভাণ্ডের আবরণের নিম্ন পৃষ্ঠে নিম্নপ্রদত্ত লিপি খোদিত আছে—

'সপুরিস (সে) মঝিমস'।

"[ইহার মধ্যে] সৎপুরুষ মধ্যমের [ধাতু বা দেহাবশেষ স্বরক্ষিত আছে।]"

এই আবরণের উপরিভাগে অপর একটি লিপি খোদিত আছে—†

'সপুরিস (সে) কাসপগোতস হেমাবতাচরিয়স।'

"[ইহার অভ্যন্তরে] হৈমবতাচার্য্য সৎপুরুষ কাশ্যপগোত্রের [ধাতু স্বরক্ষিত আছে।] সোনারি শ্রেণীর দ্বিতীয় সংখ্যক স্তুপ-নিহিত ধাতু-আধারের আবরণের উপরিভাগে খোদিত লিপিতেও মধ্যমের নাম উল্লিখিত আছে। এই স্তুপ-নিহিত অপর একটি ধাতু-ভাণ্ডের আবরণে খোদিত লিপিতে কাশ্যপগোত্রকে কৌটিপুত্র (কোতিপুত্ত) ও হৈমবতাচার্য্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই স্তুপ-নিহিত অপর একটি ধাতু-ভাণ্ডে খোদিত লিপিতে গোতিপুত দদভিসারের, অর্থাৎ কৌটিপুত্র দুন্দুভীশ্বরের, নামোল্লেখ আছে। দীপবংস ও মহাবংসাদি গ্রন্থে বর্ণিত পালি বিবরণ মতে কাশ্যপগোত্র ও দুন্দুভীশ্বর প্রভৃতি চারিজন স্থবির সহ মধ্যম স্থবির হৈমবত প্রদেশে বা হিমালয়াঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সাঞ্চিশ্রেণীর দ্বিতীয়-সংখ্যক স্তুপনিহিত অপর একটি ধাতু আধারে খোদিত লিপিতে অশোক-রাজত্বকালে আহূত তৃতীয় সঙ্গীতির সঙ্ঘস্থবির বা সভাপতি মৌদ্গলীপুত্র তিষ্যের নামোল্লেখ আছে বলিয়া অনুমিত হইতে পারে—

'সপুরিসস মোগলিপুতস।'‡

"[ইহার অভ্যন্তরে] সৎপুরুষ মৌদগলীপুত্রের [ধাতু স্বরক্ষিত আছে।]"

অধিকন্তু এই সকল স্তুপনিহিত ধাতুভাণ্ডাদির লিপির দ্বারা অশোকের রাজত্বকালে উরুবিল্ব হইতে লঙ্কায় বোধিবৃক্ষ আনয়ন ও রোপণ সম্বন্ধে দীপবংস ও মহাবংসাদি পালি গ্রন্থসমূহে যে বিবরণ আছে তাহারও সত্যতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হয়।§

---

* Introd, Mahavamsa (translation), p. XIX.

† Of the relic urn,

‡ Cunningham's "Bhilsa Topes", p, 287. Cf Rhys Davids "Buddhist India" pp, 296-301.

§ Bhilsa Topes, pp. 316—317.

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে এবং তাঁহারই চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ে সাঞ্চিস্তূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাকার স্তূপগুলি সমস্তই সম্পূর্ণভাবে তাঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ হিমালয় অঞ্চলে প্রেরিত প্রচারকগণ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন কিনা, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা অথবা স্তূপনিহিত ধাতুভাণ্ড তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কাজেই সাঞ্চিস্তূপনিহিত লিপিগুলির দ্বারা প্রচারক বিষয়ক পালি বিবরণগুলির যথার্থতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এযাবত আবিষ্কৃত অশোকানুশাসনগুলির সাহায্যে পরোক্ষভাবে প্রচারক বিষয়ক পালি বিবরণগুলির সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। পালি বিবরণ মতে প্রত্যন্তজনপদসমূহে, অর্থাৎ বৌদ্ধগ্রন্থ বর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভূত স্থানসমূহে, বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই মৌদগলীপুত্রতিষ্য স্থবির প্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বিবরণ সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, অশোক-রাজত্বের পূর্ব্বে বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের বহির্দ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কিংবা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অশোকরাজত্ব, তৃতীয় সঙ্গীতি, কথাবত্থু-সঙ্কলন ও প্রচারক-প্রেরণের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত জনপদসমূহে বুদ্ধশাসনের প্রতিষ্ঠা বা বিস্তৃতি লাভ ঘটে নাই, অশোকের রাজত্বকালে এবং প্রচারক প্রেরণের ফলেই উক্ত জনপদসমূহে বুদ্ধশাসনের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতিলাভ ঘটে—ইহাই বস্তুতঃ আমাদের পরীক্ষার বিষয়। পরীক্ষার উপায় দ্বিবিধ—(১) পিটক গ্রন্থোক্তি ও বৌদ্ধ কিংবদন্তীর সহিত তৃতীয় সঙ্গীতির বিবরণের সামঞ্জস্য নিরূপণ; (২) অশোকের অনুশাসন লিপির সহিত ইহার সমতা বিধান।

(১) কিংবদন্তী অনুসারে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশনেই কথাবত্থু গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মচর্য্য ও প্রব্রজ্যা বিষয়ক যে তর্কবিতর্ক আছে তৎপ্রসঙ্গে কথিত আছে যে, 'প্রত্যন্তবাসী মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রব্রজ্যা ছিল না।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তখনও পর্য্যন্ত প্রত্যন্তদেশসমূহে বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বুদ্ধশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করে নাই। কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে তাঁহার দেহাবশেষ রাজগৃহ, কপিলবাস্তু ও রামগ্রামাদি অষ্ট স্থানে নিহিত করা হয়, পরবর্ত্তী কালে মহারাজ অশোক রামগ্রাম ব্যতীত অপর সকল স্থান হইতে দেহাবশেষগুলি সংগ্রহ করিয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, অশোকের পূর্ব্বে বুদ্ধের ধাতু বা দেহাবশেষ মধ্যদেশের কতিপয় স্থানে প্রোথিত ছিল এবং তাহা তাঁহার দ্বারাই পরে ভারতের অন্যান্য স্থানেও প্রোথিত হইয়াছিল। মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তের শেষভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় বার ধাতুবণ্টনের বিবরণ নিবদ্ধ আছে।

এই বিবরণ মতে প্রথমবারে চিতাভস্মসমেত অষ্টভাগে বিভক্ত বুদ্ধের দেহাবশেষ রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, আর্দ্রকল্প, রামগ্রাম, বেষ্টদ্বীপ, পাবা, কুশীনগর ও পিপুলবন এই অষ্টস্থানে প্রোথিত হয়। এই অষ্ট স্থানই বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের অন্তর্গত। দ্বিতীয়বার ধাতুবণ্টন সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তৎপ্রসঙ্গে রামগ্রাম, গান্ধারপুর ও কালিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ আছে। গান্ধার ও কলিঙ্গ বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভূত রাজ্য, অর্থাৎ প্রত্যন্ত জনপদ। বুদ্ধবংস নামক পিটক-গ্রন্থের উপসংহারেও পরবর্ত্তী ধাতুবণ্টনের এইরূপ একটি বর্ণনা আছে। ইহার কোন কোন পুথিতে সিংহলের নামও উল্লিখিত আছে। এই ভাবে পরীক্ষা করিলে কিংবদন্তী ও পিটক-গ্রন্থোক্তির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে লিখিত আছে যে—"তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে তাঁহার দ্বারা কলিঙ্গরাজ্য বিজিত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের বধ, বন্ধন ও মরণাদি হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলীর স্মৃতি তাঁহার মনে অনুতাপ সঞ্চার করে এবং সেই হইতেই তিনি তীব্রভাবে ধর্ম্ম পালন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই দৃশ্যাবলীর কথা চিন্তা করিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্ম বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। সেই হইতে তিনি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী অটবীবাসী বা বন্যজাতিসমূহকে সংযম ও সমব্যবহারের পথে আনিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজ্যসীমান্তের ছয় যোজনের মধ্যে 'অন্তিয়োক' নামক যবন রাজার রাজ্য এবং ইহার বহির্ভাগে সংলগ্ন 'তুরময়', 'অন্তিকিনি', 'মগ' ও 'অলিকসুন্দর' নামক অপর চারিজন যবন রাজার রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই সকল যবন রাজার রাজ্যসমূহে তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন অনুবর্ত্তিত হইত। (তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে চোল, পাণ্ড্য, এমন কি তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত স্থানসমূহের লোক তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন মানিয়া চলিত। তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যেই বিশবজ্রি, যবন, কাম্বোজ, নাভাগ 'নভিতিন,' ভোজ, পিতিনিক, অন্ধ্র ও পুলিন্দ্যাদি সকল স্থানে তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে তিনি দূত প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল দেশে তাঁহার দূতগণ গমনাগমন করিতেন না সে সকল দেশের অধিবাসিগণও কালে তাঁহার ধর্ম্মবিধান মানিয়া চলিবেন—তিনি এইরূপ আশা করিতেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্মবিজয়।"

উক্ত গিরিলিপিতে যতগুলি দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে আরণ্যক প্রদেশগুলি ব্যতীত অপর সমস্তই বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভূত। অন্ধ্র, পুলিন্দ, চোল, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের দেশসমূহে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অন্তিয়োক, তুরময় প্রভৃতি পাঁচজন যবনরাজার রাজ্যসমূহে, যবন, কাম্বোজ, নাভাগ প্রভৃতি উত্তরদিকের দেশসমূহে, কলিঙ্গাদি পূর্ব্বদিকস্থ রাজ্যে, প্রত্যুত সমগ্র

ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে তিনি বৌদ্ধনীতিমূলক ধর্ম্মশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কাজেই এই লিপি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার রাজত্বকালে এবং তাঁহার চেষ্টার ফলেই সমগ্র ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল।

অশোক-রাজত্বের পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভাগে প্রত্যন্তজনপদ-সমূহে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি লাভ ঘটে—এই বিষয়ে অপর একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে হৈমবত, উত্তরাপথক বা বজ্রিক, অন্ধ্রক, পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি অশোকরাজত্বের পরবর্ত্তী। এই সমুদয় নাম পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ করে—হৈমবত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান হৈমবতপ্রদেশ, উত্তরাপথক সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান উত্তরাপথ বা পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, অন্ধ্রক সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান অন্ধ্রদেশ, ইত্যাদি।

(৫) **মহাদেব-সঙ্গীতি**।—বসুমিত্রের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পরে মগধের রাজধানী—কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে অশোক নামে জনৈক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। জম্বুদ্বীপে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে মহাদেব প্রবর্ত্তিত পঞ্চবস্তুর বিচার লইয়া নাগ, প্রত্যন্ত দেশবাসী, বহুশ্রুত ও সুশীল এই চারিশ্রেণীর ভিক্ষুদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘ মহাসঙ্ঘিক ও স্থবিরবাদ এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে মহাদেব নামে জনৈক তীর্থিক স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণপূর্ব্বক মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মী ছিলেন। তিনি চৈত্যপর্ব্বতে বাস করিতেন এবং তাঁহার পক্ষভুক্ত শ্রমণদিগের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মহাদেব প্রবর্ত্তিত পঞ্চবস্তুর পুনর্ব্বার বিচার করেন। ইহাতে মতভেদ হওয়ার ফলে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় হইতে চৈত্যশৈল, অপরশৈল ও উত্তরশৈল এই তিনটি সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়*। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে † মহাদেব সঙ্গীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়—"বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে মগধরাজ অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন; বহু দূরবর্ত্তী দেশসমূহের রাজন্যবর্গ ও অধিবাসিগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি ত্রিরত্নে ভক্তিমান এবং সর্ব্ব-জীবে সমদর্শী ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থবির এবং ভিন্নক এই দুই দলে বিভক্ত ছিল, প্রথম দলে ৫০০ অর্হৎ ও দ্বিতীয় দলে ৫০০ সঙ্ঘভেদক ভিক্ষু ছিলেন। মহারাজ অশোক

* Journal of Letters C. U. I. p 3 f.
† Records of the Western World, I. pp. 150—151.

উভয় দলের ভিক্ষুদিগকে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয় দলের মধ্যে মহাদেব নামে জনৈক বহুশ্রুত ও বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ভিক্ষু ছিলেন। তিনি স্বনাম-প্রচার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া সদ্ধর্ম্মের বিপরীত মত প্রচার করিতে থাকেন। যাঁহারা যাঁহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী ও দলভুক্ত হইয়া পড়িতেন। মহারাজ অশোক উচ্চনীচের ভেদাভেদ না বুঝিয়া বাক্‌পটু পাপী ভিক্ষুদিগের সহায়তা করিতেন। তিনি স্থবিরদলভুক্ত ভিক্ষুদিগকে ডুবাইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গীতি আহ্বান করাইয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গাতীরে সমবেত করেন। অর্হৎগণ তাঁহাদের জীবন বিপদাপন্ন দেখিয়া ঋদ্ধিবলে আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়া কাশ্মীরে গমন করেন এবং তথায় পর্ব্বত ও উপত্যকায় আত্মগোপন করেন। এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ অশোক বিশেষ অনুতপ্তহৃদয়ে পলায়িত অর্হৎগণকে নিজ রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্হৎগণ কিছুতেই কুসুমপুরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি অর্হৎগণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের বাসের জন্য ৫০০ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ ও তাঁহার সমস্ত রাজ্য সঙ্ঘের নিকট দানস্বরূপ প্রদান করেন।"

ভব্যের বিবরণ মতেও মহাদেব নামে জনৈক পরিব্রাজক মহাসাঙ্ঘিক দলভুক্ত হইয়া চৈত্যশৈলে বাস করিতেন এবং মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতগুলি পরিহার পূর্ব্বক চৈত্য নামে এক নূতন সম্প্রদায় গঠিত করেন *। পালিগ্রন্থসমূহে দুইজন মহাদেবের উল্লেখ আছে। প্রথম মহাদেব প্রচারকরূপে মৌদ্গলীপুত্রতিষ্য কর্ত্তৃক মহিষমণ্ডল বা বর্ত্তমান মহীশূর প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাদেব নিমন্ত্রিত হইয়া সিংহলরাজ দুষ্টগামনীর রাজত্বকালে পল্লবদেশ হইতে অনুরাধপুরে গমন করিয়াছিলেন। বসুমিত্র এবং ভব্যের বিবরণ মতেও মহাদেব দাক্ষিণাত্যের চৈত্যশৈলে বাস করিতেন এবং দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থোক্ত মহাদেব এবং পঞ্চবস্তুর প্রবর্ত্তক অথবা চৈত্যসম্প্রদায়েরপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেব একব্যক্তি কিনা তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ভুক্ত মহাদেব নামে জনৈক খ্যাতনামা ও ক্ষমতাপন্ন ভিক্ষু স্থবিরবাদিদিগের বিরুদ্ধে অশোকের রাজত্বকালে কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে এক প্রবল দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদি হিউয়েন-সাঙের বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারি যে, তৃতীয় স্থবির-সঙ্গীতির সঙ্গে সঙ্গে মহাসাঙ্ঘিক দলেরও অপর একটি সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। মহাদেবের আন্দোলনের ফলে মহাসাঙ্ঘিকদলের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাদেব-সঙ্গীতির অধিবেশনে পিটক-গ্রন্থাদির কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু

* Rockhill, pp. 186—187.

ভব্যের গ্রন্থের এক স্থানে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩০২ (১৩৭+৬৩+১০২) বৎসর পরে স্থবিরবাদী ও বাৎসিপুত্রীয় বা মহাসাঙ্ঘিক দলভুক্ত ভিক্ষুগণ নিজ নিজ ধর্ম্মবিনয় যথাযথভাবে সংগৃহীত করিয়াছিলেন।

(ক) **তিষ্য-সঙ্গীতি ও দুষ্টগামনি-সঙ্গীতি।**—বুদ্ধের পরিনির্ব্বানের ৩০২ বৎসর পরে স্থবির-বাদিগণ সুন্দররূপে ধর্ম্মবিনয়াদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ভব্যের এই বিবরণের পরিপোষক অপর কোন বিবরণ পাওয়া যায় কিনা তাহা আমাদের বিচার্য্য। সদ্ধম্মসঙ্গহ নামক পালি গ্রন্থে অশোক-সঙ্গীতিকে তৃতীয় সঙ্গীতি এবং বট্টগামনি-সঙ্গীতিকে পঞ্চম সঙ্গীতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে তৃতীয় ও পঞ্চম সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকালে চতুর্থ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে, মহেন্দ্র স্থবিরের প্রযত্নে লঙ্কার স্তুপারাম নামক স্থানে এই শেষোক্ত সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তথায় মহেন্দ্র, অরিষ্ট ও মন্ত্রাভয় প্রমুখ ৬৮ জন মহাস্থবিরের নেতৃত্বে সহস্র সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। অরিষ্ট স্থবির সঙ্গীতিতে বিনয় পিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্গীতির নিয়মে এই সঙ্গীতিতেও পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্ম্মস্কন্ধ বিভাগ অনুসারে সমগ্র ধর্ম্মবিনয় সঙ্গীত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতি কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল কখন বা সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা পরিজ্ঞাত নহে *। সদ্ধম্মসঙ্গহ পাঠে মনে হয় যে, সিংহলরাজ দুষ্টগামনি অভয়ের রাজত্বকালেও ধর্ম্ম বিনয়াদি সঙ্গায়ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩৭৬ বৎসর পরে মহারাজ দুষ্টগামনি অভয় লঙ্কাদ্বীপে একাধিপত্য করিতে থাকেন। তিনি মরীচবর্ত্তী বিহার, নবভৌমিক লৌহ-প্রসাদ ও রত্নবালি মহাস্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসমস্ত উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে সিংহল ও জম্বুদ্বীপের ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। অনুরাধপুরে বিভিন্ন দেশাগত বহুসংখ্যক ভিক্ষুদিগের ‘সন্নিপাত’ বা সমাগম হয়। এই সমাগমে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৬ কোটি অর্হৎশ্রেণীর ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। দীপবংস ও মহাবংসের বিবরণ মতে এই সমাগমে যোগদান করিবার জন্য রাজগৃহ হইতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু সহ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, ঋষিপত্তন বা সারনাথ হইতে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু সহ ধর্ম্মসেন স্থবির, জেতবন বিহার হইতে ষষ্ঠি সহস্র ভিক্ষু সহ প্রিয়দর্শী স্থবির, বৈশালীর মহাবনবিহার হইতে অষ্টাদশ সহস্র ভিক্ষুসহ উরুবুদ্ধরক্ষিত স্থবির, কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম হইতে ত্রিংশৎ সহস্র ভিক্ষু সহ উরুধর্ম্মরক্ষিত স্থবির, উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি বিহার হইতে চত্বারিংশৎ ভিক্ষু সহ উরুসঙ্ঘরক্ষিত স্থবির, পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রের অশোকারাম হইতে শতষষ্ঠি

* সদ্ধম্মসঙ্গহ, ৫ম অঃ। সম-পাসা (সিংহল-সং), পৃঃ ৩৪১-৩৪৩ দ্রঃ।

সহস্র ভিক্ষু সহ মৃত্তীর্ণ স্থবির, কাশ্মীর হইতে দ্বিশতাশীতি সহস্র ভিক্ষু সহ উত্তীর্ণ স্থবির, পল্লব রাজ্য হইতে চতুঃশতষষ্ঠি সহস্র ভিক্ষু সহ মহাদেব স্থবির, যবননগর অলসন্দ হইতে হইতে ত্রিংশৎ সহস্র ভিক্ষু সহ যবনমহাধর্ম্মরক্ষিত স্থবির, বিন্ধ্যাঞ্চল হইতে ষষ্ঠি সহস্র ভিক্ষু সহ উত্তর স্থবির, বুদ্ধগয়ার বোধিমণ্ড বিহার হইতে ত্রিংশৎ সহস্র ভিক্ষু সহ চিত্রগুপ্ত স্থবির, বনবাসাঞ্চল হইতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু সহ চন্দ্রগুপ্ত স্থবির এবং সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস বিহার হইতে ষড়নবতি সহস্র ভিক্ষু সহ সূর্য্যগুপ্ত স্থবির অনুরাধপুরে গমন করেন। সিংহলের নানাস্থান হইতে যে সকল ভিক্ষু সমাগত হন প্রাচীনেরা তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করেন নাই। সদ্ধম্মসঙ্গহের মতে এই সমাগমের অব্যবহিত পরে লঙ্কার ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সমবেত হইয়া মুখে মুখে, লোক পরম্পরায় আনীত ত্রিপিটক অর্থকথা সহ আবৃত্তি করেন। যদি এই বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারি যে, তিষ্য ও বট্টগামনি সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকালে দুষ্টগামনি সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে কোন নূতন গ্রন্থ ত্রিপিটক ভুক্ত করা হইয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু বিনয়পিটকভুক্ত পরিবারপাঠ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে দেখা যায় তাহা সিংহলে সিংহলদেশীয় ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম অধ্যায়ে মহেন্দ্র স্থবিরের পরবর্ত্তী ভিক্ষুদিগের যে তালিকা আছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মহারাজ অশোক ও দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বের অনেক বৎসর পরে ইহার সঙ্কলন হইয়াছিল।

(৬-৭) **বট্টগামনি-সঙ্গীতি ও কণিষ্ক-সঙ্গীতি।**—হীনযানভুক্ত পিটক গ্রন্থাবলীর ইতিহাসে আমরা আরও দুইটি সঙ্গীতির উল্লেখ দেখিতে পাই। এই দুই সঙ্গীতির মধ্যে প্রথমটি সিংহলরাজ বট্টগামনি এবং দ্বিতীয়টি গান্ধাররাজ কণিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে কিংবা পরে এই দুই সঙ্গীতি আহূত হয়। দুই বিষয়ে উভয় সঙ্গীতির মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, উভয় সঙ্গীতি একদিকে পিটকযুগের সমাপ্তি ও অন্যদিকে অর্থকথাযুগ বা বিভাষাযুগের আরম্ভ সূচনা করে, অর্থাৎ সঙ্গীতিদ্বয় দুই যুগের সন্ধিস্থলে বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই সঙ্গীতির অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ সর্ব্বপ্রথম লিখিত হয়।

(৬) **বট্টগামনি-সঙ্গীতি।**—বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৪৪৩ বৎসর পরে বট্ট-গামনি অভয় সিংহলে রাজত্ব করিতেন। তিনি অভয়-গিরি নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা মহাতিষ্য প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘের হস্তে প্রদান করেন। অদূর ভবিষ্যতে লঙ্কায় বুদ্ধ শাসনের পরিহানি এবং ধর্ম্মের প্রতি লোকদিগের অশ্রদ্ধার সম্ভাবনা আছে দেখিয়া ভিক্ষুগণ চিন্তিত হন। লঙ্কাবাসী ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, বহুশ্রুত ও

বোধবিচক্ষণ ভিক্ষুগণ ঐ মহাবিহারে আসিয়া সমবেত হন। ভিক্ষুসজ্ঘের নির্দ্দেশ মতে রাজা বট্টগামনি মগধরাজ অজাতশক্রর অনুকরণে সভামণ্ডপাদি প্রস্তুত করান। সমাগত বহু শত সহস্র ভিক্ষুদিগের মধ্য হইতে কয়েক সহস্র মাত্র উপযুক্ত সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া এক সঙ্গীতির অধিবেশন করা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীতিগুলির নিয়মে এই সঙ্গীতিতে পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্ম্মস্কন্ধ বিভাগ অনুসারে ধর্ম্ম-বিনয় পুনরায় আবৃত্তি করা হয়। এই সঙ্গায়ন কার্য্য সমাপ্ত হইলে অর্থকথা সহ ধর্ম্মবিনয়সংযুক্ত ত্রিপিটক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার পূর্ব্বে বৌদ্ধগ্রন্থগুলি 'মুখপাঠ বশে' বা মুখে মুখে ভিক্ষু সজ্ঘের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ শাসন চিরস্থায়ী করিবার জন্য বুদ্ধবচন সমূহ অর্থকথা সহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। সদ্ধম্মসঙ্গহ নামক পালি গ্রন্থে এই সঙ্গীতিকে পঞ্চম ধর্ম্মসঙ্গীতি এবং সাসনবংসে ইহাকে চতুর্থ সঙ্গীতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) **কণিষ্ক-সঙ্গীতি**।—চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, তিব্বত দেশীয় লেখক তারানাথের গ্রন্থে ও অন্যান্য কতিপয় তিব্বতীয় বিবরণে এই সঙ্গীতির উল্লেখ ও বিবরণ আছে। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

"বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩৯৯ বৎসর পরে গান্ধাররাজ কণিষ্ক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বহু দূরবর্ত্তী দেশসমূহ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি প্রত্যহ অবসর সময়ে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি প্রতিদিন ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদে ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতগুলি বিদিত হইয়া তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হন। এই সময়ে পার্শ্ব নামে জনৈক খ্যাতনামা স্থবির নিম্নলিখিত ভাবে রাজার নিকট বুদ্ধশাসনের অবস্থা বর্ণনা করেন—'বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ স্বাধীন ভাবে স্বীয় স্বীয় গুরুর মত মানিয়া চলিতেছেন, ফলে সমগ্র শাসন খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' স্থবিরের মুখে এই সংবাদ জানিয়া রাজা কণিষ্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিপিটক গ্রন্থগুলি সঙ্কলন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং আয়ুষ্মান পার্শ্বও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নিমন্ত্রিত হইয়া দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতেই অসংখ্য শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু কাশ্মীরে আসিয়া সম্মিলিত হন। নক্ষত্ররাজির ন্যায় পুঞ্জীভূত ভিক্ষুসমাগম দেখিয়া রাজার মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইল—এত অধিক সংখ্যক ও বিভিন্ন প্রকৃতির ভিক্ষু লইয়া সঙ্গীতির কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে না। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে ভিক্ষুসজ্ঘ এই সমাগম হইতে কেবলমাত্র পারুবিত্ত ও ত্রিপিটকবিশারদ,

অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবিরদিগকেই সদস্য নির্ব্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। সঙ্ঘস্থবির বা সভাপতি ব্যতীত ৪৯৯ জন স্থবিরসদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। শীতপ্রধান কাশ্মীরের পরিবর্ত্তে স্বীয় রাজধানীতে কিংবা রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সঙ্গীতি আহ্বান করা রাজার অভিপ্রায় ছিল। পার্শ্বপ্রমুখ ভিক্ষুগণ রাজগৃহে যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে রাজগৃহে বিভিন্ন মতাবলম্বী বহু আচার্য্য আছেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসমূহ বিচার করিতে হইলে বহু গোলযোগ হইবে অথচ এই দিকে সময়েরও অভাব, অধিকন্তু বিনা পরীক্ষায় নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করা যাইতে পারে না। অবশেষে কাশ্মীরে এক মনোরম স্থানেই সঙ্গীতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তথায় রাজা কণিষ্ক একটি সুন্দর বিহার নির্ম্মাণ করেন। ত্রিপিটক সঙ্গায়ন এবং বিভাষা-শাস্ত্র-প্রণয়নই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সঙ্গীতিতে কাহাকে সভাপতি করা হইবে তাহা লইয়া কিয়ৎকাল আন্দোলন চলিতে থাকে। সকলের মতে বসুমিত্রই সভাপতির উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনোনীত হন। তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবল, শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না। সামান্য আপত্তির কারণ এই ছিল যে তিনি ঠিক স্থবিরবাদী ছিলেন না, বুদ্ধত্বই তাঁহার লক্ষ্য এবং বোধিসত্ত্ব-জীবনই তাঁহার আদর্শ ছিল। তথাপি তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না এবং বোধিসত্ত্ব-আদর্শ মানিলেও স্থবির-বাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতির সভাপতিপদে বরণ করা হয়। সঙ্গীতির সকল দুরূহ প্রশ্নের চরম মীমাংসার জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করা হয়।

সঙ্গীতির সদস্যগণ প্রথমে লক্ষ শ্লোকে উপদেশ-শাস্ত্র নামক সূত্রপিটকের টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পরে লক্ষ শ্লোকে বিনয়বিভাষা নামক বিনয় পিটকের টীকাগ্রন্থ এবং অবশেষে লক্ষ শ্লোকে অভিধর্ম্মবিভাষাশাস্ত্র নামক অভিধর্ম্মপিটকের টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩ লক্ষ শ্লোকে বিভাষা গ্রন্থগুলি বিরচিত হয় এবং এই শ্লোকসমূহের শব্দ সমষ্টি ৬৬ লক্ষ। এই সকল বিভাষা গ্রন্থের সমতুল্য প্রাচীন কোন গ্রন্থ ছিল না। সঙ্গীতির বিজ্ঞ স্থবিরগণ ত্রিবিধ বিভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মবিনয়বিষয়ক সকল দুরূহ প্রশ্নের বিচার ও নিঃশেষে সকল বিশিষ্ট পদব্যঞ্জনের ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করেন। এই সকল কারণে বিভাষাগ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র আদৃত ও পঠিত হইতে থাকে। রাজা কণিষ্ক [ত্রিপিটক সহ] এই বিভাষাশাস্ত্রগুলি অবিলম্বে রক্তবর্ণ তাম্রপট্টের উপর খোদিত করিবার জন্য আদেশ করেন। এই তাম্রপট্টগুলি একটি প্রস্তরাধারে আবদ্ধ করিয়া তদুপরি একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়। যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল শাস্ত্র হস্তগত ও ও স্থানান্তরিত করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের চতুঃসীমায় যক্ষদিগকে প্রহরী

নিযুক্ত করা হয়। এই মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া রাজা কণিষ্ক সসৈন্যে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তারানাথ-লিখিত তিব্বতেতিহাসে উক্ত সঙ্গীতির যে বিবরণ আছে উহার সহিত হিউয়েনসাঙ-প্রদত্ত বিবরণের সকল বিষয়ে ঐক্য হয় না। তারানাথের বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে এক শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যে যে সকল বাদবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল কণিষ্ক-সঙ্গীতিতে সে সকলের নিষ্পত্তি হইয়াছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের সকলেই বিশুদ্ধমত পোষণ করিতেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল; এই সঙ্গীতিতে সমগ্র বিনয়পিটক লিখিত হইয়াছিল; সূত্র ও অভিধর্ম্ম পিটকের যে সকল অংশ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল না সে সকল অংশ লিখিত এবং যে সকল অংশ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল সেই সকল অংশ সংশোধিত হইয়াছিল; এই সময়ে মহাযান সম্প্রদায় ও মহাযান গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও শ্রাবক বা স্থবির সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আবশ্যক বা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নাই।

অপর একটি তিব্বতদেশীয় বিবরণে লিখিত আছে যে পার্শ্বের নেতৃত্বে পাঁচ শত অর্হৎ শ্রেণীর স্থবির এবং বসুমিত্রের অধীনে পাঁচ শত বোধিসত্ত্ব শ্রেণীর সাধক সম্মিলিত হইয়া উক্ত সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। পিটক গ্রন্থ সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহা কণিষ্কসঙ্গীতি বা তৃতীয় সঙ্গীতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গীতির স্থান সম্বন্ধে তিব্বত দেশীয় বিবরণসমূহে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন বিবরণ মতে জালন্ধরের নিকটবর্ত্তী কুবন নামক সঙ্ঘারামে এবং অপর কোন কোন বিবরণ মতে কাশ্মীরের পিঙ্গলবন নামক সঙ্ঘারামে সঙ্গীতি আহূত হয়।

(ক) **কার্ণের অভিমত।**—কণিষ্ক-সঙ্গীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক কার্ণের নিম্নলিখিত অভিমত অতিশয় যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন যদি হিউয়েন-সাঙের বিবরণ যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে মনে করিতে হয় যে, সদস্যবর্গের শক্তি অনুসারে বিভাষা শাস্ত্র প্রণয়ন করাই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া ধারণা হয়; সম্ভবতঃ অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া তন্মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট উপায়ে মতৈক্য স্থাপন করাই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সঙ্গীতিতে কেবল শ্রাবক বা হীনযান মতাবলম্বী ভিক্ষুগণ উপস্থিত ছিলেন এবং মহাযান মতাবলম্বিগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের মতগুলি গৃহীত হয় নাই। এই সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল— ইহাও মনে করা যাইতে পারে। পিটক গ্রন্থের অংশ বিশেষ সর্ব্ব প্রথম লিখিত হইয়াছিল এই কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু অভিধর্ম্মের কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইলেও

সমগ্র সূত্র ও বিনয়ের গ্রন্থসমূহ কণিষ্কের সময় পর্য্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কণিষ্ক-সঙ্গীতিতে গৃহীত বা সংশোধিত ত্রিপিটকের ভাষা কি ছিল তাহা কোন বিবরণে স্পষ্ট করিয়া লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত ত্রিপিটক ব্যতীত অন্য কোন পিটক গ্রন্থের সহিত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ পরিচিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত সংস্করণের সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন এইরূপ কল্পনাও সমীচীন নহে। একথা নিশ্চিত যে, সিংহলদেশীয় স্থবির-বাদ সম্প্রদায় এই সঙ্গীতিতে যোগদান করেন নাই কিন্তু স্থবিরবাদ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ের স্থবিরগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মত-বাদের সামঞ্জস্য করাই এই সঙ্গীতির বিশেষত্ব, ইহা মহাযান মতবাদের প্রসার প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায় নাই।

যুগ-নির্ণয় ও যুগ-পর্য্যায়।—পিটক-গ্রন্থাবলীর ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতিগুলি কতিপয় কাল-সীমা বা ক্রমবিকাশের বিশিষ্টস্তরস্বরূপ। এই সকল কাল-সীমা বা বিশিষ্টস্তরগুলি অবলম্বন করিয়া পিটক-গ্রন্থাবলীর ইতিহাসকে কতিপয় বিশিষ্ট যুগ-পর্য্যায় বা যুগ-পরম্পরায় বিভক্ত করা যায়। যুগ পরম্পরা নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) **প্রথম যুগ**—প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকাল।

(২) **দ্বিতীয় যুগ**—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কাল।

(৩) **তৃতীয় যুগ**—তৃতীয় বা অশোক সঙ্গীতি ও চতুর্থ বা তিষ্য সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কাল।

(৪) **চতুর্থ যুগ**—তিষ্য-সঙ্গীতি ও বট্টগামনি-সঙ্গীতি বা পঞ্চম সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কাল। তিষ্য-সঙ্গীতি ও বট্টগামনি-সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী যুগকে দুইটি খণ্ড যুগে বিভক্ত করা যায়—

১ম খণ্ড যুগ—তিষ্য-সঙ্গীতি ও দুষ্টগামনি-সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কাল।

২য় খণ্ড যুগ—দুষ্টগামনি-সঙ্গীতি ও বট্টগামনি-সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কাল।

মহাসঙ্গীতি হিউয়েন-সাঙের বিবরণ মতে প্রথম সঙ্গীতির এবং পালি বিবরণ অনুসারে দ্বিতীয়-সঙ্গীতির প্রায় সমকালবর্ত্তী। মহাদেব-সঙ্গীতি হিউয়েন-সাঙের বিবরণ মতে অশোক-সঙ্গীতির এবং বসুমিত্র, ভব্য প্রভৃতির বর্ণনা এবং কথাবত্থু ও ইহার অর্থকথার উক্তির অভিব্যঞ্জনা অনুসারে তিষ্য-সঙ্গীতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এইরূপে বট্টগামনি-সঙ্গীতি এবং কণিষ্ক-সঙ্গীতিকেও সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সঙ্গীতি-সীমাবদ্ধ চারি যুগের পূর্ব্বেও একটি বিশিষ্ট যুগের কল্পনা করা যায়।

আমরা ইহাকে পূর্ব্বযুগ নামেই অভিহিত করিব। এই যুগে গৌতমবুদ্ধের জীবনের ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া পিটক-গ্রন্থাবলীর উপাদান সমূহের অভিব্যক্তি হইয়াছে। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণেই এই যুগের অবসান—অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণই এই যুগের অপরকোটি বা উত্তরসীমা। ইহার 'পূর্ব্বকোটি' বা পূর্ব্বসীমা সম্বন্ধে বৌদ্ধবিবরণ সমূহে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পালি বিনয়-গ্রন্থ মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গে গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন হইতে বুদ্ধশাসনের বিবরণ আরব্ধ হইয়াছে। কাজেই এই বিবরণ অনুসারে গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ এবং ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনকেই পূর্ব্বযুগের পূর্ব্বসীমা মনে করিতে হয়। ধর্ম্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের বিনয়-গ্রন্থ বুদ্ধচরিতের চৈনিক অনুবাদে বুদ্ধশাসনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে সিদ্ধার্থের জন্মকেই পূর্ব্বযুগের পূর্ব্বসীমা ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আবার পালি জাতকখবণ্ণনা ও লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়-গ্রন্থ মহাবস্তুতে গৌতমবুদ্ধের যে জীবনী আছে তাহাতে দেখা যায় সুমেধ তাপসের প্রণিধান বা বুদ্ধত্ব-লাভের সঙ্কল্পকেই পূর্ব্বযুগের পূর্ব্বসীমা কল্পনা করা হইয়াছে। জাতকগ্রন্থাদির বিবরণ মতে সুমেধ তাপসের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও মানব জাতি ও মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেই সুদূর অতীত যুগে বহু কল্পকল্পান্ত মধ্যে বহু বুদ্ধশাসনের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। বক্ষ্যমাণ বুদ্ধশাসনের সহিত উহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই দেখিয়া সেই সুদূর অতীত যুগকে আলোচনাসীমার বাহিরে রাখা হইয়াছে। সুমেধ তাপসের প্রণিধান হইতে আরম্ভ করিয়া গৌতমবুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যে কাল পূর্ব্বযুগ বলিয়া কল্পিত তাহা জাতকখবণ্ণনা * এবং বুদ্ধঘোষ প্রণীত কতিপয় অর্থকথায় † তিনটি নিদান বা কাল পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) 'দূরে নিদান'—দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

(২) 'অবিদূরে নিদান'—নাতি দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

(৩) 'সন্তিকে নিদান'—সমীপবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

সুমেধ তাপসের প্রণিধান হইতে সন্তোষিতদেবপুত্ররূপে বোধিসত্ত্বের তোষিত স্বর্গে অবস্থান পর্য্যন্ত যে কাল তাহা 'দূরে নিদান' বা দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ বলিয়া আখ্যাত; সিদ্ধার্থের গর্ভাবক্রান্তি হইতে গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই 'অবিদূরে নিদান' বা নাতি দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ ; গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে মহাপরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কালই 'সন্তিকে নিদান' বা সমীপবর্ত্তী পরিচ্ছেদ। এই তিন বৃহৎ নিদান বা বৃহৎ কাল পরিচ্ছেদের

* ফুজবল সম্পাদিত জাতক, ১ম খঃ, পৃঃ ২।
† অথ-সা, পৃঃ ৩৫।

মধ্যে আবার কতকগুলি খণ্ড পরিচ্ছেদও কল্পনা করা হইয়াছে। দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ কয়েকটি কল্পে বিভক্ত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে, ইহার প্রত্যেক কল্পে এক বা ততোধিক সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার শেষ কল্পের নাম ভদ্রকল্প এবং এই ভদ্র-কল্পের শেষ ভাগে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌতমের পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দীপঙ্কর প্রমুখ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের আবির্ভাব সময়ে সুমেধ তাপস বোধিসত্ত্বরূপে বিভিন্ন দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগ্ জাতিতে ৪৯৯ কিংবা ৫৪৯ বার ‡ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অবিদূরে নিদান' বা নাতিদূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের বিস্তৃতি কাল মাত্র ৩৫ বৎসর। শাক্যকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম, বিবাহ, অভি-নিষ্ক্রমণ, প্রব্রজ্যা ও বুদ্ধত্বলাভ ইহার খণ্ড পরিচ্ছেদসমূহের কতকগুলি কালসীমা। 'সন্তিকে নিদান' বা নিকটবর্ত্তী পরিচ্ছেদের বিস্তৃতি কাল ৪৫ বৎসর। 'অধিগম-নিদান' ও 'দেশনা-নিদান' ইহার দুই বৃহৎ খণ্ড পরিচ্ছেদ। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হইতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত কালের নাম 'অধিগম-নিদান'। 'দেশনা-নিদান' ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইতে গৌতমের মহাপরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

'অবিদূরে নিদান' ও 'সন্তিকে নিদানের' কাল-সমষ্টি অশীতি বৎসর এবং ইহাই গৌতমের আয়ুষ্কাল। তন্মধ্যে 'সন্তিকে নিদান'—অর্থাৎ গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ হইতে পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বৎসর কালই মুখ্যতঃ বুদ্ধশাসনের তথা বৌদ্ধ সাহিত্যের 'পূর্ব্বযুগ'। পালি বিবরণ মতে প্রথম যুগের বিস্তৃতি-কাল পূর্ণ ১০০ এক শত বৎসর (প্রথম সঙ্গীতি হইতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্য্যন্ত); দ্বিতীয় যুগের বিস্তৃতি-কাল ন্যূনাধিক ১৩৬ এক শত ছয়ত্রিশ বৎসর (দ্বিতীয় সঙ্গীতি হইতে তৃতীয় সঙ্গীতি পর্য্যন্ত); তৃতীয় যুগের বিস্তৃতি-কাল ন্যূনাধিক ৪০ চল্লিশ বৎসর (তৃতীয় সঙ্গীতি হইতে চতুর্থ সঙ্গীতি পর্য্যন্ত); চতুর্থ যুগের বিস্তৃতি-কাল ন্যূনাধিক ১০০ এক শত বৎসর (চতুর্থ সঙ্গীতি হইতে পঞ্চম সঙ্গীতি পর্য্যন্ত)। তিষ্য-সঙ্গীতি ও দুষ্টগামনি-সঙ্গীতির ব্যবধানকালের বিস্তৃতি ন্যূনাধিক ১৩০ এক শত ত্রিশ বৎসর; দুষ্টগামনি-সঙ্গীতি ও বট্টগামনি-সঙ্গীতির ব্যবধান কালের বিস্তৃতি ন্যূনাধিক ৬০ ষাট বৎসর। মহাসঙ্গীতি প্রথম যুগে বা প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কার্ণের মতে প্রথম সঙ্গীতির দশ বৎসর পরে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। দীপবংসাদি পালি গ্রন্থসমূহের বর্ণনা অনুসারে মহাসঙ্গীতি দ্বিতীয় সঙ্গীতির পরবর্ত্তী কিন্তু তন্মধ্যে কালব্যবধান নির্দ্দেশ

‡ পিটকগ্রন্থ চুল্ল-নিদ্দেসের মতে জাতকের সংখ্যা ৫০০ (পঞ্চ জাতক-সতানি); জাতকথবণ্ণনামতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০। বুদ্ধঘোষ—সুমঙ্গল-বিলাসিনীর ভূমিকা অংশে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

করা হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, দ্বিতীয় সঙ্গীতির অব্যবহিত কাল পরেই ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। বসুমিত্রের বিবরণ পাঠে মনে হয় তাঁহার বর্ণিত প্রথম মহাদেব-সঙ্গীতি পালি-গ্রন্থ-বর্ণিত মহাসঙ্গীতিরই একটি অনুরূপ সঙ্গীতি। পূর্ব্বোক্ত বসুমিত্রের গ্রন্থের হিউয়েন সাঙ-কৃত চৈনিক অনুবাদ পাঠে মনে হয় ১ম মহাদেব-সঙ্গীতি পালি বর্ণিত দ্বিতীয় সঙ্গীতির কয়েক বৎসর পরবর্ত্তী; পরমার্থ-কৃত চৈনিক অনুবাদ পাঠে মনে হয় ১ম মহাদেব-সঙ্গীতি পালি-গ্রন্থ-বর্ণিত দ্বিতীয় সঙ্গীতির ঠিক বিশ বৎসর পরবর্ত্তী; ভব্যোক্ত সম্মিতীয় বিবরণ অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, মহাসঙ্গীতি পালি-গ্রন্থ-বর্ণিত দ্বিতীয় সঙ্গীতির ৩৭ সাঁইত্রিশ বৎসর পরে আহূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; আবার ভব্যোক্ত স্থবিরবাদীয় বিবরণ অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে বলিতে হয় মহাসঙ্গীতি পালি-গ্রন্থোক্ত দ্বিতীয় সঙ্গীতির ৬০ বৎসর পরে আহূত হইয়াছিল। বসুমিত্রের বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ২য় মহাদেব-সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। ভব্যের বিবরণমতে মহাদেব স্থবিরই চৈত্যবাদ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বসুমিত্রের বিবরণ মতে ২য় মহাদেব-সঙ্গীতির সদস্যবর্গের বিবাদের ফলেই চৈত্যশৈল, অপরশৈল ও উত্তরশৈল এই তিন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল। পালি বিবরণ মতে চৈত্যবাদ সম্প্রদায়ের উদ্ভবকাল অশোক-রাজত্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। পালি-তালিকা-সমূহে চৈত্য-শৈল, অপর-শৈল ও উত্তর-শৈল এই তিন সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব-শৈল, অপর-শৈল ও অন্ধ্রক এই তিন নাম দৃষ্ট হয়। পালি বিবরণ মতে পূর্ব্ব-শৈল, অপর-শৈল ও অন্ধ্রক সম্প্রদায়ের উদ্ভব-কাল অশোক-রাজত্বের পরবর্ত্তী। পূর্ব্বোক্ত তালিকাদ্বয়ে অপর-শৈল সম্প্রদায়ের নাম সমান ভাবেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; বসুমিত্র প্রদত্ত তালিকায় অপর-শৈল সম্প্রদায়সহ উল্লিখিত চৈত্য-শৈল ও উত্তর-শৈল সম্প্রদায়ের সহিত পালিতালিকায় তৎসহ উল্লিখিত পূর্ব্ব-শৈল ও অন্ধ্রক সম্প্রদায়ের যথাক্রমে ঐক্য কল্পনা করিলে, পূর্ব্ব-শৈলকে চৈত্যবাদ সম্প্রদায়ের এবং উত্তর শৈলকে অন্ধ্রক সম্প্রদায়ের নামান্তর বলিয়া মনে করিতে হয়; বসুমিত্রোক্ত চৈত্য-শৈল সম্প্রদায়ের সহিত পালি গ্রন্থোক্ত চৈত্যবাদ সম্প্রদায়ের সৌসাদৃশ্য থাকে না। বসুমিত্রের বিবরণ অনুযায়ী ২য় মহাদেব-সঙ্গীতি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে আহূত হইয়া থাকিলে তাহা পালি বিবরণ মতে অশোকের রাজ্যাভিষেকের অন্ততঃ ১৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। পালি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের পরি-নির্ব্বাণের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এবং অশোকরাজত্বের পূর্ব্বে মহাসঙ্গীতি সম্প্রদায় হইতে চৈত্যবাদ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। বসুমিত্র ও ভব্য প্রভৃতি লেখক-গণের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় মহাদেব কিংবা ২য় মহাদেব-সঙ্গীতির সহিত চৈত্যবাদের সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের বিবরণের সহিত পালি বিবরণের সামঞ্জস্য করিলে

মনে হয় যেন অশোকরাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী চৈত্যবাদ সম্প্রদায় কালে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ব-শৈল, অপর-শৈল ও অন্ধ্রক এই তিন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। বসুমিত্রের বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে এই তিন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। পক্ষান্তরে পালি বিবরণগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহাদের উদ্ভব কাল অশোক রাজত্বের বহু পরবর্ত্তী। ভব্যের বিবরণ হইতে ইহাদের উদ্ভব কাল সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩০২ বৎসর পরে মহাসাঙ্ঘিক ও স্থবিরবাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিবরণ সত্য হইলে আমরা মনে করিতে পারি যে, অশোক রাজত্বের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে এবং চতুর্থ সঙ্গীতির শতাব্দী কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ত্রিবিধ পিটকসংগ্রহ কৃত হইয়াছিল।

কণিষ্ক-সঙ্গীতির বিবরণগুলিতে ইহার সময় নির্দ্দেশক বিশেষ কোন উক্তি দৃষ্ট হয় না, তবে অষ্টাদশ সম্প্রদায় উদ্ভূত হওয়ার ১০০ শত বৎসর পরে ইহা আহূত হইয়াছিল এইরূপ একটি উক্তি এই বিবরণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ও অশোক রাজত্বের পূর্ব্বে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল—পালি বিবরণের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, কণিষ্ক-সঙ্গীতি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ন্যূনপক্ষে ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী। বসুমিত্রের বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই বিবরণ যথার্থ হইলে বলিতে হয় কণিষ্ক-সঙ্গীতি ন্যূনপক্ষে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৪০০ বৎসর পরবর্ত্তী—অর্থাৎ ইহা পালি-গ্রন্থ-বর্ণিত চতুর্থ সঙ্গীতির সমকালবর্ত্তী। এইরূপে বিভিন্ন কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রোক্ত যুগসমূহের পরম্পরা ও বিস্তৃতি-কাল নিরূপণ করিতে হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে যেই সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তৎসমস্তের প্রমাণে বিচারসহ না হইলে প্রোক্ত কাল নির্ণায়ক বিবরণসমূহ গৃহীত হইতে পারে না। অধিকন্তু স্থবিরপরম্পরা, রাজ-পরম্পরা ও তাহাদের আনুষঙ্গিক ঘটনাসমূহের সহিত ইহারা সমঞ্জস কিনা, না হইলে পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইতে পারে কিনা, এই সকল বিষয় বিচারসাপেক্ষ।

(ক) রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরা।—সুমেধ তাপসের প্রণিধান, সিদ্ধার্থের জন্ম, গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদি ক্রমে কতিপয় সঙ্গীতিকে কালসীমা স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ব সন্দর্ভে বুদ্ধশাসন তথা বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে প্রোক্ত যুগসমূহের সীমা বা সন্ধিকালের সহিত কতিপয় বিশিষ্ট রাজা ও আচার্য্যের নাম অন্বিত দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে, উক্ত যুগপরম্পরার

বিস্তৃতিকালের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরার বর্ণনাও দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য, জৈন, সাত্বত বা ভাগবত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহেও তত্তৎ ধর্ম্ম ও সাহিত্যের যুগপরম্পরার সমসূত্রে কতিপয় বিশিষ্ট রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থবর্ণিত রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরার মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বৌদ্ধ পিটক-গ্রন্থাবলীর ইতিহাসে যুগ-পৌর্ব্বাপর্য্য ও যুগবিস্তৃতি নিরূপণ করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গৌতমের জন্মকালই এযাবত ভারতের ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বসীমা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীকাল—অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বজীবনের দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ আধুনিক ঐতিহাসিক তথ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়স্বরূপে গৃহীত হয় নাই। আমরা প্রথমে এই ঐতিহাসিক যুগের রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া পরে যথাসম্ভব পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজপরম্পরা ও আচার্য্যপরম্পরা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব।

রাজপরম্পরা।—বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে বিম্বিসারপ্রমুখ কয়েক জন ভারতীয় নৃপতি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বুদ্ধ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ষোড়শবর্ষে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হন। বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষে এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের ঠিক ৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিম্বিসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক তিনি ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণগত হন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র উদয়ভদ্রের হস্তে নিহত হন। কোশলরাজ পসেনদি বা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সমসাময়িক ও সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ৮০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কয়েক মাস পূর্ব্বে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার পুত্র বিড়ূড়ভ বা বিরূঢ়ক কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার পর দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিড়ূড়ভ সিংহাসন অধিকার করিবার পরেই শাক্যবংশ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তিনবার অভিযান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন; চতুর্থবারে বুদ্ধ জীবিত থাকিতেই শাক্যদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক তিনি শাক্যরাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে কালগ্রাসে পতিত হন *। বৌদ্ধগ্রন্থে

* Beal Records of the Western World II. p. 116.; জাতকথবণ্ণনা. ৪র্থ খঃ, পৃঃ ১৫২।

তাঁহার পরবর্ত্তী কোশলরাজগণের নামোল্লেখ নাই। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে বুদ্ধের সমসাময়িক অপর চারিজন রাজার উল্লেখ আছে—বৎসরাজ বা কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন, অবন্তীর রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোৎ, তক্ষশিলার রাজা 'পুক্কুসাতি'* ও রুরোক রাজ রুদ্রায়ণ বা উদ্রায়ন†। মহাবস্তু গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক জনৈক কলিঙ্গাধিপতির উল্লেখ আছে। ইঁহাদের বয়স ও বুদ্ধের বয়সের মধ্যে কতদূর ব্যবধান ছিল বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ তন্মধ্যে এই রাজন্যবৃন্দের বংশপরম্পরার বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ফলতঃ বৌদ্ধ বিবরণসমূহে মগধরাজগণের পরম্পরার সাহায্যে বুদ্ধশাসন ও বৌদ্ধসাহিত্যের যুগ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিবার প্রচেষ্টা আছে। মহাবংসের তালিকা অনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর চতুর্ব্বিংশতিতম বর্ষে উদয়ভদ্র মগধরাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্র অনুরুদ্ধ রাজা হন। তাঁহার পুত্র মুণ্ডকর্ত্তৃক তিনি নিহত হন এবং তাঁহার সিংহাসন অধিকৃত হয়। তাঁহারা পিতাপুত্র উভয়ের রাজত্বকালের সমষ্টি ৮ বৎসর। মুণ্ডরাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্র নাগদাস রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। ইঁহাদের কুলক্রমাগত পিতৃহত্যা মহাপাপে প্রজাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া নাগদাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মন্ত্রী শিশুনাগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র কালাশোক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষে ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হয়। কালাশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার দশজন পুত্র ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। শিশুনাগবংশ ধ্বংস করিয়া ক্রমান্বয়ে নন্দবংশীয় নয়জন রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। কুটিলরাজনীতিজ্ঞ চাণক্য ব্রাহ্মণের কূটনীতিপ্রভাবে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত শেষ নন্দরাজ ধননন্দকে নিহত করিয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট হন। তিনি ২৪ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পূর্ণ ২৮ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র অশোক তাঁহার পীড়িতাবস্থায় সুমন প্রমুখ নিরানব্বই জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়া পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। মহাবংস ও দীপবংসের মতে এই ঘটনার চারি বৎসর পরে ২১৮ বুদ্ধাব্দে যথারীতি তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার অভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। তিনি ৩৭

* সু-বি, ১ম খঃ।

† দিব্যাবদান পৃঃ ৫৬৫ ; বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা উদ্রায়ণাবদান (৪০)।

বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে সিংহলরাজ মুটশিবের মৃত্যুর পর দেবপ্রিয় তিষ্য সিংহল-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৭৬ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে আত্রেয় (উত্তিয়), মহাশিব, সুরতিষ্য, সেন, গৌপ্তিক, অশৈল ও এরাড় এই সাতজন রাজা সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬ বৎসর লঙ্কাদ্বীপে রাজত্ব করেন। দীপবংসের মতে তাঁহাদের রাজত্বকাল ৯৬ বৎসর। দ্রাবিড় জাতীয় রাজা এরাড়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া দুষ্টগামনি অভয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত লঙ্কায় ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাবংস ও দীপবংস এই উভয় গ্রন্থের বিবরণ মতে দুষ্টগামনির রাজত্বের ৩৩ বৎসর পরে, ৪৩৯ বুদ্ধাব্দে, বট্টগামনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বহুভাগ্যবিপর্য্যয়সহকারে ৪৬৪ বুদ্ধাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দুষ্টগামনির রাজত্বকালে সিংহল দেশীয় স্থবিরগণ সম্মিলিত হইয়া অর্থকথাসহ ত্রিপিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বট্টগামনির রাজত্বকালে পঞ্চম সঙ্গীতি আহূত ও ত্রিপিটক সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

মহাবংসে বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত যেই সকল রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নাম দীপবংসে পাওয়া যায় না। দীপবংসে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডরাজার নাম আদৌ দৃষ্ট হয় না; শিশুনাগের রাজত্বকাল মাত্র দশ বৎসর বলিয়া কথিত হইয়াছে; কালাশোকের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই; নন্দরাজগণের উল্লেখই নাই; বিন্দুসারের রাজত্বকাল ও নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

বিশপ্ বিগাণ্ডেট্ তৎকৃত গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনীবিষয়ক গ্রন্থে* ব্রহ্মদেশে প্রচলিত যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মহাবংস তালিকার অনুযায়ী একটি তালিকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিম্বিসার ও অশোকের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই; কালাশোকের পুত্রগণকে ভদ্রসেন ও তাঁহার অষ্ট ভ্রাতা এবং নন্দবংশীয় রাজগণকে উগ্রসেননন্দ ও তাঁহার নয় ভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অজাতশত্রুর রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর, উদয়ভদ্রের রাজত্বকাল ১৫ বৎসর, অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডের ৯ বৎসর, নাগদাসের ৪ বৎসর, শিশুনাগের ৩২ বৎসর, কালাশোকের ২৮ বৎসর, ভদ্রসেন প্রমুখ কালাশোকের নয় পুত্রের ৩৩ বৎসর, উগ্রসেন প্রমুখ নয় জন নন্দরাজার ২৩ বৎসর, চন্দ্রগুপ্তের ২৪ বৎসর ও বিন্দুসারের ২৭ বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

দিব্যাবদানেও দীপবংসের ন্যায় বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত সকল রাজার নাম উল্লেখ করা হয় নাই এবং যে সকল রাজার নামোল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের

* The Life or Legend of Gaudama the Buddha 1866, pp. 347, 361-363, 371-372, 374-375.

কাহারও রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তন্মধ্যে আমরা এই কয়জন রাজার নাম দেখিতে পাই :—বিম্বিসার, অজাতশত্রু, উদায়ী বা উদয়ভদ্র, মুণ্ড, কাকবর্ণী, সহালী, তুলকুচি, মহামণ্ডল, প্রসেনজিৎ, নন্দ, বিন্দুসার ও অশোক *। মহাবংসের কালাশোক ও অবদানের কাকবর্ণী অভিন্ন, সহালী ও তুলকুচি তাঁহারই পুত্রদ্বয় এবং মহামণ্ডল, প্রসেনজিৎ ও নন্দ সম্ভবতঃ নন্দবংশীয় রাজা।

জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র কৃত পরিশিষ্টপর্ব্ব নামক গ্রন্থের তালিকায় শ্রেণিক, কূণিক, উদায়ী, নয় জন নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রেণিক বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত শ্রেণিক বিম্বিসারেরই সংক্ষিপ্ত নাম; কূণিক বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত অজাতশত্রুরই নামান্তর; উদায়ী ও উদয়ভদ্র একই ব্যক্তি। জৈন গ্রন্থে উদায়ী ভিন্ন অন্য কোন রাজার রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ইহার মতে উদায়ীর রাজত্বকাল ৬০ বৎসর।

মহাবোধিবংস নামক পালি গ্রন্থে বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত মগধরাজগণের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে মহাবংসোক্ত নাগদাসকের পরিবর্ত্তে মাগদায়ক নাম দৃষ্ট হয় এবং কালাশোকের দশ পুত্রের নাম ও নয়জন নন্দের নাম পাওয়া যায়—ভদ্রসেন, কোরণ্ডবর্ণ, মঙ্গুর, সর্ব্বঞ্জহ, জালিক, উভক বা বৃষভ, সঞ্জয় বা সৃঞ্জয়, কৌরব্য, নন্দিবর্দ্ধন ও পঞ্চমক—এই দশজন কালাশোকের পুত্র; উগ্রসেননন্দ, পাণ্ডুকনন্দ, পাণ্ডুগতিনন্দ, ভূতপালনন্দ, রাষ্ট্রপালনন্দ, গোবিষাণনন্দ, দশসিদ্ধনন্দ, কৈবর্ত্তনন্দ ও ধননন্দ—এই নয়জন নন্দবংশীয় রাজা। লি-য়ুলের বা খোটানের প্রাচীন বিবরণসমূহে বিবৃত আছে যে, † অজাতশত্রু রাজা হইয়া ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণগত হন, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৪ বৎসর পরে ধর্ম্মাশোক ৫৪ বৎসর রাজত্ব করেন; অজাতশত্রু হইতে ধর্ম্মাশোক পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে দশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণদিগের পুরাণগ্রন্থেও শৈশুনাগ, নন্দ ও মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের একটি বিশিষ্ট তালিকা আছে ‡। ইহার মতে শৈশুনাগবংশের প্রথম রাজা শিশুনাগ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজত্বের পর কাকবর্ণ ৬৩ বৎসর, ক্ষেমধর্ম্ম ২০ বৎসর, ক্ষত্রৌজ ৪০ বৎসর, বিম্বিসার ২৮ বৎসর, অজাতশত্রু ২৫ বৎসর, দর্ভক (দর্শক বা হর্ষক) ২৫ বৎসর, উদায়ী ৩৩ বৎসর, নন্দিবর্দ্ধন ৪২ বৎসর, মহানন্দি ৪৩ বৎসর, মহাপদ্ম ও তাঁহার আটজন পুত্র ১০০ বৎসর, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর, বিন্দুসার ২৫ বৎসর এবং অশোক ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

* দিব্যাবদান পৃঃ ৩৬৯।

† Rockhill's Life of the Buddha, p. 233.

‡ Pargiter's Dynasties of the Kali Age. Mabel Duff's The Chronology of India, Table to p. 322.

মগধের রাজপরম্পরা—বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত

দীপবংস	সমন্তপাসাদিকা	মহাবংস	ব্রহ্মদেশীয় বিবরণ	মহাবোধিবংস	অশোকাবদান	জৈন পরিশিষ্টবর্গ	পুরাণ
বিম্বিসার (৫২)	বিম্বিসার (৫২)	বিম্বিসার (৫২)	বিম্বিসার ?	বিম্বিসার	বিম্বিসার	কুণিক বা অশোক চন্দ্র	শিশুনাগ (৪০)
অজাতসত্তু (৩২)	অজাতসত্তু (৩২)	অজাতসত্তু (৩২)	অজাতসত্তু (৩৫)	অজাতসত্তু	অজাতশত্রু	উদায়ী (৬০)	কাকবর্ণ (৩৬)
উদয়ভদ্দ (১৬)	উদয়ভদ্দ (১৬)	উদয়ভদ্দ (১৬)	উদয়ভদ্দ (১৫)	উদয়ভদ্দ	উদায়ী বা উদয়ভদ্র		ক্ষেমধর্ম্ম (২০)
——	অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড (১৮)	অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড (৮)	অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড (৯)	অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড	মুণ্ড		ক্ষত্রৌজা (৪০)
নাগদাস (২৪)	নাগদাসক (২৪)	নাগদাসক (২৪)	নাগদাসক (৪)	নাগদায়ক			বিম্বিসার (২৮)
সুসুনাগ (১০)	সুসুনাগ (১৮)	সুসুনাগ (১৮)	সুসুনাগ (৩২)	সুসুনাগ			অজাতশত্রু (২৫)
কালাসোক ?	কালাসোক (২৮)	কালাসোক (২৮)	কালাসোক (২৮)	কালাসোক	কাকবর্ণী		দর্ভক. দর্শক বা হর্ষক (২৫)
কালাসোকের দশ পুত্র (২২)	কালাসোকের দশ পুত্র (২২)	কালাসোকের দশ পুত্র (২২)	ভদ্দসেন ও তাঁহার অষ্ট ভ্রাতা (৩৩)	কালাসোকের দশ পুত্র — ভদ্দসেন, কোরণ্ডবণ্ণ, মঙ্গুর সব্বঞ্জয়, জালিক, উভক, সঞ্জয়, কোরব্ব, নন্দিবদ্ধন ও পঞ্চমক	সহালী তুলকুচি মহামণ্ডল প্রসেনজিৎ		উদায়ী (৩৩) নন্দিবর্দ্ধন (৪২) মহানন্দী (৪৩)
——	নব নন্দ (২২)	নব নন্দ (২২)	উগ্গসেন নন্দ ও তাঁহার অষ্ট ভ্রাতা (২১)	উগ্গসেন নন্দ, পণ্ডুকনন্দ, পণ্ডুগতিনন্দ, ভূতপালনন্দ, রট্ঠপালনন্দ, গোবিসাণনন্দ, দসসিদ্ধকনন্দ, কেট্ঠনন্দ, ও ধননন্দ	নন্দ	[নবনন্দ (১৫৫)]	মহাপদ্ম ও তাঁহার অষ্ট পুত্র (১০০)
চন্দগুত্ত (২৪)	চন্দগুত্ত (২৪)	চন্দগুত্ত (২৪)	চন্দগুত্ত (২৪)	চন্দগুত্ত		চন্দ্রগুপ্ত	চন্দ্রগুপ্ত (২৪)
বিন্দুসার ?	বিন্দুসার (২৮)	বিন্দুসার (২৮)	বিন্দুসার (২৭)	বিন্দুসার	বিন্দুসার	বিন্দুসার	বিন্দুসার (২৫)
অসোক (৩৭)	অসোক (৩৭)	অসোক (৩৭)	অসোক ?	অসোকতিস্স	অশোক	অশোক	অশোক (৩৬)

শিশুনাগ হইতে অশোক পর্য্যন্ত মগধরাজগণের নাম ও রাজত্বকালের পৌরাণিক পাঠভেদ

সাধারণ পাঠ	বিভিন্ন পুঁথির পাঠ				
	ভাগবত	ব্রহ্মাণ্ড	মৎস্য	বায়ু	বিষ্ণু
শিশুনাগ ৪০	শিশুনাক ৪০	...		শিশুনাক	শিশুনাম
			শিশুনাক	শিশুক	শিশুনাগ
			শিশ্রুনাগ		
			সুশ্রুনাক		
			সুশ্রুবাক		
			শিষুনাগ		
কাকবর্ণ ৩৭			৩৬	শকবর্ণ ৩৭	
	কাককর্ণ		৩৭	শবর্ণ	
	কাকেবর্ণ		কাককর্ণ ২৬		
			কাষ্ণীবর্ম্ম		
ক্ষেমধর্ম্ম ৩৬	ক্ষেমধর্ম্ম ৩৬	ক্ষেমধমা ২০	ক্ষেমধর্ম্মা	ক্ষেমধর্ম্মা ২০	
	ক্ষেমবম		ক্ষেমধোমা	ক্ষেমবম	
	ক্ষেমধন্বা		লেমচর্ম্মা	ক্ষেমবম্	
			ষেমধর্ম্মা		
			ক্ষেমধন্বা		
ক্ষত্রৌজা ৪০	ক্ষেত্রজ্ঞ	...	ক্ষেমজিৎ ২৪	ক্ষত্রোজা	
	ক্ষত্রত		ক্ষেমার্চ্চি ৪০	ক্ষেত্রোজা ৪০	
	ক্ষেত্র		ক্ষেমাবিঃ	ক্ষত্রোযঃ	
			ক্ষেমাম্বিৎ	ক্ষত্রোজঃ	
			হেমজিৎ		
বিম্বিসার ২৪	বিধিসার	বিধিসার ৩৮	বিন্ধ্যসেন ২৮	বিধিসার ২৮	বিদ্মিসার
			বিন্দুসেন		বিম্বিসার
			বিন্দুনাশো		সুবিন্দুসার
			বিদুসেন		বিধিসার
			বিন্দুমানো		বিম্মিসার
			ক্ষেমধর্ম্মা		বিবিসার
			বিদুশানো		
			বিধসার		
অজাতশত্রু ২৫			অজাতশত্রু ২৭		
			২৮		

সাধারণ পাঠ	বিভিন্ন পুঁথির পাঠ				
	ভাগবত	ব্রহ্মাণ্ড	মৎস্য	বায়ু	বিষ্ণু
দর্শক ২৫	দর্ভক দম্ভক	দর্ভক ৩৫	বংশকস্ বংসক বসক বিশক বঞ্জগস্ শক		দর্ভক
উদায়ী ৩৩	অজয় বা আজয়	...	উদাসী ৩৫ উদাতির উদন্তী উদান্তী উদান্তীর উদীভির ভেদাংনী	উদয়ী উদয়ং এদপী উদ	উদয়াশ্ব উদয়ন উদয় অনয় দনয় ওবয়
নন্দিবর্দ্ধন ৪০				রত্তিবর্দ্ধন	
মহানন্দী ৪৩	মহানন্দি	মহানন্দি	মহানন্দা মহাংনন্দি	মহানন্দা মহীনন্দী	মহানন্দি
মহাপদ্ম ৮৮ সুকল্প ও তাঁহার অষ্টভ্রাতা ১২			সুকুল্প সুকুল্য সুলুল্য সুমাল্য কুশল্য সুতুল্য সংহস্বাৎ	সহল্য সংস্বাৎস্তৎ সংস্বাৎ সংহাস্ব সহস্বাৎ সহস্রা হংসস্বা	মহাপদ্ম মহাপদ্মনন্দ
বিন্দুসার ২৫	ভদ্রসার বারিসার বারীসার বারিকার	ভদ্রসার		নন্দসার	বিন্দুসার
অশোক ৩৬	অশোকবর্দ্ধন অলোকবর্দ্ধন				অশোকবর্দ্ধন অয়োশোক- বর্দ্ধন

* Pargiter's 'Dynasties of the Kali Age' হইতে গৃহীত।

প্রদত্ত তালিকা-সমূহের পরীক্ষা—সমন্ত-পাসাদিকা, মহাবংস, ব্রহ্মদেশীয় বিবরণ ও মহাবোধিবংসের তালিকায়, বিশেষতঃ মহাবোধিবংসে, রাজ-পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাবোধিবংস-তালিকায় মগধ-রাজগণের রাজত্বকাল লিখিত হয় নাই। ব্রহ্মদেশীয় বিবরণ মহাবংশের বহু পর-বর্ত্তী এবং তাহা সিংহল দেশীয় বিবরণবিশেষ অবলম্বন করিয়াই লিখিত। ব্রহ্মদেশীয় বিবরণে বিম্বিসারের রাজত্বকাল উল্লিখিত হয় নাই, অজাতশত্রুর রাজত্বকাল ৩২ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৩৫ বৎসর, উদয়ভদ্রের রাজত্বকাল ১৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৫ বৎসর, অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডের রাজত্বকাল ৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৯ বৎসর, নাগদাসের রাজত্ব-কাল ২৪ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৪ বৎসর এবং শিশুনাগের রাজত্বকাল ১৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৩২ বৎসর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; মহাবংস ও ব্রহ্মদেশীয় তালিকায় কালাশোকের রাজত্বকাল সমানভাবে—অর্থাৎ ২৮ বৎসর বলিয়া—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে প্রথম সঙ্গীতি ও কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশীয় তালিকামতে উভয় সঙ্গীতির ব্যবধান কাল ১০০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৯৭ বৎসর হয়। এই সামান্য পার্থক্য অগ্রাহ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাবংস তালিকার সহিত মগধরাজগণের রাজত্বকালের সমতা রক্ষা না করিয়াও ব্রহ্মদেশীয় তালিকায় প্রবাদ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির ব্যবধান কাল ১০০ বৎসর নির্ণয় করিবার প্রচেষ্টা আছে। সমন্তপাসাদিকা ও মহাবংস তালিকার মধ্যে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডের রাজত্বকাল ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। সমন্তপাসাদিকার মতে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডের রাজত্বকাল ১৮ বৎসর এবং মহাবংসের মতে ইঁহাদের রাজত্বকাল মাত্র ৮ বৎসর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অজাতশত্রুর রাজত্বের নবম বর্ষ হইতে কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষ পর্য্যন্ত সকল রাজগণের রাজত্ব-কাল যোগ করিলে দেখা যায়, মহাবংসের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির ব্যবধানকাল পূর্ণ ১০০ বৎসর এবং সমন্তপাসাদিকার মতে ১০৮ বৎসর। দীপবংসে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড-রাজার আদৌ উল্লেখ নাই এবং কালাশোকের রাজত্বকালের উল্লেখ করা হয় নাই, বিশেষতঃ শিশুনাগের রাজত্বকাল ১৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১০ বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মতেও কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ১০০ বুদ্ধাব্দে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল এবং অজাতশত্রুর রাজত্বের নবম বর্ষ হইতে কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষ পর্য্যন্ত ১০০ বৎসরের ব্যবধান। অজাতশত্রুর রাজত্বের নবম বর্ষ হইতে কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষ পর্য্যন্ত দীপবংসোক্ত রাজত্বকালসমূহের সমষ্টির সহিত আরও ১৮ বৎসর যোগ করিলে ১০০ বৎসর পূর্ণ হয়। কাজেই প্রবাদোক্ত ১০০

বৎসর পূর্ণ করিতে হইলে মনে করিতে হয় যে, দীপবংসের মতে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডের রাজত্বকাল ১৮ বৎসর। সমন্তপাসাদিকায়ও ইহাদের রাজত্বকাল ১৮ বৎসর বলিয়া বিবৃত আছে দেখিয়া স্বতঃই ধারণা হয় যে, ইহাই যথার্থ প্রাচীন বৌদ্ধ প্রবাদ। কাজেই দীপবংস ও সমন্তপাসাদিকার তালিকার মধ্যে সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিয়া প্রবাদোক্ত ১০০ বৎসরের ব্যবধান পূর্ণ করিতে গেলে শিশুনাগের রাজত্বকাল ১৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১০ বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নিষ্প্রয়োজন বোধে দীপবংসে অনুরুদ্ধ ও মুণ্ডরাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই। পালি পিটক-গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অনুরুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু অঙ্গুত্তরনিকায়ের একস্থানে মুণ্ডরাজার প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মুণ্ডরাজা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন। ভদ্রাদেবী তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন এবং এই মহিষীর অকাল বিয়োগে তিনি শোকাতুর হইয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়েন। ইহাতে প্রিয়ক নামে তাঁহার জনৈক কোষাধ্যক্ষ অতিশয় চিন্তিত হন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নারদ নামে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। নারদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা শোকে সান্ত্বনা লাভ করেন এবং প্রকৃতিস্থ হন *। দীপবংসে নন্দ-রাজ-বংশের উল্লেখ নাই সত্য কিন্তু পেতবত্থু নামক পিটকগ্রন্থে কথাপ্রসঙ্গে জনৈক নন্দরাজার রাজ্য (নন্দ রাজস্স বিজিত) ও মৌর্য্য রাজগণের সমসাময়িক সৌরাষ্ট্রাধিপতি পিঙ্গলক বা পিঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে। পেতবত্থুর অর্থকথার ব্যাখ্যা অনুসারে মৌর্য্য শব্দে মৌর্য্যরাজ-বংশসম্ভূত ধর্ম্মাশোককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পালি মহাবোধিবংস এবং মহাবংশী ও রাজ রত্নাকরী প্রভৃতি সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ † ব্যতীত আর কোথায়ও কালাশোকের দশ জন পুত্র ও নয় জন নন্দরাজার নাম দৃষ্ট হয় না। নন্দরাজগণের নামসম্বলিত পালি তালিকাসমূহের মধ্যে পুরাণোক্ত মহাপদ্ম বা মহাপদ্মনন্দ নামে কোন রাজার উল্লেখ নাই কিন্তু ভব্যোক্ত সম্মিতীয় বিবরণ মতে ১৩৭ বুদ্ধাব্দে রাজা নন্দ ও মহাপদ্মের রাজত্বকালে দশবস্তুর বিচারের জন্য এক সভা আহূত হয় এবং পঞ্চ বস্তুর বিচারে মত ভেদ হওয়ায় বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থবির ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ভব্যের গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদে নন্দ ও মহাপদ্ম দুইটি স্বতন্ত্র রাজার নাম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ঐ দুইটি শব্দকে একজন রাজার নামের দুইটি অংশ বলিয়া মনে করাই সমীচীন। পালি বিবরণ অনুসারে দশবস্তুর বিচার দ্বিতীয় সঙ্গীতির আনুষঙ্গিক বিষয় এবং পঞ্চ বস্তুর বিচার সম্ভবতঃ

* অ-নি ৩য় খঃ, পৃঃ ৫৭-৬২।

† Upham Translations from the Singhalese I. p. 44 ; II, p. 31.

মহাসঙ্গীতির বিষয়। পালি বিবরণ মতে এক শত বুদ্ধাব্দে ও কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় সঙ্গীতির এবং এই সঙ্গীতির পরে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই দুই সঙ্গীতির ব্যবধানকাল উল্লেখ করা হয় নাই। ভব্যবর্ণিত সম্মিতীয় বিবরণে দশবস্তু ও পঞ্চবস্তুর বিচার সভার কালনির্দ্দেশ অস্পষ্ট। মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব-কালকে পঞ্চবস্তুর বিচারের বা মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠানের কাল মনে করিতে পারিলে সম্মিতীয় বিবরণ মতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি ও মহাসঙ্গীতির ব্যবধান কাল অর্থাৎ কালা-শোকের রাজত্বের দশম বর্ষ হইতে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাল ৩৭ বৎসর হয়। মহাবংসাদি পালি গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষ হইতে প্রথম নন্দরাজ উগ্রসেন নন্দের রাজত্বের প্রথম বর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাল ৪০ কিংবা ৪১ বৎসর। এই ভাবে বিষয়টি দেখিলে উভয় বিবরণের মধ্যে বিশেষ অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। অশোকাবদানের তালিকা অসম্পূর্ণ। তন্মধ্যে অনুরুদ্ধ রাজার উল্লেখ নাই, মুণ্ডের পরবর্ত্তী নাগদাসক ও শিশুনাগ রাজার উল্লেখ নাই, কাকবর্ণী সম্ভবতঃ কালাশোকেরই নামান্তর; সহালি, তুলকুচি, মহামণ্ডল ও প্রসেনজিৎ এই চারিজন পরবর্ত্তী রাজার সহিত কাকবর্ণীর কি সম্বন্ধ তাহা বিবৃত হয় নাই, শুধু নন্দ নামেই নন্দ রাজগণকে উদ্দেশ করা হইয়াছে; চন্দ্রগুপ্তের নামও তালিকাভুক্ত হয় নাই। শিশুনাগের অব্যবহিত পরে, পালি তালিকায় কালাশোকের নাম এবং পুরাণ তালিকায় কাকবর্ণী বা কাককর্ণীর উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ পালি কালশব্দ এবং পুরাণের কাকবর্ণীর মধ্যে অর্থের সঙ্গতি আছে দেখিয়া উভয়কে এক ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই রূপ অনুমানের ভিত্তির উপর এবং কাকবর্ণীর নাম পালি এবং অশোকাবদানের তালিকাদ্বয়ে মুণ্ডরাজার পরে উল্লিখিত আছে দেখিয়া ডাঃ গাইগর ও অঃ জেকেবি অশোকা-বদানের কাকবর্ণী ও পালিতালিকার কালাশোককে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। কাকবর্ণীর পরবর্ত্তী সহালী, তুলকুচি, মহামণ্ডল ও প্রসেনজিৎ এই চারিজন রাজার নামের অনুযায়ী নাম অন্য কোন বৌদ্ধ এবং জৈন ও পুরাণ তালিকায় দৃষ্ট হয় না। ইহাদের নাম কাকবর্ণীর পরে ও নন্দরাজের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া ডাঃ গাইগর ইহাদিগকে কাকবর্ণী বা কালাশোকের বংশধররূপে গণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। পুরাণ তালিকার সুকল্প নামে মহাপদ্মের এক পুত্রের উল্লেখ আছে। বায়ু পুরাণের কোন কোন পুঁথিতে সুকল্পের পরিবর্ত্তে সহল্য এবং মৎস্য পুরাণের কোন কোন পুঁথিতে সুতুল্য পাঠ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সহল অনেকাংশে সহালী এবং সুতুল্য অনেকাংশে তুলকুচির অনুরূপ। এমতাবস্থায় অবদান তালিকার সহালী ও তুলকুচি যে নন্দবংশীয় নহেন তাহাও বা কে বলিবে? পুরাণ তালিকায় কাকবর্ণের

পরবর্ত্তী যে ক্ষত্রৌজা বা ক্ষেমজিৎ নামে শিশুনাগবংশীয় চতুর্থ রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহার নামের সহিত অবদান গ্রন্থের প্রসেনজিৎ রাজার নামের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অবদান তালিকায় শৈশুনাগ ও নন্দবংশীয় রাজগণের নাম ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত হইয়া থাকিবে তাহাও বা বিচিত্র কি? পৌরাণিক তালিকায় উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, ও অশোক এই তিন মৌর্য্যরাজের পরম্পরা ও রাজত্বকাল প্রায় বৌদ্ধ তালিকার অনুরূপ। পৌরাণিক বিবরণ মতে ও মৌর্য্যরাজগণের পূর্ব্বে নন্দবংশীয় নয়জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন। পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে নন্দবংশের প্রথম রাজা মহাপদ্মনন্দ এবং বৌদ্ধ বিবরণ অনুসারে এই বংশের প্রথম রাজা উগ্রসেননন্দ। অঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর নিম্নলিখিতভাবে মহাপদ্মনন্দ ও উগ্রসেন নন্দের মধ্যে ঐক্য প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন :—ভাগবত পুরাণের টীকামতে মহাপদ্ম আখ্যার বিশেষত্ব এই যে তৎনামধেয় নন্দরাজ ১০০,০০০ নিযুত পরিমাণ ধন কিংবা তৎসংখ্যক সৈন্যের অধিকারী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার এত অধিক সৈন্য ছিল যে তদ্দারা পদ্মব্যূহ রচনা করা যাইতে পারিত। বৌদ্ধ-গ্রন্থোক্ত উগ্রসেন আখ্যায়ও তাঁহার প্রচণ্ড সৈন্যবলই জ্ঞাপন করে *। সেনবর্দ্ধন ব্যতীত শিশুনাগ ও কাকবর্ণী প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ-বর্ণিত নন্দবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ পৌরাণিক তালিকায় বিম্বিসারের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছেন ; পুরাণবর্ণিত তাহাদের অন্তকালগুলিও অযথা অসম্ভাবিতভাবে বর্দ্ধিত বলিয়া মনে হয়। পুরাণের মতে নন্দবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালের সমাপ্ত ১০০ এবং জৈন বিবরণ মতে ১৫৫ বৎসর। এই সমষ্টি সংখ্যাদ্বয়ও প্রমাণাতিরিক্ত বলিয়াই ধারণা জন্মে।

জেকোবির অভিমত।—অঃ জেকোবি † মনে করেন যে, কালাশোক বা কাকবর্ণী, জৈন পরিশিষ্টপর্ব্বের ‡ উদায়ী ও মহাবংস তালিকার উদয়ভদ্র বা উদায়িভদ্র একই ব্যক্তি। জৈন ও পুরাণ গ্রন্থের মতে উদায়ী এবং ব্রহ্মদেশীয় বিবরণ মতে কালাশোক রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, সিংহল দেশীয় বিবরণসমূহে উদায়িভদ্রের স্থানে উদায়িভদ্র ও কালাশোক এই দুই জন রাজা কল্পনা করিয়া এবং তৎসঙ্গে আরও কতিপয় কল্পিত রাজার নাম ও রাজত্বকাল যোগ করিয়া উভয় সঙ্গীতির প্রবাদোক্ত ব্যবধানকাল ১০০ বৎসর পূর্ণ করা হইয়াছে।

---

* Carmichael Lectures, 1918, p. 83.

† জেকোবি সম্পাদিত কল্পসূত্রের ভূমিকা , Z. D.M.G. 35 pp. 185—186, 35 p. 667 f.

‡ পরিশিষ্টপর্ব্ব, ৬—৩৩, ৬—১৭৫ ।

এইরূপ একটি যুক্তি ও অনুমানের ভিত্তির উপর তিনি নিম্নলিখিত ভাবে বৌদ্ধ, জৈন ও পুরাণ তালিকার মধ্যে সমতা বিধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—

বিম্বিসার (শ্রেণিক)
অজাতশত্রু (কুণিক)
মুণ্ড (দর্শক, হর্ষক, ইত্যাদি)
উদায়ী (কালাশোক, কাকবর্ণী)
নন্দবংশীয় রাজগণ।

জেকোবির অভিমতের সমালোচনা।—অঃ ওল্ডেনবর্গ * ও ডাঃ গাইগরের † মতে উদায়ী ও কালাশোকের একত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অধ্যাপক জেকোবির যুক্তিগুলি প্রমাণসহ নহে। সত্য বটে ব্রহ্মদেশীয় বিবরণমতে কালাশোক রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন্-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয় ‡। সত্য বটে জৈন ও পৌরাণিক বিবরণ মতে উদায়ীই পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে ঠিক প্রতিপন্ন হয় না যে, জৈন গ্রন্থের উদায়ী ও বৌদ্ধগ্রন্থের কালাশোক একই ব্যক্তি। বরং বৌদ্ধ ও পৌরাণিক বিবরণ-সমূহে উদায়ী এবং কালাশোক বা কাকবর্ণকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি গণনা করা হইয়াছে দেখিয়া মনে করা উচিত যে, জৈন তালিকা অসম্পূর্ণ। জৈন লেখক শ্রীযুক্ত পূরণচন্দ্র নাহার মহাশয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকাল আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, হেমচন্দ্র কৃত পরিশিষ্টপর্ব্বের তালিকা অসম্পূর্ণ—ইহাতে নন্দরাজগণের আদৌ উল্লেখ নাই §। পরিশিষ্টপর্ব্বের মতে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৫৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

"এবং চ শ্রী মহাবীরে মুক্তে বর্ষে শতে গতে।
পংচ পংচাশদধিকে চ চন্দ্রগুপ্তো'ভবন্নৃপঃ॥"

---

* Z.D.M.G. 34. p. 75 f.

† Mahavamsa, Translation, Introd. pp. xliii—xliv.

‡ *Ibid*, p. xLiii. "মাত্র একজন অশোকই হিউয়েন্-সাঙের নিকট বিদিত। সম্ভবতঃ চৈনিক পর্য্যটক দুই বিভিন্ন অশোককে একই ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। যদি তৎবর্ণিত অশোক সত্যই পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে তিনি কদাচ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা ধর্ম্মাশোক হইতে পারেন না। কারণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে পাটলিপুত্র ধর্ম্মাশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজধানী ছিল।

§ Epitome of Jainism, App A.

জৈন বর্ষ গণনা অনুসারে মহাবীর খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৫২৭ পূর্ব্বে নির্ব্বাণগত হইয়াছিলেন। কাজেই ৫২৭ হইতে ১৫৫ বৎসর বাদ দিলে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব প্রাপ্তি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিতে হয়। এই বিষয়ে পরিশিষ্টপর্ব্বের সহিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কতিপয় জৈন বিবরণের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

তিথ্‌গালিয়া-পয়ন্না * ও তিথোদ্ধার-পয়ন্না † নামক জৈন গ্রন্থের লিখিত মতে যেই রাত্রে মহাবীর সিদ্ধিগত বা নির্ব্বাণগত হন সেই রাত্রেই রাজা পালক অবন্তীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অবসানে নন্দরাজগণ ক্রমান্বয়ে ১৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। নন্দরাজগণের পরে মৌর্য্যরাজগণ সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮ বৎসর রাজত্ব করেন। নন্দরাজগণের রাজত্বকাল ১৫৫ বৎসরের সহিত অবন্তীরাজ পালকের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর যোগ করিলে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজ্যাভিষেকের ব্যবধান কাল হেমচন্দ্রোক্ত ১৫৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২১৫ বৎসর হয়। নাহার মহাশয় মনে করেন যে, কূণিক অজাতশত্রু ও তৎপুত্র উদায়ীর রাজত্বকাল ৬০ বৎসর নন্দরাজগণের রাজত্বকাল ১৫৫ বৎসরের সহিত য়োগ না করিয়াই হেমাচার্য্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধান।— হেমাচার্য্যের পরিশিষ্টপর্ব্বের বিবরণ মতে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বের ব্যবধান কাল ১৫৫ বৎসর। ইহার সহিত অবন্তীরাজ পালকের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর অথবা কূণিক-অজাতশত্রু ও উদায়ীর রাজত্বকাল ৬০ বৎসর যোগ করিলে উভয় ঘটনার ব্যবধান কাল ২১৫ বৎসর হয়। মহাবংসের বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বের ব্যবধান-কাল ১৬২ বৎসর। মহাবীরের নির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বের ব্যবধান-কাল ২১৫ বৎসর হইতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ও

---

* "জং রয়ণিং সিদ্ধিগও অরহং তিত্থংকরো মহাবীরো।
তং রয়ণিমবংতিএ অভিসিত্তো পালও রায়া॥
পালগরন্নো সট্‌ঠী পণ পন্ন সয় বিমাণ নংদানং।
মুরুয়াণং অট্‌ঠ্‌ তীসং পুণ পুসমিত্তানং॥"

Epitome of Jainism App. A., p. ii.

† "জং রয়ণিং কালগও অরিহা তিত্থংকর মহাবীরো।
তং রয়ণিং অবংতিবই অহিসিত্তো পালগো রায়া,
সট্‌ঠী পালগ রন্নো পণ পন্ন সয়ংতু হোই নংদাণং।
অট্‌ঠ্‌ সয়ং মুরিয়াণং তীসং চি অ পুস্সমিত্তস্স॥"

Ibid, p. ii.

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বের ব্যবধান-কাল ১৬২ বৎসর বাদ দিলে যে ৫৩ বৎসর অবশিষ্ট থাকে তাহাই মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধান-কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ ত্রিপিটকের অনেক সুত্রের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধের শেষ জীবনের অনেক ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া মহাবীর বা 'নিগ্‌গণ্ঠনাতপুত্ত' বুদ্ধের পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ-গত হন। এই স্থলে তিনটী সুত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথমতঃ মজ্‌ঝিম নিকায়ের উপালি-সুত্তে দেখা যায় মহাবীর জীবিত থাকিতেই দীর্ঘতপস্বী নামক তাঁহার জনৈক শ্রমণ শিষ্য বুদ্ধের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং উপালি নামক জনৈক গৃহস্থ শিষ্য মহাবীরের অনুমতিক্রমে বুদ্ধের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত নিকায়ের অভয়-সুত্ত বা অভয়রাজকুমার-সুত্তে বর্ণিত আছে যে মহাবীর বিম্বিসার রাজার পুত্র অভয়রাজকুমারের উপর বুদ্ধকে তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত শিষ্য দেবদত্ত সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ভার অর্পণ করেন। বুদ্ধ পরুষ বাক্যের ব্যবহার গর্হিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন অথচ তিনি নিজে 'নৈরয়িক দেবদত্ত, দুশ্চিকিৎস্য দেবদত্ত' ইত্যাদি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুদ্ধ নিজেই পরুষবাক্য ব্যবহার-জনিত অপরাধে অপরাধী ছিলেন কিনা—ইহাই মহাবীর অভয়রাজকুমারের প্রমুখাৎ বুদ্ধ হইতে জানিতে চাহিয়াছিলেন। বিনয় চুল্লবগ্‌গে বৃথা যশলিপ্সু, উদ্ধতস্বভাব ও সঙ্ঘভেদক দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়াই 'নৈরয়িক দুশ্চিকিৎস্য' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হইয়াছে। উক্ত বিবরণদ্বয়ের তুলনাপূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, মহাবীরের নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘে ভেদ সংঘটন করিয়া এক নূতন সঙ্ঘ গঠন করেন। বিনয় চুল্লবগ্‌গের বিবরণ মতে সেই সময়ে বুদ্ধ বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। পালি 'বুড্‌ঢো, মহল্লকো, অদ্ধগতো, বয়োঅনুপ্পত্তো' ইত্যাদি বিশেষণ পদগুলি হইতে অপর কোন অনুমান করা যায় না। চুল্লবগ্‌গের বিবরণ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, বিম্বিসারের সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কিংবা একই সময়ে দেবদত্ত কর্ত্তৃক বৌদ্ধসঙ্ঘে ভেদ-সঙ্ঘটিত হয়। অন্যান্য পালি বিবরণ মতে ঠিক বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের আট বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রু বিম্বিসারকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া স্বয়ং মগধের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এইরূপে বিষয়টি পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বেও মহাবীর জীবিত ছিলেন।

তৃতীয়তঃ মজ্ঝিম নিকায়ের বর্ণনা মতে কপিলবাস্তুর অন্তঃপাতী 'সামগ্রামে' অবস্থান কালে বুদ্ধ 'অধুনা' বা মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে মহাবীর পাবায় কালগত হইয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়াছেন—এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই শেষোক্ত বিবরণের সাহায্যে অঃ ওল্ডেন্‌বর্গ সপ্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, বুদ্ধের পূর্ব্বেই মহাবীর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। বৌদ্ধগ্রন্থে এই ঘটনার কাল নির্দ্দেশ না থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও দেবদত্তকৃত সঙ্ঘভেদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী ঘটনা।

মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধান-কালের গণনা-ভেদ।—জৈনদিগের বর্ষ গণনা অনুসারে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণগত হন এবং সিংহল ও শ্যাম দেশীয় বৌদ্ধদিগের বর্ষ গণনা অনুসারে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। আবার অঃ বিক্রম সিংহ সপ্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত সিংহলে যে অব্দ প্রচলিত ছিল তদনুসারে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৪৮৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ঘটে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে বুদ্ধাব্দ গণনা করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৪৯৮ কিংবা ৪৯৯ (৫৪৩-৪৫, ৫৪৪-৪৫) বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, মহাবীরের নির্ব্বাণকাল বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৭ কিংবা ১৮ বৎসর পরবর্ত্তী। পক্ষান্তরে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টজন্মের ৪৮৩ কিংবা ৪৯৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিলে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৪ কিংবা ২৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া মনে করিতে হয়। এই ত্রিবিধ ব্যবধান কালের একটিও পালি পিটকগ্রন্থের বিবরণের অনুযায়ী হয় না। পরলোকগত ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ ও গোপাল আয়ার বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে খ্রীষ্টের জন্মের ৪৮৭ কিংবা ৪৮৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, চীনরাজধানী কেণ্টন নগরে খ্রীষ্টীয় ৪৮৯ অব্দ পর্য্যন্ত বিন্দু সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধাব্দ নির্দ্দেশ করিয়া বিবরণ লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উক্ত অব্দ পর্য্যন্ত গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭৫ বিন্দু পাওয়া যায়। কাজেই ৯৭৫ হইতে ৪৮৯ বাদ দিয়া বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ কাল নির্ণয় করিলে খ্রীষ্টজন্মের ৪৮৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধাব্দের প্রারম্ভকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই গণনা স্বীকার করিলে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধানকাল ৪১ কিংবা ৪০ বৎসরে দাঁড়ায়। অঃ মোক্ষমূলর চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তিকে খ্রীষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিয়া এবং উহার সহিত পালীমহাবংসোক্ত ব্যবধানকাল ১৬২ বৎসর যোগ করিয়া বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ

খ্রীষ্টের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। এই গণনা অনুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধানকাল ৫১ কিংবা ৫০ বৎসর হয়। আবার অঃ রীস্ ডেভিডস্ দীপবংসাদি পালিগ্রন্থবর্ণিত মগধের রাজপরম্পরা ও বৌদ্ধ স্থবির-পরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে খ্রীষ্টের ৪০০ হইতে ৪২০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন†। তাঁহার গণনা মানিলে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ব্যবধানকাল ১২৭ হইতে ১০৭ বৎসর হয়।

মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িকতা।—প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের উক্তিসমূহের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িকত্ব প্রমাণ করিবার পক্ষেবহু তথ্য নিহিত আছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, উভয়শ্রেণীর গ্রন্থে শ্রেণিক বিম্বিসার, কূণিক অজাতশত্রু, বিম্বিসারপুত্র অভয় রাজকুমার, কোশলরাজ জিতশত্রু প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজা ও রাজকুমারগণ এবং মস্করীপুত্র গোশাল প্রমুখ তীর্থিক বা তীর্থঙ্করগণ মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কোসলের অন্তঃপাতী শ্বেতব্য নামকস্থানের রাজন্য পায়াসী বা প্রয়াসীকে জৈনগ্রন্থে মহাবীরের শ্রমণ শিষ্য কেশীর ও বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধের শিষ্য চিত্রকথী কুমার কাশ্যপের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক এবং তিনি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণগত হইয়াছিলেন—ইহা বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণের সাহায্যে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা ও তীর্থিকগণ সম্পর্কে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তৎসমুদায়ের সমন্বয় করিয়া বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। এই স্থলে দুইটি বৌদ্ধ সূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। সুত্তনিপাতের সভিয়সুত্তে বর্ণিত আছে যে, ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক সভ্য পূরণকাশ্যপ প্রমুখ ছয় জন প্রসিদ্ধ তীর্থিক হইতে শ্রমণ গৌতম বয়সে কনিষ্ঠ এবং প্রব্রজ্যায় নবীন ছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি, সর্প, প্রব্রজিত ও রাজপুরুষের বয়স জিজ্ঞাসা করিতে নাই বলিয়া বুদ্ধ তাঁহার প্রশ্ন পরিহার করেন। কিন্তু সংযুক্ত-নিকায়ের এক সুত্তে দেখা যায় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রকাশ্যেই বুদ্ধকে পূরণ কাশ্যপ প্রমুখ ছয় জন তীর্থিক হইতে বয়সে কনিষ্ঠ ও প্রব্রজ্যায় নবীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন‡। ইহ বলা নিষ্প্রয়োজন যে মহাবীর এই ছয় তীর্থিকদের অন্যতম।

বিম্বিসারের পূর্ব্ববর্ত্তী মগধরাজ।— বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে

---

* S. B. E. Vol X. pp. 43-47.
† S. B. E. Vol XI. p. XLVIII.
‡ সং-নি ১ম খঃ, পৃঃ ৭০।

যে, সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে রাজগৃহ ও নালন্দার সন্নিকটে আরাড় কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র নামক দুইজন প্রসিদ্ধ শ্রমণগুরুর নিকট যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের সময়ে তাঁহারা উভয়ে কালগত হন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের এক স্থানে কথিত আছে যে, রাজা 'এলেয়ক' এবং যম, মৌদ্গল্য, উগ্র, নাবিন্দকি, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিবেশ্য নামক তাঁহার ছয়জন পরিহারক শ্রমণ রামপুত্রের ভক্তিমান উপাসক ছিলেন*। এলেয্য বা এলেয্যক ঠিক কোন দেশের রাজা ছিলেন তাহা মূলগ্রন্থে কিংবা অর্থকথায় নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু অঙ্গুত্তরনিকায়ের সুত্তের বিষয় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যদি তাঁহাকে মগধের অধীশ্বর বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে বিম্বিসারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মগধরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অঙ্গুত্তরের উক্ত অংশে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণ তোদেয় এলেয্য রাজার সমসাময়িক এবং শ্রমণ রামপুত্রের বিরুদ্ধমতবাদী ছিলেন। এলেয্য-রাজ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ রামপুত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ তোদেয় তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিতেন। দীঘনিকায়ের 'তেবিজ্জ-সুত্তে' ব্রাহ্মণ তোদেয় বুদ্ধের সম-সাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উক্ত নিকায়ের 'সুভসুত্তে' কথিত আছে যে, বেদ-বেদাঙ্গ-বিশারদ শুভ মানব তোদেয়ের শিষ্য ছিলেন এবং তোদেয় বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষের অর্থকথায় লিখিত আছে যে, তোদেয় মহাশাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি শ্রাবস্তীর অন্তঃপাতী তুদি-গ্রামে বাস করিতেন। পুষ্কর-সাতি ও তারুক্ষ্য প্রমুখ মহাশালশ্রেণীর শ্রোত্রিয়গণ তোদেয়ের সমসাময়িক ছিলেন; আপস্তম্ব ও বৌধায়নকৃত ধর্ম্মসূত্রসমূহে এই সকল আচার্য্যগণের ধর্ম্মমত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। জৈন ভগবতীসূত্রে আজীবক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা মস্করী গোশালের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় জন জিনের পরম্পরা ও জিনত্বকাল বর্ণিত আছে। এই বিবরণ মতে গোশালের জিনত্বলাভের ১১৬ বৎসর পূর্ব্বে এণেজ্জগ জিনত্ব লাভ করিয়া রাজগৃহের সন্নিকটে ২১ বৎসর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন; মল্লরাম ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে জিনত্ব লাভ করিয়া উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরের সমীপে ২১ বৎসর লোক শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। জৈনগ্রন্থের এণেজ্জগ ও পালিগ্রন্থের এলেয্য বা এলেয্যক এবং জৈনগ্রন্থের মল্লরাম ও বৌদ্ধগ্রন্থের রুদ্রক রামপুত্র একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। উভয়বিধ বিবরণে রাজগৃহ, নালন্দা ও ওদন্তপুরের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ ছিল দেখা যায়; এণেজ্জগ ও মল্লরাম গোশালের এত অধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জিন ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, রোহ নামে জনৈক জিনকে এণেজ্জগ ও মল্লরামের পরবর্ত্তী বলিয়া

* অ-নি, ২য় খঃ, পৃঃ ১৮৭।

বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈন বিবরণ মতে রোহ গোশালের ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীর সন্নিকটে জিনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ রুহকজাতকের বিবরণ মতে বারাণসীর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রুহক স্বীয় স্ত্রীর ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন কাশীরাজ্য প্রবল ছিল তখন মগধের রাজধানী রাজগৃহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন গিরিব্রজই ইহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ে কিংবা সামান্য পূর্ব্বেই মগধের রাজধানী রাজগৃহে স্থানান্তরিত করা হয় ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জৈন ভগবতীসূত্রে গোশাল সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁহার নির্ব্বাণের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ছয় জন দিশাচর 'দশপূর্ব্ব' নামক ধর্ম্মগ্রন্থসহ শ্রাবস্তীতে আগমন করেন এবং গোশাল-প্রবর্ত্তিত নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গোশালের নির্ব্বাণের পর দশপূর্ব্বের সাহায্যে 'অষ্টমহানিমিত্ত' ও 'দ্বিবিধমার্গ' নামক আজীবিক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে 'সাণ', 'কলন্দ', 'কণিয়ার', 'অখেদ', 'অগ্‌গিবেসায়ণ' ও 'অর্জ্জুন গোমায়ুপুত্ত'*। এই ছয় জন দিশাচর এবং অঙ্গুত্তরনিকায়োক্ত রাজা এলেয়্যের ছয় জন পরিহারকের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। রাজা এলেয়্য এবং শ্রমণ রামপুত্র বুদ্ধ, মহাবীর ও গোশালের সমসাময়িক ও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। ইহা মনে করিবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। পুরাণের বিবরণ মতে বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণও মগধে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়, অরিঞ্জয় বা ইযুঞ্জয়ের শক্তি খর্ব্ব করিয়াই শিশুনাগবংশীয় রাজগণ মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। বৌদ্ধগ্রন্থের এলেয়্যক ও জৈন গ্রন্থোক্ত এণেজ্জগ পুরাণোক্ত বৃহদ্রথবংশের শেষরাজা রিপুঞ্জয়, অরিঞ্জয় বা ইষুঞ্জয়ের অবজ্ঞাসূচক নামান্তর বলিয়া মনে হয়। জৈন ভগবতীসূত্রে কথিত আছে যে, গোশাল মহাবীরের জিনত্ব লাভের ২ বৎসর পূর্ব্বে জিনত্ব লাভ করিয়া শ্রাবস্তীতে মহাবীরের নির্ব্বাণের ঠিক ১৬ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ঠিক এই সময়ে অঙ্গদেশের রাজা কূণিক বা অজাতশত্রু লিচ্ছবি রাজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। গোশালের শেষ জীবন ও এই যুদ্ধের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া গোশালের আজীবিক শিষ্যগণ অষ্টচরমবাদ নামে এক নবধর্ম্মমত উদ্ভাবন করেন। (১) চরমপান, (২) চরমচার (গান) (৩) চরম নৃত্য, (৪) চরম অঞ্জলি-কর্ম্ম, (৫) চরম পুষ্কর-সম্বর্ত্ত-মহামেঘ, (৬) চরম শ্রেয়নাগ গন্ধহস্তী, (৭) চরম মহাশীল-কান্তক ও (৮) চরম তীর্থঙ্কর—এই আটটি আজীবিক চরমবাদের অষ্ট অঙ্গ†।

* Barua 'Ajivikas', I. p. 28; Hoernle Translation of the Uvasaga-Dasao, App. I. pp. 4-11; Rockhill's Life of the Buddha, App.

† Barua—Ajivikas, I. p. 30.

বৌদ্ধ মহাপরিনিব্বাণসুত্তন্তে বুদ্ধের জীবনের শেষ বর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই বিবরণমতে তিনি রাজগৃহ হইতে পাঁচ শত ভিক্ষু সমভিব্যহারে নালন্দা, পাটলিগ্রাম, কোটিগ্রাম, বৈশালী, চাপালচৈত্য ও পাবা অতিক্রম করিয়া কুশীনগরে উপনীত হইয়া তথায় অশীতি বর্ষ বয়সে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বৈশালীতে তিনি শেষ বর্ষ যাপন করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার রাজগৃহে অবস্থানকালে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৈশালীর বৃজি বা লিচ্ছবি রাজগণকে সমূলে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাঁহার মন্ত্রী বর্ষকারকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। মন্ত্রী বর্ষকার রাজাদেশে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত বৃজি বা লিচ্ছবি-রাজগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতির বিষয় আলোচনা করেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বৃজি বা লিচ্ছবি রাজগণের সংহতিশক্তি, চরিত্রবল, বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্মান, স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা-রক্ষা প্রভৃতি কতিপয় গুণের উপর তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী বর্ষকার বুদ্ধের অভিমত যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া রাজা অজাতশত্রুর নিকট বিবৃত করেন। বৃজিগণের সংহতিশক্তি বা একতাবলের উপর তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, বুদ্ধের এই বাক্য হইতে অজাতশত্রু বুঝিতে পারেন যে, যে কোন উপায়ে বৃজিগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাঁহাদের একতাবল ক্ষীণ করিতে পারিলেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ইহা স্থির বিশ্বাস করিয়া তিনি অনতিবিলম্বে সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুইজন ব্রাহ্মণমন্ত্রীকে সীমান্ত-স্থিত পাটলিগ্রামে দুর্গ সংস্থাপন ও কৌশলে বৃজি বা লিচ্ছবি রাজগণের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিতে নিযুক্ত করেন। পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যের সূচনা বুদ্ধ বৈশালী গমনের পূর্ব্বে দেখিতে পান এবং এই পাটলিগ্রামই সুরক্ষিত হইয়া উত্তরকালে পাটলিপুত্র নগরে পরিণত হয়। উক্ত সুত্তন্তে আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষের অংশের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ, আল্লকল্পের বুলিরাজগণ, রামগ্রামের কৌল্য-(কোলিয়) রাজগণ, পাবা ও কুশিনগরের মল্লরাজগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ ও পিপ্পলিবনের মৌর্য্য (মোরিয়) রাজগণ দূত প্রেরণ করেন। বুদ্ধের দেহাবশেষের অংশ বিভাগ লইয়া উক্ত রাজগণের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণ নামক জনৈক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হয় *। কি কারণে অজাতশত্রু বৈশালীর বৃজি বা লিচ্ছবি রাজগণকে সমূলে উৎপাটন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হয় নাই। বুদ্ধঘোষ ইহার কারণপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মগধ ও বৈশালীর রাজ্য-সীমান্তে, গঙ্গার সন্নিকটে একটি খনি ছিল। ঐ খনির উৎপন্ন

* দী-নি, ২য় খঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, Fo-Sho-Hing-Tsan-King, S. B. E. Vol. XIX. pp. 325 f

দ্রব্যজাত সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ অজাতশত্রু ও অপরাংশ লিচ্ছবি রাজগণ পাইবেন এইরূপে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়। প্রথম দুই একবার এই চুক্তি অনুসারে বৃজি-রাজগণ খনির দ্রব্যজাত বিভাগ করিয়া লন এবং পরে অজাতশত্রুর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সমস্তই নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া বসেন। এই কারণে অজাতশত্রু ও লিচ্ছবি-রাজগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লিচ্ছবিরাজগণের সৈন্যবল অধিক থাকা বশতঃ অজাতশত্রু পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হন। অজাতশত্রুর রাজত্বের ঠিক কোন সময়ে এবং তাঁহার কত বয়সে এই খনির ব্যাপার লইয়া বিরোধ ঘটে তাহা বুদ্ধঘোষ উল্লেখ করেন নাই। বিম্বিসার তখন জীবিত ছিলেন কি না, তিনি জীবিত এবং সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিলে অজাতশত্রু কিরূপে স্বাধীনভাবে লিচ্ছবি-রাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বুদ্ধঘোষের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় না।

কোসল-সংযুত্ত, ইহার অর্থকথা ও জাতকথবণ্ননার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজা বিম্বিসার কোসলরাজ মহাপসেনদির বা মহাপ্রসেনজিতের কন্যা কৌসল্যাদেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীগ্রাম যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারের সিংহাসন-চ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডাদি গর্হিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া অজাতশত্রুর মাতৃসম্পর্কিত কোসলরাজ পসেনদি বা প্রসেনজিৎ কাশীগ্রাম স্বাধিকারে আনয়ন করেন। এই ব্যাপার লইয়া অজাতশত্রু ও প্রসেনজিতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। অজাতশত্রু প্রথম তিন যুদ্ধে জয়ী হন। চতুর্থ যুদ্ধে তিনি প্রসেনজিতের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া কোসলে আনীত হন। কোসলরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অজাতশত্রু নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং রাজা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সহিত স্বীয় কন্যা বজিরা বা বজ্রার বিবাহ দিয়া অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম যৌতুক প্রদান করেন *। উক্ত বৌদ্ধ বিবরণসমূহে এই যুদ্ধের ঠিক আরম্ভ ও সমাপ্তি কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া ২।১ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। মজ্ঝিম নিকায়ের এক সূত্রে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোত হইতে আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া অজাতশত্রু রাজগৃহের দুর্গ-সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ঠিক কত বৎসর পরে এইরূপ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সূত্রে উল্লেখ করা হয় নাই। বুদ্ধঘোষের অর্থকথায় লিখিত আছে যে, বিম্বিসারের নিধন সংবাদ শুনিয়া তদীয় বন্ধু অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোত অজাতশত্রুর দর্পচূর্ণ এবং

* **Buddhist India, p. 3.**

তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য মগধের রাজধানী আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন *। মগধ ও অবন্তীর মধ্যে কোসল ও বৎস (কৌশাম্বী) এই দুই স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিরূপে চণ্ডপ্রদ্যোত মগধের রাজধানী রাজগৃহ আক্রমণ করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন অথবা যখন তিনি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তখন কোসল ও বৎসরাজ্যের স্বাধীনতা আদৌ অব্যাহত ছিল কিনা তাহা মূলসূত্রে কিংবা অর্থকথায় বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোসলরাজ প্রসেনজিৎ অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র বিড়ূড়ভ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া অচিরে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং বিড়ূড়ভ সিংহাসন অধিকার করিয়া কপিলবাস্তুর শাক্যদিগের বিরুদ্ধে চারিবার অভিযান করিয়া চতুর্থবারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কিছুদিন পূর্ব্বে, শাক্যবংশের সমূলে ধ্বংস সাধন করেন †। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষের অংশের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রু, কপিলবাস্তুর শাক্যরাজগণ, কুশীনগর ও পাবার মল্লরাজগণ দূত প্রেরণ করিলেন অথচ কোসলরাজ ও বৎসরাজ হইতে কোন দূত প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ নাই। দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্তে ও ইহার অর্থকথায় বর্ণিত আছে যে, মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের সমসাময়িক পূরণকাশ্যপপ্রমুখ ছয়জন তীর্থিক হইতে কোন একটি বিশেষ দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পরে ইহার সমাধানের জন্য বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ বিবরণমতে উক্ত ছয়জন তীর্থিকের মধ্যে সঞ্জয় বা সুঞ্জয় ও পূরণকাশ্যপ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের দুই এক বৎসরের মধ্যে কালগত হইয়াছিলেন। জৈন ভগবতীসূত্রের বিবরণমতে মস্করী গোশাল মহাবীরের ঠিক ১৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ বিবরণমতে মহাবীর বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবায় কালগত হইয়াছিলেন। যদি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৮ বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রুর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হয়, তাহা হইলে গোশালের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স ৪।৫ বৎসরও হয় কিনা সন্দেহ। এত অল্প বয়সে অজাতশত্রু গোশালের সহিত দার্শনিক আলাপ করিতে পারেন কিনা তাহা পাঠকের বিবেচ্য। বৌদ্ধ বিবরণ মতে অজাতশত্রুর জন্মের অন্ততঃ ২০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যদি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ২।১ বৎসরের মধ্যে পূরণকাশ্যপ ও সঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত অজাতশত্রুর সাক্ষাৎ সম্ভব কিনা তাহাও পাঠকের বিবেচ্য। পালি মিলিন্দপঞ্‌হো গ্রন্থের বর্ণনামতে রাজা মিলিন্দ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াও (রাজা অজাতশত্রুর নিয়মে) পূরণ-

* গোপকমোগ্‌গল্লানসুত্ত-বণ্ণনা (ম-নি ৩ সুত্ত নং ৯১)।

† ভদ্দসাল-জাতক (১৬৫); বিড়ূডভ-বত্থু (ধম্মপদ-অঃ); Beal's Records I p. 128 ; II pp. 11-12, 20 ; বিরূঢ়কাবদান (অবদান-কল্পলতা); অবদানশতক, ৫১।

কাশ্যপপ্রমুখ বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন তীর্থিকের সহিত দার্শনিক তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন*। মিলিন্দপঞ্‌হের যুক্তির উপর সামঞ্‌ঞফলসুত্তের বিবরণও কল্পনাপ্রসূত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ কল্পনার সংযোগ থাকিলেও সামঞ্‌ঞফল-সুত্তের বিবরণকে সর্ব্বাংশে মিথ্যা বলা যায় না। কারণ ছয়জন তীর্থিকের মধ্যে সকলের সহিত সাক্ষাৎ এবং ধর্ম্মালাপ সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ দুই একজনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর ছিল। যদি তাঁহার রাজা হওয়ার কয়েক বৎসর পরে মহাবীর কালগত হইয়া থাকেন তবে মহাবীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ অসম্ভব হইবে কেন? অধিকন্তু জৈন ভগবতীসূত্রে বিবৃত আছে যে, গোশালের মৃত্যুর সমকালে মগধরাজ শ্রেণিকপুত্র কূণিক বা অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে গোশালের আজীবিক শিষ্যগণ 'চরমশ্রেয়নাগ-গন্ধহস্তী,' 'চরম-শীলান্তক' ও 'চরম-পুষ্কর-সংবর্ত্তমেঘ' নামক ত্রিবিধ উক্তি অষ্ট চরমবাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। জৈন নিরয়াবলীসূত্রের বিবরণমতে শ্রেয়নাগ পূর্ব্বে অঙ্গরাজ্যের রাজহস্তী ছিল। মগধরাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) অঙ্গরাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়া এই রাজহস্তী ও এক বহুমূল্য রাজ-মুক্তাহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই রাজহস্তী ও মুক্তাহারের অধিকার লইয়া বিম্বিসার-পুত্র অঙ্গরাজ কূণিক ও তদীয় সহোদর বৈহল্যের মধ্যে বিবাদ ঘটে। বৈহল্য উক্ত রাজহস্তী ও মুক্তাহার সহ তদীয় মাতামহ বিদেহরাজ চেটকের শরণাপন্ন হন। চেটকের আদেশে নয়গণভুক্ত লিচ্ছবিরাজগণ বৈহল্যের সহায়তা করেন। অঙ্গরাজ কূণিক ও লিচ্ছবিরাজ-গণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধে। এই যুদ্ধের সময় বৈহল্য শ্রেয়নাগহস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়াছিলেন, মুক্তাহারের শীলান্তকগুলি যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে; এই যুদ্ধে হস্তী-অশ্বাদি চতুরঙ্গিনী সেনার বিপুল সংঘর্ষে প্রলয়ের প্রবল ঘনঘোরগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল। নবগণভুক্ত মল্লরাজগণ কাশী ও কোসলের রাজগণের সহিত একত্রে লিচ্ছবিরাজগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষের বিপুল সৈন্যবল ও রণকৌশল এবং রণসজ্জা দেখিয়া কূণিক কৌশলে পশ্চাৎপদ হইয়া আত্মরক্ষা করেন। প্রাচীন জৈন গ্রন্থের কোথায়ও কূণিক মগধের রাজারূপে উল্লিখিত হন নাই। তিনি অঙ্গরাজ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। নিরয়াবলীসূত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অঙ্গদেশ বিম্বিসারের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং অজাতশত্রু অঙ্গের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি উপরাজারূপেই উক্ত দেশ শাসন করিতেন; অঙ্গের উপরাজারূপেই এবং সম্ভবতঃ খনিজাত শীলান্তক মণির বিভাগ লইয়াই অজাতশত্রু লিচ্ছবিদিগের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত

* মিলিন্দ-পঞ্‌হো, পৃঃ ৪।

হইয়াছিলেন। শ্রেয়নাগ রাজহস্তীর অধিকার লইয়া অজাতশত্রু ও তাঁহার সহোদর বৈহল্যের মধ্যে যে বিবাদ বাধে তাহা বালকসুলভ চাপল্যের পরিচায়ক নহে। পিতৃ-সিংহাসনের অধিকার লইয়াই এই ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে এবং বৌদ্ধ বিবরণগুলিও এই অনুমানের সত্যতা প্রতিপাদন করে। ধর্ম্মপাললিখিত থেরগাথার অর্থকথার বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, রাজসিংহাসনের অধিকারের জন্য অজাতশত্রু তাঁহার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বিম্বিসারতনয় অভয়, শীলবান ও বিমল আত্মরক্ষার জন্য ভিক্ষুরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন *। পাদটীকায় উদ্ধৃত অঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মন্তব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, অজাতশত্রু ধর্ম্মান্ধতা বশতঃ দেবদত্তের মায়ায় মুগ্ধ ও তাঁহার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বুদ্ধের প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সিংহাসন লাভ ও রাজত্বের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ তাঁহার ভ্রাতাগণ বুদ্ধের আশ্রয়ে প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন ইহাই বুদ্ধের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কাল নির্দ্ধারণ।—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জৈনদিগের বর্ষগণনানুসারে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ এবং সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ-দিগের বর্ষগণনানুসারে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয়। এই দ্বিবিধ গণনা মানিয়া নিলে মহাবীরের নির্ব্বাণ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১৬ কিংবা ১৭ বৎসর পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের প্রমাণের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়, অধিকন্তু বুদ্ধ বয়সে এবং প্রব্রজ্যায় মহাবীর ও অপর পাঁচজন তীর্থিকের কণিষ্ঠ ছিলেন। এমতাবস্থায় এমনভাবে মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কাল বা তারিখ নির্ণয় করা আবশ্যক যাহাতে মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্য-সমূহের প্রত্যবায় না ঘটে অথচ সমন্বয় করা যাইতে পারে। ইহার উপায় কি? জৈন গ্রন্থে মহাবীরের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির যে কাল নির্দ্দেশ

---

* এই বিষয়ে অঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, "The Princes Abhaya, Silavat and Vimala, all became Buddhist monks, probably through fear of Ajatasatru after he became king. When by murdering his father Ajatasatru seized the throne he must have attempted to assassinate his brothers also, who therefore must have thought it fit to embrace Buddhism and become monks. We have got evidence at least in the case of Silavat whom according to the Thera-Theri-gatha Ajatasatru was anxious to put to death."

করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে, হয়ত জৈনগণ মহাবীরের নির্ব্বাণকে প্রকৃত কালের বহু পরবর্ত্তী অথবা বৌদ্ধগণ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে প্রকৃত কালের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এমনও হইতে পারে যে, জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় গণনাই সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অঃ বিক্রমসিংহ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সিংহলে যে অব্দ প্রচলিত ছিল তদনুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৪৮৩ কিংবা ৪৮৪ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী*। কেণ্টন নগরে রক্ষিত বিবরণগুলির বুদ্ধাব্দসূচক বিন্দুগুলি গণনা করিলেও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৪৮৬ কিংবা ৪৮৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সিকন্দর বা আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণসম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রীক ও রোমক বিবরণ অনুসারে গণনা করিলেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজসিংহাসন প্রাপ্তি খ্রীষ্টজন্মের ৩২২ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মহাবংসে উল্লিখিত বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যবধানকাল ১৬২ বৎসর যোগ করিলে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টজন্মের ঠিক ৪৮৪ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক হইতে সিংহলে নূতনভাবে বুদ্ধাব্দ গণনার ফলে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনায় পরিণত হইল? এই প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর সম্ভবপর। প্রথমতঃ আমরা মনে করিতে পারি যে, পূর্ব্বে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভ হইতেই বুদ্ধাব্দ গণনা করিবার রীতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, মনে করা করা যাইতে পারে যে, পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধগণ ভুলক্রমে বিম্বিসারের সিংহাসন প্রাপ্তির কালের সহিত বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ-কালের গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। প্রথম অনুমান বিচার করিলে দেখা যায় ইহাতে খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ অব্দাঙ্কের সুমীমাংসা হয় না, কারণ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকাল খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিলে তাঁহার পরিনির্ব্বাণকাল খ্রীষ্টজন্মের (৫৪৩ কিংবা ৫৪৪—৪৫) ৪৯৮ কিংবা ৪৯৯ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় অনুমান গ্রহণ করিলে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে খ্রীষ্টজন্মের ৪৮৩ কিংবা ৪৮৪ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন প্রকার গোলযোগে পড়িতে হয় না। ইহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

মহাবংসের মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৮ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনচ্যুত হন এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি মগধের রাজসিংহাসনে

* Epigraphia Zeylanica, Vol. I. p. 155f.

† এই অনুমানের সাহায্যেই ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ডাঃ গাইগরের নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ-কাল সমর্থন করিয়াছেন (Political History of India, p. 117).

অধিরোহণ করেন। এই গণনানুসারে বিম্বিসারের রাজসিংহাসনপ্রাপ্তির ঠিক সাত বৎসর পরে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণগত হন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ কিংবা ৫৪৪ অব্দে বিম্বিসারের রাজ-সিংহাসনপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকিলে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তি খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩ কিংবা ৪৮৪ অব্দে পরিণত হয়। যদি ইহাই বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের প্রকৃত কাল হয়, তাহা হইলে মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি কোন্ অব্দের ঘটনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? জৈন-বিবরণ-মতে মহাবীরের আয়ুষ্কাল ৭২ বৎসর, গার্হস্থ্য ৩০ বৎসর, শৈক্ষাবস্থা ১২ বৎসর ও জিনাবস্থা ৩০ বৎসর। বৌদ্ধ-বিবরণ-মতে মহাবীর বয়সে ও প্রব্রজ্যায় বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। যখন বুদ্ধ ও বৌদ্ধসঙ্ঘের সহিত দেবদত্ত শত্রুতাচরণ করিতেছিলেন তখনও মহাবীর জীবিত ছিলেন; মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ও বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি এই শত্রুতাচরণের পরবর্ত্তী ঘটনা। মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ও বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনটি পূর্ব্ব-বর্ত্তী ও কোনটি পরবর্ত্তী তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে, ঘটনা-দ্বয়ের ব্যবধান অতি অল্প। এই সকল বৃত্তান্তের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করিয়া মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকাল নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ইহাকে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অন্যূন ১১।১২ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা মনে করিতে হয়। এই গণনা গ্রহণ করিলে মহাবীরের প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের—অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দের—৫৩।৫৪ (১২+৩০+১১।১২) বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় পরিণত হয়। মহাবীরের প্রব্রজ্যা ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দূরত্বকাল ৫২।৫৩ বৎসরের সহিত মহাবংশোক্ত বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির দূরত্বকাল ১৬২ বৎসর যোগ করিলে মহাবীরের প্রব্রজ্যা ও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনপ্রাপ্তির দূরত্বকাল ২১৪।২১৫ বৎসর হয়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ২১৫ বৎসর মহাবীরের সিদ্ধিলাভ কিংবা কালপ্রাপ্তি ও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনপ্রাপ্তির দূরত্বকাল নহে, ইহা মহাবীরের প্রব্রজ্যা এবং চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনপ্রাপ্তিরই দূরত্ব কাল। এইরূপে গণনা করিলে মহাবীরের প্রব্রজ্যা খ্রীঃ পূঃ ৫৩৭ কিংবা ৫৩৮ অব্দের এবং নির্ব্বাণ ৪৯৫ কিংবা ৪৯৬ অব্দের ঘটনা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মহাবীরের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণকে যথাক্রমে খ্রীঃ পূঃ ৪৯৬ ও ৪৮৪ অব্দের ঘটনা স্বীকার করিয়া নিম্নপ্রদর্শিতভাবে তাঁহাদিগের জন্ম, প্রব্রজ্যা, সিদ্ধি ও কালপ্রাপ্তির সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

	জন্ম	প্রব্রজ্যা	সিদ্ধি	কালপ্রাপ্তি
মহাবীর খ্রীঃ পূঃ	৫৬৮	৫৩৮	৫২৬	৪৯৬
বুদ্ধ ,, ,,	৫৬৪	৫৩৫	৫২৯	৪৮৪

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া নিম্নপ্রদর্শিতভাবে মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক কতিপয়

প্রসিদ্ধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও ভারতীয় রাজার সময় ও তাঁহাদের জীবনের কতিপয় ঘটনার কাল নির্দ্ধারণ করা যায় :—

	খ্রীঃ পূঃ
নালন্দায় মহাবীরের সহিত গোশালের প্রথম সাক্ষাৎ ...	৫৩৪
গোশালের সিদ্ধিলাভ	৫২৮
গোশালের কালপ্রাপ্তি	৫১২
বৈশালীর লিচ্ছবি জাতির সহিত অঙ্গের উপরাজা কূণিক-অজাতশত্রুর প্রথম যুদ্ধ	৫১২
মহাবীরের নির্ব্বাণ ও জৈন সঙ্ঘে দুই পক্ষের বিবাদ ...	৪৯৬
বিম্বিসারের সিংহাসন-চ্যুতি ও অজাতশত্রুর মগধ সিংহাসন অধিকার	৪৯২
কোসলরাজ প্রসেনজিতের সিংহাসন-চ্যুতি ও মৃত্যু ...	৪৮৪

এই ভাবে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজার রাজত্ব ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ঘটনার কাল নিম্নলিখিতরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে :—

ক—<u>বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ বৎসরের ঘটনা :—</u>

ধাতুবিভাগ ও অষ্টস্থানে ধাতুস্তূপ নির্ম্মাণ	৪৮৪
চিত্রকথী কুমার কাশ্যপের সহিত শ্বেতব্যের রাজন্য প্রয়াসীর পরলোক-বিষয়ক তর্কবিতর্ক	৪৮৪
প্রথম সঙ্গীতি	৪৮৪

খ—<u>বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ বৎসরের পরবর্ত্তী ৯৯ বৎসরের ঘটনা</u>

	খ্রীঃ পূঃ
অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের আক্রমণ-ভয়ে অজাতশত্রু কর্ত্তৃক রাজগৃহের দুর্গ-সংস্কার	অব্দ অনিশ্চিত
পাটলিপুত্র নগরের নির্ম্মাণ-কার্য্য-সমাপ্তি	" "
বিড়ূড়ভ কর্ত্তৃক শাক্যদিগের বিনাশ ও শাক্যরাজ্য অধিকার	" "

* দ্বিতীয় জৈন উপাঙ্গ রায়-পসেণি নামক গ্রন্থে জৈন শ্রমণ কেশীর সহিত শ্বেতব্যের রাজন্য প্রয়াসীর পরলোক বিষয়ক তর্কবিতর্কের যে বিবরণ আছে তাহা বৌদ্ধগ্রন্থের বিবরণের অনুরূপ। জৈনগ্রন্থ-বর্ণিত তর্কের কাল পরে আলোচিত হইবে।

বিড়ূড়ভের মৃত্যু *	অব্দ অনিশ্চিত
চণ্ডপ্রদ্যোতের পরবর্ত্তী অবন্তীরাজ পালক কর্ত্তৃক কৌশাম্বী বা	" "
বৎসরাজ্য অধিকার †	" "
অজাতশত্রুর মৃত্যু ও উদায়ীর মগধ-সিংহাসন-প্রাপ্তি ...	৪৬০
উদায়ীর রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে পাটলিপুত্র বা কুসুমপুরে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত করণ	৪৫৫
রাজন্য প্রয়াসীর মৃত্যু	অব্দ অনিশ্চিত
স্থবির নারদের সহিত মগধরাজ মুণ্ডের সাক্ষাৎ	৪৪৪-৪২৬
শিশুনাগ কর্ত্তৃক প্রদ্যোতবংশীয় অবন্তীরাজের প্রভাব দমন ও মগধ-সিংহাসন অধিকার	৪১২ (?)
কালাশোক বা কাকবর্ণীর মগধ-সিংহাসনপ্রাপ্তি ...	৩৯৪ (?)
কালাশোক কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করণ	অব্দ অনিশ্চিত
দ্বিতীয় সঙ্গীতি	৩৮৪

গ—<u>বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা</u>

মহাসঙ্গীতি (বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১১০, ১২০ কিংবা ১৩৭ বৎসর পরবর্ত্তী)	—৩৭৪। ৩৬৪। ৩৪৭
কালাশোকের মৃত্যু	৩৬৬
দেবপুত্র প্রয়াসীর সহিত সিন্ধু-সৌবীর-গামী বিপন্ন বণিকদিগের সাক্ষাৎ (প্রয়াসীর মৃত্যুর ১০০ বৎসর পরবর্ত্তী)	অব্দ অনিশ্চিত
বৌদ্ধগ্রন্থমতে শিশুনাগ বংশের রাজত্বের অবসান ..	৩৬৬। ৩৪৪
নন্দবংশের রাজত্বকাল ...	৩৬৬। ৩৪৪—৩২২

* বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় বিড়ূড়ভ শাক্যদিগের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন এই বিবরণ পরিহার করিয়া উক্ত ঘটনা বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভদ্দসাল-জাতকের ভূমিকায় বিড়ূড়ভের মৃত্যুর কথা নাই। ধম্মপদত্থকথার বিড়ূড়ভবত্থুর বিবরণমতে বিড়ূড়ভ শাক্যদিগের বিনাশসাধন করিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পৌরাণিক বিবরণসমূহে প্রসেনজিতের পরবর্ত্তী অপর চারিজন রাজার উল্লেখ আছে—ক্ষুদ্রক, কুলক, সুরথ ও সুমিত্র। সুমিত্রই কোশলের শেষ রাজা বলিয়া জ্ঞাত।

† কথা সরিৎসাগর Tawney's translation, Vol II. p. 184; Ray Chowdhury; Political History, p. 109. পৌরাণিক বিবরণসমূহে উদয়নের পরবর্ত্তী পুরুবংশীয় চারিজন বৎসরাজের উল্লেখ আছে।

দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর সেকেন্দর বা আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক
পঞ্জাব আক্রমণ এবং ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার প্রস্থান ... ৩২৭—৩২৪
নন্দ-সেনাপতি ভদ্রশালের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সংগ্রাম ... সম্ভবতঃ ৩২২
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য কর্ত্তৃক মগধ-সিংহাসন অধিকার ... ৩২২
চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ—অব্দ অনিশ্চিত
গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের পাটলিপুত্রে আগমন ... ৩০২
পাটলিপুত্রে জৈন-সঙ্গীতি এবং শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী আদর্শের সংঘর্ষ ৩০০
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সিংহাসন-চ্যুতি ও বিন্দুসার অমিত্রঘাতের
সিংহাসনপ্রাপ্তি ... ... ২৯৮-২৯৭ । ২৯৭-২৯৬

ঘ—বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনা গ্রীঃ পূঃ

বিন্দুসারের মৃত্যু * ও দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের মগধ-সিংহাসন
অধিকার ২৭২-২৭১ । ২৭১-২৭০
অশোকের রাজ্যাভিষেক ... ... ২৬৯-২৬৮ । ২৬৮-২৬৭
ধাতু-সংগ্রহ, ধাতুর পুনর্বিভাগ ও বিভিন্নস্থানে ধাতু প্রতিষ্ঠা ২৬৯-২৬৪
অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় (রাজ্যাভিষেকের ৮ম বর্ষে) ... ২৬১-২৬০
রূপনাথাদি স্থানে শিলালিপি খোদন (রাজ্যাভিষেকের
১৩শ বর্ষে) ২৫৭
ভাব্রুলিপির খোদন ... ... সম্ভবতঃ ২৫৭
আজীবিকদিগকে গুহাদান বিষয়ক অনুশাসন খোদন ... ২৫৭
চতুর্দ্দশ সংখ্যক শিলালিপি খোদন ২৫৭-২৫৬
নিগ্লীব নামক স্থানে বুদ্ধ কোণাগমনের স্তূপ-পরিবর্দ্ধন ... ২৫৬
কলিঙ্গানুশাসন ... ... সম্ভবতঃ ২৫৬-২৫৫
অশোক-সঙ্গীতি (রাজ্যাভিষেকের ১৫শ বর্ষে) † ... ২৫৬
বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ ২৫৬-২৫৫
সুপ্রিয়দিগকে-গুহাদান-বিষয়ক অনুশাসন খোদন ... ২৫০ । ২৪৯

* মহাবংসের মতে বিন্দুসারের রাজত্বকাল ২৭ বৎসর এবং পুরাণের মতে ২৫ বৎসর। তাঁহার সাম্রাজ্যাধিকারের ২।৩ বৎসর পরে যথারীতি তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল এই ভাবে উভয় বিবরণের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

† দীপবংস ও মহাবংসের বিবরণ-মতে অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১৮শ বর্ষেই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। উপরে সদ্ধর্ম্মসঙ্গহের বিবরণই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অশোক ও পুষ্যমিত্রের মধ্যবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের সংখ্যা ও রাজত্বকাল।—মিঃ পার্জ্জিটার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত মৎস্যপুরাণের সকল পুঁথিতেই পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের সংখ্যা দশ বলিয়া (ইত্যেতে দশ মৌর্য্যাস্তু) উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ ইহার বিবরণভুক্ত মৌর্য্যরাজবংশের তালিকায় চন্দ্রগুপ্তাদি মাত্র সাতজন রাজার নামই স্পষ্ট উল্লিখিত আছে *। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্য্যরাজবংশের যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় কেবল তন্মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকব্যতীত পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর সাতজন মৌর্য্যরাজার নাম উল্লিখিত আছে †। বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে পুষ্যমিত্রের পূর্ব্বে সর্ব্বশুদ্ধ নয়জন মৌর্য্যরাজা রাজত্ব করেন এবং উভয় পুরাণেই এই সংখ্যানুযায়ী নাম-তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দিব্যাবদানের অন্তর্ভুক্ত অশোকাবদানে অশোকের পরবর্ত্তী ও পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্র চারিজন মৌর্য্যরাজের নাম উল্লিখিত আছে—সম্পদী, বৃহস্পতি, বৃষসেন ও পুষ্যধর্ম্ম। দিব্যাবদানে পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের সমষ্টি উল্লিখিত হয় নাই। পৌরাণিক বিবরণ মতে তাঁহাদিগের রাজত্বকালের সমষ্টি ১৩৭ বৎসর। এই বিষয়ে পুরাণগুলির মধ্যে মতান্তর নাই। কিন্তু মৎস্যাদি প্রত্যেক পুরাণের তালিকায় প্রদত্ত রাজত্বকালগুলি যোগ করিলে ইহাদের সমষ্টি প্রবাদোক্ত ১৩৭ বৎসরের পরিবর্ত্তে তদূর্দ্ধ-বর্ষ-সংখ্যায় গিয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায়

* Pargiter: Dynasties of the Kali Age, pp. 27-28.
† Ray Chaudhuri : Political History of India, p. 184.
‡ Pargiter : ibid, pp. 28-30.
§ দিব্যাবদান পৃঃ ৪৩৩।

পৌরাণিক কোন বিবরণকেই সম্পূর্ণ প্রামাণিকরূপে গ্রহণ না করিয়া স্থূলতঃ মনে করা যাইতে পারে যে, পুষ্যমিত্রের মগধসিংহাসন অধিকারের পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তাদি কতিপয় মৌর্য্য-রাজা সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন; তন্মধ্যে অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের সমষ্টি ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর। এই ভাবেই পরলোকগত অঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মৎস্য পুরাণের উক্তি :—

"সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি।"

[অশোকের পর তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সাতজন রাজা প্রত্যেকে দশ বৎসর করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর বৎসর রাজত্ব করিবেন।]

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালের সমষ্টি ন্যূনাধিক ৮৭ বৎসরের সহিত উদ্ধৃত পুরাণোক্তির ৭০ সংখ্যা যোগ করিলে পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের রাজত্ব-কালের সমষ্টি প্রবাদোক্ত ১৩৭ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৫৭ বৎসর হয়। উভয় সংখ্যার মধ্যে যে ২০ বৎসরের পার্থক্য আছে তাহার কারণ কিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়? বৌদ্ধ বিবরণানুসারে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, স্তুপনির্ম্মাণাদি কার্য্যে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক রাজকোষ শূন্য করিবার পর রাজ্যাভিষেকের ২৮ তম বর্ষে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা মন্ত্রিগণ তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের সুযোগ দিয়া ও তাঁহার পুত্র কিংবা পৌত্রগণের মধ্য হইতে দুইজনকে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সমকালেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পুত্র কিংবা পৌত্রদিগের মৃত্যু হইয়াছিল। কাজেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পুত্র কিংবা পৌত্রদিগের রাজত্বকালও তাঁহার রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—এই অনুমানের সাহায্যে উক্ত ২০ বৎসরের পার্থক্য দূরীভূত হয়। যদি পুরাণোক্ত ১৩৭ বৎসরেই পুষ্যমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের সমষ্টি হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত অব্দেই তাঁহাদের রাজত্বের অবসান হয় :—

মগধে মৌর্য্যরাজত্বের অবসান খ্রীঃ পূঃ ১৮৫

ঙ—বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা—

		খ্রীঃ পূঃ
পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মগধসিংহাসন অধিকার ও শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠা	...	১৮৪
শুঙ্গবংশীয় দশজন রাজার রাজত্বকাল	... ...	১৮৪-৮২
শুঙ্গদিগের রাজ্যে [এবং রাজত্বকালে] ভরুৎ স্তুপের প্রাকার ও তোরণাদি নির্ম্মাণ	...	অব্দ অনিশ্চিত
দ্বিতীয় মহাদেব সঙ্গীতি	...	" "
সিংহলরাজ দুষ্টাগামণির রাজত্ব আরম্ভ	...	১০৮ । ১০১

মরীচবর্ত্তী বিহার, লৌহপ্রাসাদ, মহাস্তূপ ও ধাতুগর্ভ নির্ম্মাণাদি দুষ্টগামণির বিবিধ সংকার্য্য		১০৮। ১০১-৭৭
দুষ্টগামণি-সঙ্গীতি [মহাস্তূপে ধাতু নিধানের সময়]		... অব্দ অনিশ্চিত

চ—**বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীর ঘটনা**—

শৌঙ্গভৃত্য কাণ্বংশীয় চারিজন রাজার রাজত্বকাল	...	৭২-২৭
সিংহলরাজ বট্টগামণির	১ম রাজত্বকাল ...	৪৪-৩৮
	২য় রাজত্বকাল ...	২৯-১৭
বট্টগামণি-সঙ্গীতি [২য় রাজত্বকালের মধ্যে] ...		সম্ভবতঃ ২৯-২৫
কলিঙ্গের অধিপতি জৈনধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ খারবেলের সিংহাসন অধিরোহণ		২৮ *
খারবেলের হস্তীগুল্ফ অনুশাসন খোদন		সম্ভবতঃ ১৫
সাঞ্চিস্তূপের প্রাকারাদি নির্ম্মাণ [শ্রীশাতকর্ণির রাজত্বকালে]		অব্দ অনিশ্চিত †

---

* খারবেলের রাজত্বকাল এখনও সমস্যার বিষয়। হস্তীগুল্ফ অনুশাসনের মতে তাঁহার অভিষেকের ৫ম বর্ষ নন্দরাজের রাজত্বকাল হইতে 'তি-বস-সত' দূরবর্ত্তী। কাহারও কাহারও মতে 'তি-বস-সত' বাক্যে ১০৩ বৎসর এবং অপর কাহারও কাহারও মতে ৩০০ বৎসর বুঝায়। অনুশাসনোক্ত নন্দরাজকে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহা-পদ্মনন্দ মনে করিলে এবং 'তি-বস-সতের' প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, খারবেলের অভিষেক খ্রীঃ পূঃ ২৫৫।২৬৬ কিংবা ৭১।৪৯ অব্দের ঘটনা হয়। উক্ত নন্দরাজকে নন্দবংশের শেষ রাজা মনে করিয়া নন্দবংশের রাজত্বের সমাপ্তিকাল হইতে দূরত্ব পরিমাণ করিলে, তাঁহার অভিষেক খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ কিংবা ২৯ অব্দের ঘটনায় পরিণত হয়। জয়স্বাল ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ খারবেলের অভিষেক খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ অব্দের ঘটনা মনে করিয়া তাঁহাকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা খারবেলবর্ণিত মগধরাজ 'বহপতিমিত' 'বহসতিমিত' বা বৃহস্পতিমিত্রকে পুষ্যমিত্রেরই নামান্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল মতের প্রতিপক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে, ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার Political Historyর ১৯৯-২০১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মতের অনুকূলে বলা যাইতে পারে 'তি-বস-সত' শব্দে ৩০০ বৎসর ধরিয়াও খারবেলকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িকরূপে বর্ণনা করা চলে। জৈন-বিবরণ-মতে নন্দবংশের রাজত্ব-কাল ১৫৫ বৎসর। এই গণনানুসারে খারবেলের অভিষেক নন্দরাজত্বের ১৪০ বৎসর পরবর্ত্তী অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৮৩ অব্দের ঘটনা হয়।

† প্রথম সাঞ্চিস্তূপের প্রাকারগাত্রে শ্রী শাতকর্ণি (সিরি সাতকণি) রাজার শিল্পশালার জনৈক শিল্পী-প্রধানের নাম ও দান খোদিত আছে। শ্রী শাতকর্ণি অন্ধ্রভৃত্য ও সাতবাহন বংশীয় রাজা সন্দেহ নাই। পৌরাণিক বিবরণমতে সিমুক, শিশুক বা সিন্ধুকই সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুশর্ম্মা ও কাণ্বায়নদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শুঙ্গ প্রভুত্বের চিহ্নাবশেষ বিলুপ্ত করেন। পুরাণতালিকায় শ্রী শাতকর্ণি সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তি সিমুকের রাজ্যপ্রাপ্তির ৩৩ বৎসর পরবর্ত্তী। কাজেই তিনি কাণ্ববংশীয় শেষ রাজার সমসাময়িকরূপে প্রতীয়মান হন। খারবেলের হস্তীগুল্ফ অনুশাসনে কৌশাম্বদিগের সাহায্যে জনৈক শাতকর্ণি রাজার গতি প্রতিরোধ করিবার কথা আছে। আবার নানাঘাট অনুশাসনে শ্রীশাতকর্ণি রাজার মহিষী নয়নিকার উল্লেখ আছে। অপর একটি নানাঘাট অনুশাসনে রাজা শ্রীমৎ সিমুক সাতবাহনের প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। উল্লিখিত শাতকর্ণিগণ একই ব্যক্তি হইলে তাঁহার রাজত্বকাল ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে পুষ্যমিত্রের সমকালীন এবং ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে কাণ্বায়ন বংশীয় শেষ রাজার সমকালীন হয় (Political History, P. 221 foll.)।

সাগল বা শাকলের যবনরাজ মিলিন্দ বা মিনেণ্ডার ও স্থবির নাগসেনের মধ্যে কথোপকথন [মিলিন্দপঞ্‌হো মতে]	খ্রীঃ অঃ ১৬ *
ছ—বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা—	খ্রীঃ অঃ
জৈনসঙ্ঘে ভেদ-সংঘটন— দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব	৮২
কণিষ্ক সঙ্গীতি	অব্দ নিম্নে নির্দ্ধারিত

কণিষ্ক সঙ্গীতির কাল নির্ণয়।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, বট্টগামণি-সঙ্গীতি ও কণিষ্ক-সঙ্গীতি প্রাচীন পিটক-গ্রন্থাবলীর দুই বিভিন্ন সংস্করণের সমাপ্তি-কাল নির্দ্দেশ করে। তন্মধ্যে বট্টগামণি-সঙ্গীতির অধিবেশন বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীর এবং খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এইক্ষণ কণিষ্ক-সঙ্গীতির কাল নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে প্রাচীন বৌদ্ধ পিটক-গ্রন্থাবলীর উত্তর-কাল-সীমা নির্ণীত হয়। ইহার উপায় কি? বৌদ্ধরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে এবং তাঁহারই সহায়তায় সঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল—ইহাই কণিষ্ক সঙ্গীতি নামের বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত হইলেই সঙ্গীতির কাল নির্ণীত হইতে পারে। আবার সঙ্গীতির কাল নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহার রাজত্বকালেরও নির্দ্দেশ হয়। ফলে এক সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলে আর এক সমস্যা আসিয়া পড়ে। এই উভয় সমস্যা মীমাংসা করা যায় কিরূপে? চীন ও তিব্বত দেশে অনূদিত ও লিখিত কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষ রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সা-পাও-সাঙ-কিঙ (tsah-pao-tsan-kin) নামক চৈনিক গ্রন্থের † ষষ্ঠ অধ্যায়ের এক বিবরণে অশ্বঘোষ স্পষ্টতঃ চন্দন কণিক বা কণিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং বোধিসত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষই বা কে? তিব্বতের ইতিহাস লেখক তারানাথ অশ্বঘোষ নামধেয় তিনজন বৌদ্ধাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন—বৃদ্ধ অশ্বঘোষ, মধ্যম অশ্বঘোষ ও শূর অশ্বঘোষ। তাঁহার এই বিবরণ মতে শূর অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় ৮ম

---

* ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকদিগের মতে যবনরাজ মিলিন্দ বা মিনেণ্ডার পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। পেরিপ্লাসের বিবরণ মতে খ্রীষ্টিয় ৬০।৮০ অব্দে মিনেণ্ডারের নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি ভরুকচ্ছে প্রচলিত ছিল। মিলিন্দপঞ্‌হোর বিবরণ মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে—অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ১৬ অব্দে মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক কথোপকথন হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি খ্রীষ্টের আবির্ভাবের সময়েই রাজত্ব করিতে থাকেন। মিলিন্দপঞ্‌হো গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ নিজেকে চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। হস্তীগুল্‌ফ অনুশাসনে কলিঙ্গরাজ খারবেল উত্তরাপথের রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিবার কথা সদর্পে বিবৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধ বিবরণ গ্রহণ করিলে মিলিন্দকে খারবেলের সমসাময়িকও মনে করা যাইতে পারে। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে মিনেণ্ডার পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক হইতে পারেন না। (Political History, P. 203 foll)

† Fo-Sho-Hing-Tsan-King, S. B-E, Introd. p. XXXi.

শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বীল্ সাহেব বলেন যে, চৈনিক বিবরণসমূহে মাত্র একজন অশ্বঘোষেরই উল্লেখ আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের রচয়িতা ভিন্ন অপর কেহ নহেন *। তারানাথ বর্ণিত শূর অশ্বঘোষ এবং বুদ্ধচরিত প্রণেতা অশ্বঘোষ এক ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না, কারণ বুদ্ধচরিত মহাকাব্য খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা। এই কাব্যগ্রন্থ ধর্ম্মরক্ষ বা ধর্ম্মাক্ষর নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধস্থবির কর্ত্তৃক অন্যূন খ্রীষ্টীয় ৪২০ অব্দে চীন ভাষায় অনূদিত হয়। ধর্ম্মরক্ষ ৪১২ খ্রীঃ অব্দে মধ্যদেশ হইতে চীনদেশে উপনীত হইয়া ৪৫৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চীন ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন †। তিব্বতীয় ভাষায়ও অশ্বঘোষ-বিরচিত বুদ্ধচরিতের অনুবাদ পাওয়া যায়। চৈনিক পর্য্যটক ইৎ-সিঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, অশ্বঘোষ একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং কাব্য ও সঙ্গীত এই উভয় কলার সাহায্যে তিনি বহু খ্যাত-নামা লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চীন ভাষায় অশ্বঘোষের উপদেশ (ত-ক্ক-যন-কিন্-লুন) নামে অপর একটি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। মধ্যদেশাগত সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক কুমারজীবই চীন ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ কাব্য এবং বজ্রসূচি নামক তিনখানি অশ্বঘোষকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। অঃ কাওয়েল সম্পাদিত মূল বুদ্ধচরিত কাব্য সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ সর্গের অংশ বিশেষ এবং পরবর্ত্তী তিন সর্গ অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী কবি অমৃতানন্দ কর্ত্তৃক সংযোজিত। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, অমৃতানন্দের সময়ে মূল কাব্য সম্পূর্ণ আকারে প্রচলিত ছিল না। ধর্ম্মরক্ষকৃত চৈনিক অনুবাদের সহিত সংস্কৃত বুদ্ধচরিত কাব্যের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বস্তুগত, এমন কি সর্গক্রম এবং নামকরণ বিষয়েও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ‡। প্রভেদ এই যে, সংস্কৃত কাব্যের আখ্যায়িকার বহির্ভূত বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বহু ঘটনা ইহাতে বর্ণিত আছে। চৈনিক অনুবাদে পালি মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্তের অনুরূপ একটি বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুবিভাগ, প্রথমসঙ্গীতির আহ্বান ও সূত্রপিটক সংগ্রহ এবং ময়ূর বা মৌর্য্যবংশসম্ভূত ধর্ম্মাশোকের সময়ে পুনর্ব্বার ধাতুবণ্টন ও চুরাশী হাজার স্তূপ ও চৈত্যাদি নির্ম্মাণের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। মোটের উপর চৈনিক অনুবাদ পাঠে মনে হয় যে, মূল গ্রন্থ কাব্যাকারে রচিত চরিতগ্রন্থ হইলেও উহা পালি বিনয়পিটকভুক্ত খন্ধক বা মহাবগ্‌গ-চুল্লবগ্‌গের

* Fo-Sho-Hing-Tsan-King' p. XXXI.
† Ibid, p. XXXII.
‡ Ibid, Note I (pp. 340-343).

বর্ণনানুরূপ কোন এক বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বিরচিত হইয়াছিল এবং বিনয়পিটকভুক্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ ও বিনয়বিধানের বিবরণ হইতে বুদ্ধের জীবনী-অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা ক্রমশঃ কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করা হইয়াছিল। এইরূপ কাব্যোৎপত্তির প্রথম স্তরে কাব্যাংশ বিনয়-আখ্যায়িকার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থে বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনার প্রচেষ্টা হইয়া থাকিলেও তাহা বিনয়-আখ্যায়িকার—অর্থাৎ বুদ্ধের সময় হইতে ধর্ম্মাশোক পর্য্যন্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ ও বিনয় বিধানের উৎপত্তি ও গঠন কাহিনীর—অন্তর্গত ছিল। সুতরাং বিস্মিত হইবার কারণ নাই যে, ধর্ম্মরক্ষকৃত চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থ ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের অন্যতম বিনয়গ্রন্থ বলিয়াই চীনদেশে পরিচিত। ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায় মহীশাসকসম্প্রদায় হইতে এবং মহীশাসকসম্প্রদায় স্থবিরসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। এই সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তির পর্য্যায়-ক্রমে বুদ্ধচরিত কাব্যের মূলীভূত বিনয়-আখ্যায়িকারও বস্তুগত ও ভাবাগত ত্রিবিধ কাল-পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত অশ্বঘোষ ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের বিনয়ভুক্ত বুদ্ধচরিত কাব্যেরই রচয়িতা, বীল্ সাহেবের এই মত গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া দুইজন অশ্বঘোষ স্বীকার করিতে হয়—(১) ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের বিনয়-আখ্যায়িকাভুক্ত বুদ্ধচরিতের রচয়িতা 'বৃদ্ধ অশ্বঘোষ', (২) বিনয়-আখ্যায়িকামুক্ত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ। এখন সমস্যা হইতেছে এই দুইজন অশ্বঘোষের মধ্যে কণিষ্কের সমসাময়িক ও উপদেষ্টা কে? চৈনিক বিবরণ মতে কণিষ্কের সমসাময়িকও উপদেষ্টা অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব ছিলেন। বোধিসত্ত্ব আখ্যা মহাযানমতবাদী বা মহাযান-ভাবাপন্ন আচার্য্যের পক্ষেই প্রযুজ্য। আমরা দেখিতে পাই—বুদ্ধচরিত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে সংস্কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যই স্পষ্টতঃ মহাযান বা মহাযানীয় গ্রন্থ বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং কণিষ্কের সমসাময়িক কোন মহাযান-ভাবাপন্ন অশ্বঘোষ থাকিলে তিনি সংস্কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যেরই রচয়িতা। কাব্যের ধারায় সংস্কৃত বুদ্ধচরিত খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর—বিশেষতঃ কালিদাস যুগের—এমন কি গুপ্ত-রাজত্বেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনা। সুতরাং যেই কণিষ্কের সময় বুদ্ধচরিত রচিত হইয়াছে তিনিও কালিদাসযুগ ও গুপ্তরাজগণের (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর) পূর্ব্ববর্ত্তী।

সংস্কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্য কি বাস্তবিকই মহাযান গ্রন্থ এবং ইহার রচয়িতা কি বাস্তবিকই বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ? তুষিত স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বের অবতরণ, মায়াদেবীর স্বপ্ন, বোধিসত্ত্বের জন্ম, বিবাহ, অভিনিষ্ক্রমণ, প্রব্রজ্যা, মারবিজয়, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন ও লুম্বিনী-যাত্রা প্রভৃতি বুদ্ধের বর্ত্তমান জীবনের কতিপয় ঘটনা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের আখ্যান রচিত হইয়াছে। এই আখ্যানে ঐতিহাসিক ভাবে

বুদ্ধের জীবনী লিখিবার প্রচেষ্টা আছে। তন্মধ্যে ত্রিকায়, প্রণিধান, পারমিতা, বোধিসত্ত্বভূমি প্রভৃতি মহাযান-মতবাদ-সূচক বিষয়গুলির অবতারণা দৃষ্ট হয় না। মোটের উপর এই মহাকাব্যে মহাযান-মত প্রচার অপেক্ষা মহাযানগন্ধ দূরীকরণের চেষ্টাই অধিক। সুতরাং অমৃতানন্দকৃত সংস্করণে বুদ্ধচরিতকে মহাযান কাব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হীনযানভুক্ত ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়েরই প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থ ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের বিনয়-আখ্যায়িকা-সংযুক্ত বুদ্ধচরিত সম্বন্ধেও এই মত সত্য। বাস্তবিক পক্ষে বিনয় আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই বুদ্ধচরিত কাব্যের স্বতন্ত্র আকারে অভ্যুদয় হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে যেই বৌদ্ধ কবি কাব্যাংশ বিনয়-আখ্যায়িকা হইতে মুক্ত করিয়া এখানে সেখানে ভাবের ও ভাষার পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন করিয়া বুদ্ধচরিতকে একটি স্বতন্ত্র কাব্যে পরিণত করেন তাঁহার প্রকৃত নাম অশ্বঘোষ ছিল কিনা সন্দেহ। পরবর্ত্তী কবি ঠিক ইহার রচয়িতা ছিলেন না বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বিনয়-আখ্যায়িকার রচয়িতা অশ্বঘোষকেই এই কাব্যপ্রণেতার স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং লোকপ্রবাদে পরবর্ত্তী কবিও অশ্বঘোষ নামে পরিচিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কবি অশ্বঘোষও খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থে ধর্ম্মাশোকের উল্লেখ আছে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায়ের আচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বৃদ্ধ অশ্বঘোষ অশোক-রাজত্বের পরবর্ত্তী। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে মহাযান ভাবের অভাব বশতঃ ইহার প্রণেতা অর্থাৎ পরবর্ত্তী কবিকে বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ বলা যায় না। কাজেই কণিষ্কযুগে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে কণিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এইক্ষণ আমাদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, কণিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট ও মহাযান গ্রন্থের রচয়িতা কোন বৌদ্ধাচার্য্য বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন কিনা। যদি তেমন কোন অশ্বঘোষ থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থপাঠে কণিষ্ক সম্বন্ধে কি কি তথ্য পাওয়া যায়? হিউয়েন্-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জনৈক বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :—

পূর্ব্বভাগে অশ্বঘোষ, দক্ষিণভাগে দেব বা আর্য্যদেব, পশ্চিমভাগে নাগার্জ্জুন এবং উত্তর-ভাগে কুমারলব্ধ একই সময়ে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞান-ভাস্কররূপে চতুর্দ্দিকে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। * এই চারিজন আচার্য্যের মধ্যে কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক (কিৎ-পু) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন †। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অপর

* † Beal's Records, II, P. 302.

এক অংশে লিখিত আছে যে, তিনি বৈশালী অঞ্চলে বাস করিতেন। তিনি ত্রি-যান-বিদ্, ত্রিপিটকজ্ঞ এবং শব্দবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পস্থানবিদ্যারূপ পঞ্চবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন *। তৎপাঠে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, অশ্বঘোষের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়াই নাগার্জ্জুন বৌদ্ধমতাবলম্বী হন এবং পরে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে আর্য্য নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্বরূপে খ্যাত হন। এই চৈনিক বিবরণে দেব বোধিসত্ত্ব বা আর্য্যদেব নাগার্জ্জুনের সুযোগ্য শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন †।

বসুমিত্র লিখিত বৌদ্ধ নিকায়-বিষয়ক বিবরণানুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের প্রারম্ভে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়; বস্তুতঃ এই বিবরণে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বা মোটামুটি ৩২৫ বুদ্ধাব্দের পরবর্ত্তী সময়ের কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু ইহাতে বসুমিত্র নিজকে সর্ব্বাস্তিবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চৈনিক ত্রিপিটক তালিকানুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে লিখিত বসু-মিত্রের প্রজ্ঞপ্তি-পাদ-শাস্ত্র ও প্রকরণ-পাদ-শাস্ত্র-নামক গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়ের অভি-ধর্ম্মপিটকভুক্ত ছয় প্রকরণের অন্তর্গত। কাত্যায়নী-পুত্র-প্রণীত জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্র এই ছয় প্রকরণ অভিধর্ম্মের অন্যতম গ্রন্থ। সুঙ-য়ুন ও হিউয়েন্-সাঙের বিবরণ মতে বুদ্ধের পরি-নির্ব্বাণের ৪০০ বৎসর পরে—অর্থাৎ ৪০০ কি ৪০১ বুদ্ধাব্দে—গান্ধার-রাজ কণিষ্ক রাজত্ব করিতে থাকেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে আহূত সঙ্গীতির অধিবেশনে কাত্যায়নীপুত্রকৃত জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্রের অভিধর্ম্মবিভাষা নামে ভাষ্য প্রণয়ন করা হয়। তিব্বতীয় তাঞ্জুর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৪০০ বুদ্ধাব্দেই বাৎসীপুত্রের নেতৃত্বে কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়া-ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে বসুমিত্রের অভিধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও কণিষ্ক-সঙ্গীতির মধ্যে অন্যূন ১০০ বৎসরের ব্যবধান। বসুমিত্র ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের বিবরণে কালাশোকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ হয় নাই। তাঁহারা এক ধর্ম্মাশোককেই জানেন, এবং পালি গ্রন্থে বর্ণিত কালাশোকের অনেক ঘটনা ধর্ম্মাশোকের উপর আরোপ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা কালাশোক ও ধর্ম্মাশোককে এক করিয়া অন্যূন ১০০ বৎসর গণনার মধ্যেই আনেন নাই ‡। সুতরাং তাঁহাদের ৩০০ বৎসর আমাদের গণনায় অন্যূন ৪০০ বৎসর,

---

* Beal's Records. II, pp. 100-101. For Panchavidya see *ibib*, I, pp. 78-79.

† Ibid, II, P. 97.

‡ দিব্যাবদানেও লিখিত আছে—অপি চ মহারাজ ত্বং ভগবতা ব্যাকৃতঃ বর্ষশতপরিনির্বৃতস্য মম পাটলিপুত্রে নগরে, অশোকো নাম রাজা ভবিষ্যতি চতুর্ভাগচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজো। যো মে শরীরধাতুন্ বৈস্তারিকান্ করিষ্যতি, চতুরশীতিং ধর্ম্মরাজিকাসহস্রং প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যতি।"—দিব্যাবদান, ৩৭৯ পৃঃ। পালি বিবরণ মতে অশোক বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২১৪ বৎসরে সিংহাসন অধিকার করিয়া ২১৮ বৎসরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বসুমিত্র,

তাঁহাদের ৪০০ বৎসর আমাদের গণনায় অন্যূন ৫০০ বৎসর হয়। ইহা স্বীকার করিলে বসুমিত্রের অভিধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন এবং কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশন যথাক্রমে অন্যূন খ্রীঃ পূঃ ৮৪ ও খ্রীঃ ৮৪ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়। বসুমিত্রের নিকায়-বিষয়ক বিবরণ লিখিত হইবার পূর্ব্বে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকিলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা কুমারলব্ধকে খ্রীঃ পূঃ ৮৪ অব্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু সর্ব্বাস্তিবাদ আচার্য্য বসুমিত্রের উপরি-উক্ত গ্রন্থপ্রণয়নের অন্ততঃ শতাব্দীকাল পরে কণিষ্কের রাজত্ব আরম্ভ হয়, অথচ কণিষ্কসঙ্গীতি-সম্পর্কিত বিবরণানুসারে বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রই উহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরমার্থকৃত বসুবন্ধুচরিত ব্যতীত অপরাপর বৌদ্ধ বিবরণ-মতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে কণিষ্কসঙ্গীতি আহূত হয়। আচার্য্য পরমার্থ খ্রীঃ ৪৯৯ ও ৫৬৯ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁহার লিখিত বিবরণানুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। তাঁহার বসুবন্ধুচরিতে আরও লিখিত আছে যে, কাত্যায়নীপুত্রের চেষ্টার ফলেই কাশ্মীরে এই সঙ্গীতি আহূত হয়, বিশেষতঃ বিভাষা-শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য শ্রাবস্তীর অন্তঃপাতী সাকেত নগর হইতে শাস্ত্রজ্ঞ অশ্বঘোষকে কাশ্মীরে আনয়ন করা হয়*। হিউয়েন্-সাঙের বিবরণ মতে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আর্য্য পার্শ্ব বা পার্শ্বিকের পরামর্শ অনুসারেই গান্ধার-রাজ কণিষ্ক বসুমিত্রের নায়কত্বে সঙ্গীতি আহ্বান করাইয়াছিলেন। সঙ্গীতির স্থান কাশ্মীর কি জালন্ধরের কুবনবিহার—এ বিষয়ে বৌদ্ধ বিবরণসমূহের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমার্থলিখিত বিবরণ সত্য হইলে, কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশন তাঁহার গণনায় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ও তদনুসারে আমাদের গণনায় খ্রীষ্টীয় ১ম কিংবা ২য় শতাব্দীর ঘটনায় পরিণত হয়। নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক কুমারলব্ধ সর্ব্বাস্তিবাদাচার্য্য বসুমিত্রের সমসাময়িক কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য কি না? সর্ব্বাস্তিবাদ আচার্য্য বসুমিত্র ও কণিষ্ক-সঙ্গীতির সভাপতি বসুমিত্র এক ব্যক্তি কি না? কণিষ্কের সমসাময়িক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা অশ্বঘোষ বসুমিত্রের সমকালীন ছিলেন কি না, থাকিলে কোন্ বসুমিত্রের? এই সকল সমস্যা মীমাংসা করিবার উপায় কি?

প্রথমতঃ, হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থানে* কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং অপর এক স্থানে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক আচার্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। চৈনিক পর্য্যটকের বিবরণানুসারে কুমারলব্ধ তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন

হিউয়েন্-সাঙ প্রভৃতি তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভকাল ১০০ বৎসর পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে তাঁহারা ১৪ কি ১৮ বৎসর গণনায় ধরেন নাই।

* Takakusu, JRAS, 1905, P. 52.

এবং সমসাময়িক জনৈক চীনগোত্রীয় নৃপতি কর্ত্তৃক তক্ষশিলা হইতে মধ্য-এসিয়ার 'কি-তান-তো' নামক স্থানে নীত হইয়াছিলেন। বসুমিত্রের বৌদ্ধনিকায়বিষয়ক বিবরণমতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী ৪র্থ শতাব্দীর এবং আমাদের গণনামতে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। বসুমিত্রোক্ত সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় ও দীপবংসাদি পালিগ্রন্থোক্ত 'সুত্তবাদ' সম্প্রদায় অভিন্ন। পালি বিবরণানুসারে অশোক রাজত্বের পূর্ব্বে সুত্তবাদ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এই বিষয়ে পালিবিবরণের সত্যাসত্য পরে পরীক্ষা করা যাইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে অশোক-রাজত্বের পরবর্ত্তী ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। যদি কুমারলব্ধকে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রণেতা বসুমিত্রের সমসাময়িক মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিতে হয় না। কারণ চীনদেশে রক্ষিত বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে বসুমিত্রের অভিধর্ম্ম গ্রন্থগুলি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে এবং আমাদের গণনানুসারে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রণীত হইয়াছিল। যদি কুমারলব্ধকে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার পরিবর্ত্তে এই সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত বসুমিত্রের সমসাময়িক মনে করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, হিউয়েন্-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কণিষ্ক-সঙ্গীতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে ইহার সভাপতি বসুমিত্র বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ মহাযানমতাবলম্বী আচার্য্য ছিলেন এবং এই কারণে তাঁহাকে সর্ব্বাস্তিবাদ বা হীনযানমতের অনুকূলে আহূত কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত করা যুক্তিসঙ্গত কি না তদ্বিষয়ে সঙ্গীতির সদস্যগণের মধ্যে বিশেষ জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল। এই সঙ্গীতি-সম্পর্কিত বিবরণ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, বসুমিত্র মহাযান-মতাবলম্বী হইলেও হীনযান-মতের সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল না *। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশনের সময়ে সর্ব্বাস্তিবাদ বা হীনযান-মত ও হীনযানীয় গ্রন্থনিচয় মহাযানাভিমুখী বা মহাযানভাবাপন্ন হইয়াছিল, নচেৎ মহাযানমতবাদী বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রকে এই সঙ্গীতির সভাপতি পদে বরণ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রই কি সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা আচার্য্য বসুমিত্র? তাহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ অভিধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা বসুমিত্র স্বরচিত গ্রন্থে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বাস্তিবাদ-মতাবলম্বী ছিলেন এবং এই মতানুসারে

* Beal, Buddhist Records. I, p. 139; ii, p. 302.

চতুরার্য্যসত্যই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সত্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এইভাবে দেখিলে আর্য্য বসুমিত্র ও বোধিসত্ত্ব বসুমিত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই ধারণা হয়। এই ধারণার অনুকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিও বিবেচনা করা যাইতে পারে। বসুমিত্রের সভাপতিত্বে যে কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশন হয় তন্মধ্যে কাত্যায়নীপুত্রের জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপে অভিধর্ম্ম-বিভাষা প্রণীত হইয়াছিল। জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্র সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের প্রকরণ-পাদ-শাস্ত্রের বহির্ভূত অভিধর্ম্মগ্রন্থ, পক্ষান্তরে আর্য্য বা অর্হৎ বসুমিত্র-প্রণীত গ্রন্থ ষট্‌প্রকরণ-পাদ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বসুমিত্র-প্রণীত প্রকরণ-গ্রন্থগুলি জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্রের সমকালীন স্বীকার করিলেও মনে করিতে হয় যে, ইহারা অভিধর্ম্মবিভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী, কাজেই উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বসুমিত্র-দ্বয়ের মধ্যে একে অপরের পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্থাৎ আর্য্য বসুমিত্র বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আর্য্য বসুমিত্র সৌত্রান্তিক এবং বোধিসত্ত্ব বসুমিত্র বৈভাষিক আচার্য্য। বৌদ্ধবিবরণসমূহে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ তিনজন বসুমিত্রেরই উল্লেখ দেখিতে পাই :—(১) সর্ব্বাস্তিবাদাচার্য্য অভিধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা বসুমিত্র; (২) কণিষ্ক-সঙ্গীতির সভাপতি বোধিসত্ত্ব বসুমিত্র; (৩) বসুবন্ধুকৃত অভিধর্ম্মকোষের ব্যাখ্যাকার বসুমিত্র। সংস্কৃত ধর্ম্মপদ উদানবর্গের চু-য়াউ-কিন্ নামক চৈনিক অনুবাদে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপদপ্রণেতা ধর্ম্মত্রাত বসুমিত্রের মাতুল বা পিতৃব্য (uncle) ছিলেন। তারানাথ লিখিত ইতিহাসে বৈভাষিক আচার্য্য অপর এক ধর্ম্মত্রাতের উল্লেখ আছে। হিউয়েন্-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে ধর্ম্মত্রাত ও পার্শ্ব বোধিসত্ত্ব অসঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই গান্ধারবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থের ইতিহাসে আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত ধর্ম্মপদ-গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রণেতা বলিয়া পরিচিত। চীন ভাষায় আমরা মোটের উপর ধর্ম্মপদসংযুক্ত চারিটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে এবং তৃতীয়টি ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে এবং চতুর্থটি ৫ম শতাব্দীর পরে বিরচিত হয়। প্রথম দুই অনুবাদের মূলগ্রন্থ এক প্রকার মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই মূলগ্রন্থখানি বর্গসংখ্যা, বর্গক্রম ও বর্গবিষয় অনুসারে পালি ধর্ম্মপদের অনুরূপ গাথা-সংগ্রহ। উভয়ের পার্থক্যের মধ্যে—পালি ধর্ম্মপদের গাথা-সংখ্যা ৪২৩ এবং মিশ্রিত-সংস্কৃত ধর্ম্মপদের গাথা-সংখ্যা ৫০০। এই মিশ্রিত-সংস্কৃত সংগ্রহ উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদানবর্গ নামে এক অভিনব সংস্কৃত-গাথা-সংগ্রহে পরিণত হয়। ইহার বর্গ-সংখ্যা ৩৩ এবং গাথা-সংখ্যা অন্যূন ৯০০ এবং ইহা তৃতীয় চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থ। চতুর্থ চৈনিক অনুবাদের মূলগ্রন্থ উদানবর্গের একটি পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। পালি

ধর্ম্মপদের অনুরূপ মিশ্রিত-সংস্কৃত ধর্ম্মপদের চৈনিক অনুবাদে মূল গ্রন্থের স্বরূপ রক্ষিত হয় নাই। ইহার বিষয়-বিন্যাস এবং বর্গ-ও-গাথা-সংখ্যাদি পরীক্ষা করিলে স্বতঃই ধারণা হয় যে, সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের মিশ্রিত-সংস্কৃত ধর্ম্মপদ মিশ্রিত-সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপদ এবং উদানবর্গ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ অবলম্বনে চীনভাষায় একটি নূতন ধর্ম্মপদই বিরচিত হইয়াছিল। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইলে আমরা স্বীকার করিতে পারি যে চৈনিক অনুবাদের অবলম্বিত উদানবর্গ ও অন্যান্য ধর্ম্মপদ গ্রন্থ খ্রীঃ ২২১ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। সর্ব্বাস্তিবাদ ও বৈভাষিক ধারায় পালি ধর্ম্মপদের অনুযায়ী মিশ্রিত-সংস্কৃত ধর্ম্মপদ এবং উদানবর্গের দ্বিবিধ সংস্করণ, সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনখানি ধর্ম্মপদ-জাতীয় গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত উক্ত গ্রন্থত্রয়ের প্রত্যেকখানিরই সঙ্কলনকর্ত্তা এইরূপ উল্লেখ আছে দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তিনজন ধর্ম্মত্রাতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়ঃ—(১) পালি ধর্ম্মপদের অনুরূপ মিশ্রিত-সংস্কৃত-ধর্ম্মপদের সঙ্কলনকর্ত্তা ধর্ম্মত্রাত; (২) পূর্ব্ববর্ত্তী উদানবর্গের সঙ্কলনকর্ত্তা ধর্ম্মত্রাত; (৩) পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধিত উদানবর্গের সঙ্কলনকর্ত্তা ধর্ম্মত্রাত। অধিকন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মত্রাত সংযুক্তাভিধর্ম্ম নামক বৈভাষিক গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য, ইহাদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্মত্রাত কোন্ বসুমিত্রের আত্মীয় ও সমসাময়িক ছিলেন? ধর্ম্মত্রাত উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থত্রয়ের প্রত্যেকখানির সঙ্কলনকর্ত্তা, এই কিংবদন্তীরও বা তাৎপর্য্য কি? আমরা কি মনে করিতে পারি না যে, উত্তরকালে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় উদানবর্গের দ্বিবিধ সংস্করণ প্রণীত হইয়া থাকিলেও ইহাদিগের উপজীব্য মিশ্রিতসংস্কৃত ধর্ম্মপদের সঙ্কলন-কর্ত্তা আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত ইহাদিগের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন? এই অনুমান গ্রহণ করিলে মিশ্রিত ধর্ম্মপদের গ্রন্থকার আচার্য্য ধর্ম্মত্রাতকে কণিষ্ক-সঙ্গীতির সভাপতি বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রের সমসাময়িক ও আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। কণিষ্কের রাজত্বকালে লিখিত যে 'সুয়ে' বিহার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বিবৃত আছে যে, দমন নামক স্থানের বিহারস্বামিনী জনৈক বৌদ্ধ উপাসিকা আচার্য্য ধর্ম্মত্রাতের শিষ্য ও আচার্য্য ভব বা ভব্যের প্রশিষ্য ধর্ম্মকথিক ভিক্ষু নাগদত্তের 'যষ্টি আরোপ করিয়াছিলেন'। ভিক্ষু নাগদত্তের ব্যবহৃত যষ্টি যথাবিধি সৎকারের সহিত স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করাই যষ্টি আরোপণ ব্যাপারের মূলীভূত উদ্দেশ্য ছিল। তখন আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত জীবিত ছিলেন কি না তাহা উক্ত লিপিতে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু কণিষ্ক রাজত্বের ১১শ বর্ষে তাঁহার শিষ্য নাগদত্তের স্মৃতি রক্ষার্থ যষ্টি স্থাপিত হইয়াছিল—এই বিবরণ হইতে আচার্য্য ধর্ম্মত্রাতকে কণিষ্কের সমসাময়িক মনে করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। ধর্ম্মত্রাতের শিষ্য নাগদত্তের ধর্ম্মকথিক আখ্যার

বিশেষত্বও এই স্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকথিক-আখ্যা বোধিসত্ত্বমত-বাদী মহাযানী আচার্য্যদিগের পদবীরূপে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই। এই আখ্যা সর্ব্বত্র স্থবিরবাদ ও সর্ব্বাস্তিবাদ কিংবা ঐ সকল সম্প্রদায়-সম্ভূত শাখাসম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের পদবীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কণিষ্কের সমসাময়িক আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত হীনযান-ভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত লিপি এমন এক সময়ে লিখিত হইয়াছিল যখন বৌদ্ধদিগের গ্রন্থের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতে পরিণত হয় নাই। উক্ত লিপির নিম্নলিখিত পাঠ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

"মহরজস্য রজতিরজস্য দেবপুত্রস্য কণিষ্কস্য সং-বচ্ছরে একাদশে সং ১০ ১ দৈসিকস্য মসস দিবসে অঠ-বিশে দি ২০ ৪ ৪ ব্যত্র দিবসে ভিছুস্য নাগদত্তস্য ধ্রংমকথিস্য অচর্য্য-দমত্রত-শিষ্যস্য অচর্য্য-ভবপ্রশিষ্যস্য যঠিং আরোপয়তি ইহ দমনে বিহারস্বামিনিং উপসিক বলনংদি (কু)টুবিনি বলজয়-মত চ ইমং যঠিপ্রতিঠনং-কপ(উ)জ [চ]ং অনুপরিবরং দদতিং সর্ব্বসত্ত্বনং হিতসুখায় ভবতু।"

হিউয়েন্-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কণিষ্ক-সঙ্গীতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ত্রিপিটকের উপর তিনটি বিভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করাই সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং বিভাষাশাস্ত্রগুলি প্রণীত হওয়ার পরেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্গীতির নিয়মে পিটকত্রয় আবৃত্তি ও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কাজেই এই সংগৃহীত ত্রিপিটককে পূর্ব্ববর্ত্তী সৌত্রান্তিক বা সর্ব্বাস্তিবাদ সংস্করণের পরিবর্ত্তে বৈভাষিক-সংস্করণ মনে করা যাইতে পারে। মিশ্রিত-সংস্কৃত ধর্ম্মপদ ও সংস্কৃত উদানবর্গের বর্গ-সংখ্যা, বর্গক্রম ও গাথাদির বিন্যাস প্রভৃতির পার্থক্য বিচার করিয়া ত্রিপিটকের বিবিধ সংস্করণের পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। মোটের উপর স্বীকার করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সৌত্রান্তিক ত্রিপিটক মিশ্রিত-সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও বিষয়-বিন্যাস ও বস্তু হিসাবে পালি-ত্রিপিটকের অনুরূপ ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে ত্রিপিটকের যে বৈভাষিক সংস্করণ হইয়াছিল তাহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত, ইহাতে বিষয়বিন্যাসের পূর্ব্ব পদ্ধতি রক্ষিত হয় নাই এবং অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছিল। উদানবর্গের দ্বিবিধ সংস্করণের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মনে হয় একটি যেন অপরটির সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। পরবর্ত্তী সংস্করণে বস্তুগত ও বিন্যাসগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল বিষয় বিশেষের কিঞ্চিৎ সংশোধনপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

এই পার্থক্য আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। অনুমান হয়, উদানবর্গের প্রথম সংস্করণের পরবর্ত্তী কালে, কোন এক সময়ে সমগ্র বৈভাষিক ত্রিপিটকের অপর একটি সংস্করণ কৃত হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে উদান বর্গের দ্বিতীয় সংস্করণেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

পরমার্থকৃত বসুবন্ধু-চরিতের আচার্য্য বসুবন্ধু অযোধ্যার রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই রাজা বিক্রমাদিত্য সাংখ্যমতের পরিপোষক ছিলেন। পুরুষপুরবাসী আচার্য্য বসুবন্ধুর প্রমুখাৎ বৌদ্ধমত শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধাচার্য্যদিগের প্রতিও অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র নরসিংহ-বালাদিত্য বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নালান্দায় একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হিউয়েন্‌-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসুবন্ধু সম্বন্ধে ইহার অনুযায়ী একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে বসুবন্ধুর সমসাময়িক বিক্রমাদিত্য শ্রাবস্তীর রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পরলোকগত ডাঃ ফ্লীট্‌ ও ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথের মতে এই বিক্রমাদিত্য ও স্কন্দগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। ইহা সত্য হইলে আমরা মনে করিতে পারি যে, খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই বসুবন্ধু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে বসুবন্ধু মহাযান-শাস্ত্র-প্রণেতা আর্য্য অসঙ্গের সহোদর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে সর্ব্বাস্তিবাদ-বা-বৈভাষিক-সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য ছিলেন, অভিধর্ম্মকোষ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত-গ্রন্থ তাঁহাকর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছিল; পরে তাঁহার সহোদর অসঙ্গের প্রভাবে তিনি মহাযানমতাবলম্বী হইয়া যোগাচার দর্শন সম্বন্ধে একটি কারিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অভিধর্ম্মকোষ ও উক্ত কারিকাগ্রন্থ ব্যতীত গাথা-সংগ্রহ নামে তাঁহার অপর একটি গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গাথাসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট গাথাগুলি উদানবর্গের ন্যায় একটি সংস্কৃত ধর্ম্মপদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। বসুবন্ধু-কৃত গ্রন্থত্রয় পরীক্ষা করিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে তিনি মহাযান ভাবাপন্ন হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বৈভাষিক আচার্য্যই ছিলেন। তাঁহার গাথাসংগ্রহ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, যেন উদানবর্গের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই ইহার গাথাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ বিবরণসমূহে বোধিসত্ত্ব অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর সহিত আচার্য্য ধর্ম্মত্রাতের নাম সংযুক্ত আছে, অধিকন্তু তারানাথের ইতিহাসে জনৈক বৈভাষিকাচার্য্য ধর্ম্মত্রাত বসুবন্ধু-কৃত অভিধর্ম্মকোষের ব্যাখ্যাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সকল অনুধাবন করিলে মনে হয়, যেন গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত অথবা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের সময়ে বৈভাষিক ত্রিপিটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মে এই সংস্করণের ত্রিপিটক-ভুক্ত গ্রন্থগুলি ইহাদিগের মূল উপজীব্য গ্রন্থগুলির গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নামে পরিচিত করা হইয়াছিল। তিন

তিন জন বসুমিত্র, অশ্বঘোষ ও ধর্ম্মত্রাতের মধ্যে প্রথম দুই দুই জন সৌত্রান্তিক-বা-মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ-ত্রিপিটক ও বৈভাষিক ত্রিপিটকের প্রথম সংস্করণের সহিত সংযুক্ত। আবার ইহারা সকলে কণিষ্ক-সঙ্গীতির সহিত বিজড়িত। ইহা কিরূপে হয়? এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া একজন কণিষ্কের পরিবর্ত্তে দুইজন কণিষ্কের এবং এক কণিষ্ক-সঙ্গীতির পরিবর্ত্তে দুই কণিষ্ক-সঙ্গীতির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। দুই কণিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আমরা কণিষ্ক-সঙ্গীতি-বিষয়ে বৌদ্ধবিবরণসমূহের নিম্নোক্ত বিরোধাত্মক উক্তিগুলিরও সমাধান করিতে পারি :—

(১) কোন কোন বিবরণমতে কণিষ্ক-সঙ্গীতির স্থান জালন্ধর, আবার কোন কোন বিবরণ মতে উক্ত সঙ্গীতির স্থান কাশ্মীর।

(২) পরমার্থ লিখিত বসুবন্ধুচরিতের মতে কণিষ্ক-সঙ্গীতির কাল বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরবর্ত্তী এবং অন্যান্য বিবরণ মতে ৩০০ কিংবা ৪০০ বৎসর পরবর্ত্তী।

এতদ্ব্যতীত গান্ধার-সর্ব্বাস্তিবাদ ও কাশ্মীর-সর্ব্বাস্তিবাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে যে বিরোধ এবং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও উক্ত অনুমান দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে।

দুই জন কণিষ্করাজার অস্তিত্ব বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ আর, কিমুরা চৈনিক সাহিত্য হইতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদিগের গোচরীভূত করিয়াছেন :—

সংযুক্ত-রত্ন-পিটকসূত্রের * চৈনিক অনুবাদে লিখিত আছে যে, কণিষ্ক কর্ত্তৃক অশ্বঘোষ, মাথুর ও চরক নামক তিনজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সভাসদ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অশ্বঘোষ সত্যই কণিষ্কের সমসাময়িক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। চৈনিক ত্রিপিটকে অশ্বঘোষ-কৃত সূত্রালঙ্কার শাস্ত্রের একটি অনুবাদ আছে †। ইহা অসঙ্গকৃত মহাযান সূত্রালঙ্কার নামক গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই চৈনিক অনুবাদের মধ্যে দুই স্থানে কণিষ্ক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথম স্থানে লিখিত আছে :—"আমি শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে রাজা চন্দ্রকণিষ্ক স্বীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া ৫০০ ভিক্ষু দেখিতে পাইয়াছিলেন।" দ্বিতীয় স্থানে লিখিত আছে :—"আমি শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কুষাণ বংশীয় রাজা কণিষ্ক প্রাচ্যদেশ জয় করিয়াছিলেন।" এই দুই উক্তি যেই ভাবে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই ধারণা হয় যেন এক কণিষ্কের সমসাময়িক অশ্বঘোষ অপর এক পূর্ব্ববর্ত্তী কণিষ্ককে লক্ষ্য করিয়াছেন। কণিষ্ক-সঙ্গীতির অধিবেশনে

* Nanjio's Catalogue of the Chinese Tripitaka, p. 296, No. 1329.
† Ibid, p. 261, No. 1182.

সঙ্কলিত অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হয় *। ইহার "নিগমন" (Colophon) অংশে হিউয়েন্-সাঙ নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরে ৫০০ অর্হৎ সমবেত হইয়া যেই অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন আমি ইহার অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছি।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মূল শাস্ত্রের অনুবাদ-অংশে ঘটনাপ্রসঙ্গে কণিষ্ক সম্বন্ধে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কণিষ্ক জনৈক পূর্ব্বতন গান্ধাররাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।—"পূর্ব্বকালে গন্ধারদেশে রাজা কণিষ্ক জনৈক খোজাকে তাঁহার পরিচারকপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" এবম্বিধ একটি উক্তি গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। পক্ষান্তরে হিউয়েন্-সাঙ-লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত আছে যে, রাজা কণিষ্কের রাজত্বকালে এবং তাঁহারই সহায়তায় কাশ্মীর দেশে যে সঙ্গীতি আহূত হয় উহার অধিবেশনে ৫০০ স্থবির বোধিসত্ত্ব বসুমিত্রের সভাপতিত্বে উক্ত অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এক কণিষ্কের রাজত্বকালে প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে অপর এক পূর্ব্ববর্ত্তী কণিষ্কের উল্লেখ আছে—ইহাতে দুইজন কণিষ্কের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কিরূপে?

কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে সিল্‌ভেঁলেভির আলোচনা—বৌদ্ধ-রাজা কণিষ্কের রাজত্বকালসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক সিল্‌ভেঁলেভি ১৯১৪ ইংরেজীর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ-বিনয়ের ভৈষজ্যবস্তু খণ্ডে গান্ধারের বৌদ্ধ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে বুদ্ধের মুখে কণিষ্কের স্তূপ নির্ম্মাণ বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রদত্ত হইয়াছে। হুবের নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত তাঁহার একটি ফরাসী গ্রন্থে † এই ভবিষ্যদ্বাণীর চৈনিক অনুবাদ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। বুদ্ধ বলিতেছেন—'এখন যে বালকটি ক্রীড়াচ্ছলে মাটিতে স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে সে উত্তরকালে, আমার পরিনির্ব্বাণের পর কণিষ্ক নামক রাজা হইবে। সে যে বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করিবে তাহা কণিষ্কস্তূপ নামে অভিহিত হইবে এবং তাহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইবে।' ইৎ-সিঙের তত্ত্বাবধানে এই যে অনুবাদ হইয়াছিল ইহাতে মূল বিষয় অত্যন্ত সংক্ষেপ করা হইয়াছে এবং অনুবাদও ভুল হইয়াছে। দুল্ব নামক বিনয় পিটকের তিব্বতীয় অনুবাদে ‡ এই ভবিষ্যদ্বাণী আরও বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে বুদ্ধ বলিতেছেন—'আমার পরিনির্ব্বাণের পর ৪০০ বৎসর অতীত

* Ibid, p. 277, No. 1263.
† Etudes Buddhiques (B E F O, t. XIV, NO. I, P. 18)
‡ Dulva, ii, 2476 I. 2.

হইলে কুষাণবংশে কণিষ্ক নামে এক রাজা হইবে।' ইহাতে যে তারিখ উল্লিখিত হইয়াছে হিউয়েন্-সাঙও তাহা বলিতেছেন—'পরিনির্ব্বাণের ৪০০ বৎসর পুরে কণিষ্ক রাজসিংহাসন অধিরোহণ করিবেন *.........।' চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ বরাবরই মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ-বিনয়ানুযায়ী, এখানেও তিনি ঐ গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু কণিষ্ক কোন বংশের রাজা তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিব্বতীয় অনুবাদে সতর্কতার সহিত মূলের সকল কথা রক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কণিষ্ক কুষাণবংশীয় রাজা। কণিষ্কের কালনির্ণয়বিষয়ে ঐ বিনয়ে আর একটি সূত্র পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে স্থানান্তরে লিখিত আছে, বুদ্ধ শূরসেনদেশের গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়া আনন্দকে বলিতেছেন—'আমার পরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে নট ও ভট † দুই ভাই, এইখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহা তাহাদের স্বনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।........ মথুরার উপকণ্ঠে গুপ্ত নামে জনৈক গন্ধিকের উপগুপ্ত নামক এক পুত্র হইবে। সে বুদ্ধের ন্যায় বহু অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত হইবে। আমার পরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে সে সংসার ত্যাগ করিয়া আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। সে বুদ্ধবিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিবে।' এই ভবিষ্যদ্বাণী চৈনিক ও তিব্বতীয় অনুবাদে একরূপই আছে। ইহা দিব্যাবদানের 'পাংশুপ্রদান' আখ্যায়িকার অনুরূপ। ইহাতে লিখিত আছে—"অস্যাং আনন্দ মথুরায়াং মম বর্ষশত পরিনির্ব্বৃতস্য গুপ্তো নাম গন্ধিকো ভবিষ্যতি। তস্য পুত্রো ভবিষ্যত্যুপগুপ্তো নামা লক্ষণকো বুদ্ধো যো মম বর্ষশত পরিনির্ব্বৃতস্য বুদ্ধকার্য্যং করিষ্যতি" ‡। চৈনিক ভাষায় যে অশোকাবদানের দ্বিবিধ সংস্করণ আছে তাহাতেও এই উপাখ্যান ও ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আবার মূল সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়ের সংযুক্তবস্তুর শেষ অধ্যায়ে আনন্দের নির্ব্বাণকালীন যে ধর্ম্মপ্রসারবিষয়িণী ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া, অবিকল পুনরুক্ত হইয়াছে।

অশোক উপগুপ্তের শিষ্য, সুতরাং উপগুপ্ত অশোকের পূর্ব্ব বয়সের সমসাময়িক। মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ-বিনয়ের এই কাল-পারম্পর্যে (খুব সম্ভব ইহা কণিষ্কের পরেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) তিনটি কাল পর্য্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অশোক ২৬৯ ও ২২৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অশোকের গুরু উপগুপ্তের উপসম্পদা অশোক রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে হইয়া থাকিবে, ইহার পরে হইতে পারে না। অশোক

* Cf. Beal, Records of the western world, II, P 66.
"Four hundred years ofter my departure from the world, there will be a king who shall rule it called Kanishka (Kia-ni-ne-kia); not far to the South of this spot he will raise a *stupa* which will contain many various relics of my bones and flesh."

† দিব্যাবদান, পৃঃ ৩৪৯।

‡ দিব্যাবদান, পৃঃ ৩৪৮, ৩৪৯ ও ৩৫০ পৃঃ দ্রঃ।

ও কণিষ্কের মধ্যে ৩০০ বৎসরের ব্যবধান হইলে কণিষ্কের কাল (৩০০-২২৭) প্রায় ৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গিয়া দাঁড়ায়।

কণিষ্কের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থে উল্লিখিত বুদ্ধাব্দসূচক উক্তির ব্যাখ্যা।—বসুমিত্র-কৃত সময়-ভেদ-পরচন-চক্র নামক গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদত্রয়ে দুই তিন প্রকারে বুদ্ধাব্দসংখ্যা সূচিত হইয়াছে। হিউয়েন্-সাঙ-কৃত অনুবাদে যাহা কথঞ্চিৎ অনির্দ্দিষ্টভাবে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে পরমার্থ ও কুমারাজীব-কৃত অনুবাদদ্বয়ে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী ১১৬ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত আছে। হিউয়েন্-সাঙ ও পরমার্থ-কৃত অনুবাদদ্বয়ে যাহা দ্বিতীয় একশত বৎসর বলিয়া লিখিত আছে, তাহা কুমারাজীবের অনুবাদে কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। যে স্থলে কুমারাজীবের অনুবাদে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর উক্তিটি আছে তৎস্থলে হিউয়েন্-সাঙের অনুবাদে লিখিত আছে—'যখন দ্বিতীয় একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে,' এবং পরমার্থের অনুবাদে লিখিত আছে: 'দ্বিতীয় একশত বৎসর পূর্ণ হইলে,' হিউয়েন্-সাঙও পরমার্থ-কৃত অনুবাদের 'তৃতীয় একশত বৎসরের' স্থলে কুমারাজীব '৩০০ বৎসর' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। হিউয়েন্-সাঙের অনুবাদে যেখানে 'তৃতীয় একশত বর্ষের শেষে' উক্তিটি নিবদ্ধ আছে, তৎস্থলে পরমার্থের অনুবাদে লিখিত আছে, 'তৃতীয় একশত বর্ষে' এবং কুমারাজীবের অনুবাদে লিখিত আছে '৩০০ বর্ষে', যে স্থলে হিউয়েন্-সাঙের অনুবাদে লিখিত আছে, 'চতুর্থ একশত বৎসরের প্রারম্ভে' সে স্থলে পরমার্থ লিখিয়াছেন, 'চতুর্থ একশত বর্ষে' এবং কুমারজীব লিখিয়াছেন '৪০০ বর্ষে'। চৈনিক অনুবাদের 'কিঞ্চিদধিক' কথাটি কতকাংশে পালিগ্রন্থ ও অশোক অনুশাসনের সাতিরেক বা সাধিক শব্দের তুল্য। সাতিরেক বা সাধিক একশত বৎসর বাক্যে একশতের অধিক ও দুইশতের কম এইরূপ একটি সংখ্যাই নির্দ্দেশ করে। যে স্থলে সাতিরেক বা কিঞ্চিদধিক শব্দটি অব্দ সংখ্যার পূর্ব্বে ব্যবহৃত আছে, সে স্থলে তাৎপর্য্য-বিষয়ে গোলযোগের কারণ দেখা যায় না। কিন্তু যে স্থলে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই সে স্থলে তাৎপর্য্য-বিষয়ে গোলযোগ দৃষ্ট হয়। দুই শত বর্ষ লিখিত থাকিলে তদ্দ্বারা পূর্ণ দুই শত বর্ষ, দুই শতাব্দীর সমাপ্তি, এমন কি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালও জ্ঞাপিত হইতে পারে,—দুই শত বর্ষ বলিতে (১০১-২০১) এক শত এক বর্ষ হইতে—দুই শত এক বর্ষ পর্য্যন্ত বুঝায়। ইউয়েন্-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে এক স্থানে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তীকালে ৪০০ বর্ষ গতে বা ৪০০ বর্ষে কণিষ্ক নামে এক রাজা হইবেন। ফাহিয়ান্ ও সুঙ-ইয়ুনের ভ্রমণবৃত্তান্তে এইরূপ কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ আছে। এই

স্থলেও সমস্যা হইতেছে, এই কিংবদন্তীর তাৎপর্য্য কি—বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে, অথবা চতুর্থ শতাব্দী গত হইয়া পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে, কিংবা ঠিক চতুঃশততম বর্ষে? বসুবন্ধু-কৃত পরমার্থের জীবনচরিতের চৈনিক অনুবাদে বুদ্ধাব্দ-সূচক দুইটি উক্তি জাপানী অধ্যাপক টাকাকুসু কর্ত্তৃক নিম্নলিখিতভাবে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে:—(১)* বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৬০০ বৎসর পরে একজন অর্হৎ জীবিত ছিলেন। এই সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দটি চৈনিক ভাষায় বু-পাই-নিয়েন-চুং (Bu-pai-nien-chung); ইহার অর্থ পঞ্চ শতক বৎসরে, ৫০০ হইতে ৫৯৯ বুদ্ধাব্দের সময়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। (২)† বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরবর্ত্তী দশম শতাব্দীতে একজন পাষণ্ড ছিল। উক্ত অব্দজ্ঞাপক শব্দটি চৈনিক ভাষায় কিউ-পাই-নিয়েন-চুং (Kiu-pai-nien-chung); ইহার অর্থ নব শতক বৎসরে অর্থাৎ ৯০০ হইতে ৯৯৯ বুদ্ধাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর মধ্যে।

ফরাসী মুসিঁয়ে পেরি উল্লিখিত অব্দসূচক উক্তিদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:—এতাদৃশ চৈনিক অব্দবাচক সংখ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বান্ত হইতে বা অপরান্ত হইতে এইরূপ একটি বাক্য উহ্য আছে এইরূপ মনে করা আবশ্যক। যেখানে অপর কোন নির্দ্দেশ না থাকে সেখানে সাধারণতঃ শতাব্দীর পূর্ব্বান্ত হইতে বর্ষ গণনা করা সমীচীন। দৃষ্টান্ত:—দুই শত বৎসর লিখিত থাকিলে ১০১-২০০ বৎসর, ৩০০ বৎসর লিখিত থাকিলে ২০১-৩০০ বৎসর, ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কে মুসিঁয়ে পেরির সহিত এই বিষয়ে একমত হইয়া বলেন যে, অধ্যাপক টাকাকুসুর উদ্ধৃত চৈনিক উক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য্য ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ দাঁড়াইতে পারে না। উক্তিদ্বয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাক্রমে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এইরূপ হইবে। ইংলণ্ডবাসী লেখকদিগের মধ্যে ডাক্তার টমাস অধ্যাপক টাকাকুসুর ব্যাখ্যা, মুসিঁয়ে পেরির ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। মুসিঁয়ে পেরি ও ফ্র্যাঙ্কের সমালোচনার উত্তরে অঃ টাকাকুসু তাঁহার পূর্ব্বমত নিম্নলিখিত-ভাবে সমর্থন করিয়াছেন:—

"আমি বসুবন্ধুর জীবনচরিতের অনুবাদে চৈনিক ৯০০ বৎসর ও ৫০০ বৎসরের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার পরিবর্ত্তন করিবার হেতু নাই। চৈনিক বু-পাই-নিয়েন-চুং উক্তির বাক্যার্থ পঞ্চশত বৎসরাভ্যন্তরে, কিন্তু ইহা বসুবন্ধুর ব্যখ্যায় ব্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং তাহার বাক্যান্বয় হইতে বুঝিতে হয়, তদ্দ্বারা এক একটি নির্দ্দিষ্টকালই অভিপ্রেত হইয়াছে। পঞ্চশততম, নব শততম কিংবা কিঞ্চিদধিক পঞ্চশততম, নবশততম অর্থই

---

* টুঙ—পাও, ২য় পর্য্যায়, ৫ম খণ্ড, ১৯০৪, পৃঃ ২৭৬।
† „ „ „ „ „ পৃঃ ২৮১।

সঙ্গত হয়। কিঞ্চিদূন পঞ্চশততম, নবশততম অর্থ কদাপি সঙ্গত হয় না। শতাব্দীর উত্তরকালবর্ত্তী বর্ষসংখ্যাগুলি বাদ দেওয়াই চৈনিক ভাষারীতির পক্ষে স্বাভাবিক। চৈনিক সাহিত্যে নয়শত্বৎসর নবম শতাব্দী অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমি জ্ঞাত নহি। অঃ ওয়াসিলিপ্ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর দ্বিবর্ষশত গতে, ত্রিবর্ষশত গতে ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়া শতাব্দীর উপরের বর্ষগুলি পাঠকের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। বসুমিত্র-কৃত সময়-ভেদ-পরচন-চক্রের চৈনিক অনুবাদত্রয়ের উক্তিগুলির দ্বারাও মৎপ্রদত্ত ব্যাখ্যার সারবত্তা প্রতিপন্ন হয়।"

দেখা যাউক, উপরিউক্ত ব্যাখ্যার তারতম্যে কণিষ্কের কালনির্ণয়ে কিরূপ তারতম্য হয়। আমরা দেখিয়াছি, অব্দ সংখ্যার পূর্ব্বে সাতিরেক কিংবা সাধিক শব্দ ব্যবহৃত থাকিলে ইহার অর্থ বোধে গোলযোগ হয় না, সাতিরেক চারি শতবর্ষ থাকিলে ইহার অর্থ হয় চারি শতের অধিক ও পাঁচ শতের কম কোন একটি সংখ্যা। যে স্থলে সাতিরেক ও প্রায়ের মত আধিক্য-বা-ন্যূনতাজ্ঞাপক কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হয় না সেই স্থলে চারিশতবর্ষ বাক্যের ত্রিবিধ অর্থ সম্ভবপর :—(১) পূর্ণ চারিশত বর্ষ; (২) তিনশত এক ও চারিশত বর্ষের মধ্যবর্ত্তী (৩০১—৪০০) সময়ে; (৩) চারিশত এক ও পাঁচশত বর্ষের মধ্যবর্ত্তী (৪০১—৫০০) সময়ে। কণিষ্কের রাজত্ব ও কণিষ্ক-সঙ্গীতির কালবিষয়ে দ্বিবিধ কিংবদন্তী আছে। পরমার্থের লিখিত মতানুসারে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৫০০ বর্ষ পরে এবং অন্যান্য বৌদ্ধ কিংবদন্তীমতে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর চারিশত বৎসর গত হইলে। যদি এই দুই সংখ্যায় যথাক্রমে পূর্ণ ৫০০ বৎসর ও পূর্ণ ৪০০ বৎসর গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, সাধারণ বৌদ্ধ কিংবদন্তী মতে কণিষ্ক-সঙ্গীতি খ্রীঃ পূঃ ৮৪ অব্দে এবং পরমার্থ মতে খ্রীঃ ১৬ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যদি অঃ টাকাকুসুর ব্যাখ্যামতে ৪০০ বর্ষে চারিশত এক ও পাঁচ শতের (৪০১—৫০০) মধ্যবর্ত্তী কোন বর্ষ এবং ডাঃ ফ্র্যাঙ্কের ব্যাখ্যা মতে ৫০০ বর্ষে চারি শত এক এবং পাঁচশতের (৪০১—৫০০) মধ্যবর্ত্তী কোন বর্ষ হয় তাহা হইলে বৌদ্ধ কিংবদন্তীসমূহের মধ্যে কোন তারতম্য থাকে না। আবার অঃ টাকাকুসুর ব্যাখ্যমতে চারিশত বর্ষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কণিষ্কের রাজত্ব ও কণিষ্ক-সঙ্গীতি খ্রীঃ পূঃ ৮৪ অব্দের পরবর্ত্তী এক শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী ঘটনায় এবং তদনুসারে পাঁচশত বর্ষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কণিষ্কের রাজত্ব ও কণিষ্ক-সঙ্গীতি খ্রীঃ ১৬ অব্দের পরবর্ত্তী এক শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী ঘটনায় পরিণত হয়। ডাঃ ফ্র্যাঙ্কের ব্যাখ্যানুসারে চারি শত বর্ষের তাৎপর্য্য হয় খ্রীঃ পূঃ ৮৪ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী এক শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী এবং তদনুসারে পাঁচশত বর্ষের তাৎপর্য্য হয় খ্রীঃ ১৬ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী এক শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী। উভয়ের মধ্যে একদিকে

যেমন খুব নৈকট্য আছে অপরদিকে প্রায় ১০০ বৎসরের ব্যবধানের সম্ভাবনাও আছে। এই ১০০ বৎসরের গোলযোগ তিরোহিত হইয়া যায়, যদি আমরা মনে রাখি যে, সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে পালিগ্রন্থোক্ত কালাশোককে অশোক বা ধর্ম্মাশোকের সহিত এক বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া এই দুই রাজার মধ্যবর্ত্তী একশত বৎসরের ব্যবধান একেবারে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে টাকাকুসুর ব্যাখ্যাই দাঁড়াইতেছে, কিন্তু কণিষ্ক কোন শতাব্দীর লোক অনুমান করিতে পারিলেও ঠিক কোন বর্ষ হইতে কোন বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে না।

প্রাচীন লেখমালাদির সাহায্যে কণিষ্কের কালনির্ণয়।— বৈনিক গ্রন্থসমূহে কণিষ্কের রাজত্বকালজ্ঞাপক যে সকল অঙ্কের উল্লেখ আছে উহাদের সাহায্যে কণিষ্কের রাজত্বকালসম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি নাই। এই সন্দর্ভে কণিষ্ক ও পরবর্ত্তী কুষাণরাজগণের রাজত্বকালে বিভিন্ন স্থানে খোদিত প্রাচীনলেখমালা ও মুদ্রাদির সাহায্যে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় কিনা আমরা তাহা পরীক্ষা করিব। কণিষ্ক ও অন্যান্য কুষাণরাজগণের রাজত্ব-কালে খোদিত দানলিপিসমূহ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দ্বিবিধ অক্ষরে লিখিত আছে। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক জৈন ও অল্পসংখ্যক বৌদ্ধলিপি।

ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত প্রাচীন লেখমালায় কণিষ্কপ্রমুখ কুষাণরাজগণের রাজত্ব-বর্ষের পর্য্যায়ক্রমে যেইভাবে সন-তারিখ লিপিবদ্ধ আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

সারনাথ বৌদ্ধ ছত্রদণ্ডদানলিপি—	মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২০ ২ [=২২]
সারনাথ বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিতলিপি—	মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২০ ২ [=২২]
মথুরা কঙ্কালিটীলা জিন মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স ৪ গ্রি ১ দি ২০
জিন মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	দেবপুত্রস্য ক[ণি]ষ্কস্য স[ং] ৫ হে ১ দি ১
মথুরা কঙ্কালিটালা জৈন মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	........পংচমে ৫ গ্রি ৪ দি ৫
মথুরা, কঙ্কালিটীলা জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স ৫ হে ১ দি ১০ ২ [= ১২]
” ” ” ”	মহারাজস্য রাজা[তি]রাজস্য দেবপুত্রস্য যাহি কণিষ্কস্য সং ৭ হে ১ দি ১০ ৫ [= ১৫]
নিজমূর্ত্তি (লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ম)—	সং ৯ হে ৩ দি ১০

মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য কণিষ্কস্য রাজ্যসংবৎসরে নবমে [৯ বাস] মাসে প্রথ ১ দিবসে ৫
জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি— (লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ম)	সং ৯ হে ৩ দি ১০
প্রস্তর ফলকে খোদিত লিপি— (ব্রিটিশ মিউজিয়ম)	মহারাজস্য দেব[পুত্রস্য] কণিষ্কস্য সবৎসরে—[১০] গ্রি-২ দি ৯
জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি— (লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ম)	সং ১০ ২ [=১২] ব ৪ দি ১০ [১]
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সং ১০ ৫ [=১৫] গ্রি ৩ দি ১
ঐ ঐ	সং ১০ ৮ [=১৮] গ্রি ৪ দি ৩
ঐ ঐ	সং (?) ১০ [৮] ব ২ দি ১০ ১ [=১১]
ঐ ঐ	সং ১০ ৯ [=১৯] ব ৪ দি ১০
ঐ ঐ	সং [২০] গ্রি মা ১ দি ১০ ৫ [=১৫]
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	[সং ২০ গ্রি ৩] দি [১০] ৭
ঐ ঐ	সব ২০ ২ [=২২] গ্রি ১ দি
ঐ ঐ	সং ২০ [২] গ্রি ২ দি ৭
ইসাপুর স্তম্ভলিপি—	মহারাজস্য র[া]জা[তি]রাজস্য দেব[পু]ত্রস্য শাহের্বাসেষ্কস্য রাজ্য সংবৎসরে [চতু] বিং[শে] ব ২০ ৪ গ্রি মাসে চতুর্থে ৪ দিব[সে] বিংশ
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সবৎসরে পচবিশে হেমংতম[সে] তৃতীয়ে দিবসে বীশে
মথুরা জেলাটীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি	ষ্কস্য রাজ্যসংবৎসরে ২০:...৮...হেমন্ত ৩ দি......
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজ···ষ্কস সং ২০ ৯ [=২৯] হে ২ দি ৩০
ঐ ঐ	ম···র...স্য দেব[পু]ত্রস্য [হু]ষ্কস্য......একুনতী [স]......

মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স ৩০ ১ [=৩১] ব ১ দি ১০
ঐ ঐ ঐ	সব[ৎস]রে ৩০ ২ [=৩২] হেমন্ত মাসে ৪ দিবসে ২
মথুরা চৌবারাপাহাড়ে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হু[ ]বক্স্য সং ৩০ ৩ [=৩৩] গ্রি ১ দি ৮
বুদ্ধমূর্ত্তি (মথুরা মিউজিয়ম)—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হুবেক্স্য সং ৩০ ৩ [=৩৩] হেমত
মথুরা কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সং ৩০ [৫] ব ৩ দি ১০
মথুরায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ কুম্ভকলিপি—	সং পচত্রিশস্য (?)
বুদ্ধমূর্ত্তি (মথুরা মিউজিয়ম)—	[সং] ৩০ ১ [=৩১]...দি ২০
মথুরা কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত হস্তী-আকৃতি স্তম্ভশীর্ষে খোদিত লিপি—	[ম]হ[া]র[া]জস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য সং ৩০ ৮[=৩৮] হে ৩ দি ১০ ১ [=১১]
চারগাঁও নাগমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য হুবিষ্কস্য সবৎসরে চতুরিশ ৪০ হেমন্তমাসে ২ দিবসে ২০ ৩ [=২৩]
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	......৪০....হে...দি ১০
ঐ ঐ ঐ	শর[স] তম-মহরজস্য হুবিষ্কস্য সব[ৎস]রে ৪০ ৪ হল গৃ-[স্ত]মস ৩ দিবস ২
ঐ ঐ ঐ	সং ৪০ ৫ [=৪৫] ব [৩] দি ১০ [৭]
বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি— (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়-লাইব্রেরীতে রক্ষিত)—	[মহারাজস্য] হুবিষ্কস্য দেবপুত্রস্য স ৪০ ৫ [=৪৫] ব ৩ দি ১০ ৫ [=১৫]
মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স ৪০ ৭ [=৪৭] গৃ ২ দি ২০
সম্ভবনাথ মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য হুবক্স্য সংবছ[রে] ৪০ ৮ [=৪৮] ব ২ দি ১০ ৭ [=১৭]

মথুরা কঙ্কালিটীলার জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য হুবিষ্কস্য স ৪০ ৮ [=৪৮] হে ৪ দি ৫
ঐ ঐ ঐ	সং ৪০ ৯ [=৪৯] র্ব ৪ দি ২০
ঐ ঐ ঐ	পন ৫০ হেমন্তমাসে প
ঐ ঐ ঐ	[৫০] হে ২ দি ১
মথুরা বৌদ্ধমূর্ত্তি লিপি—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য রজ্যসং ৫০ হে ৩ দি [২]
মথুরা বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য সবৎসরে ৫০ ১ [=৫১] হেমংতমস ১ দিব[স]···
বুদ্ধবর্ম্মার স্থাপিত বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হুবক্ষস্য সংবৎসরে ৫০ ১ [=৫১] হেমন্তমাস ১
মথুরা জেলটীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য সংবৎসরে ৫০ ১ [=৫১] হেমংত মাস ১ দিব·· ···
মথুরা কঙ্কালিটীলায় জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সংবৎসর দ্বাপনা ৫০ ২ [=৫২] হেমন্ত[মা]স প্রথ ···দিবস পঞ্চবীশ ২০ ৫ [=২৫]
মথুরা কঙ্কালিটীলায় জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সব ৫০ ৪ [=৫৪] হেমন্তমাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১০
মথুরা শীতলঘাটি পাহাড়ে প্রাপ্ত জিন-মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সংবৎসরে সপ্তপঞ্চাশে ৫০ ৭ [=৫৭] হেমন্ততৃতীয়ে দিবসে ত্রয়োদশে
অপর একটী জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	শর[দ]তম মহারজস্য হুবক্ষস্য স[ং]বসরে অষ্টপন গ্র[সা] মস ৩ [দ] বিস
মথুরা কঙ্কালিটীলার প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	ম[হা]রা[জ]স্য র[াজা]তিরাজস্য দেবপুত্রস্য হুবক্ষস্য সং ৬০ হেমন্তমাসে ৪ দি ১০
ঐ ঐ ঐ	স ৬০ ২ ব ২ দি ৫

সাঞ্চিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	............স্য রাজাতিরাজস্য......পুত্রস্য শাহি বাসুস্কস্য সং [৬০] ৮ হে ১ [দি ৫]
একটী জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স ৭০ ১ [=৭১] ব ১ দি ১০ ৫ [=১৫]
মথুরা জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	স [ং] ৭০ ১ [=৭১] ব ১ দি ১০ ৫ [=১৫]
রামনগর চতুর্ম্মুখমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	[সং ৭০] ৪ গ্র ১ দি ৫
কুম্ভকলিপি (বৌদ্ধ)—	সং ৭০ ৪ [=৭৪]গ্রি ৪ দি ২০
মথুরা জেলটীলায় প্রস্তরফলকে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য [রা]......স্য দেবপুত্রস্য বাসু......... সবৎসরে ৭০ ৪ [=৭৪] বর্ষম[া]সে প্রথমে দিবসে ত্রিশে ৩০
মথুরা জেলটীলায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ কুম্ভক-লিপি—	সংবৎসরে ৭০ ৭[=৭৭] গ্রি ৩ দিব[া]স ৫
(মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র হুবিষ্কের বিহারের জন্য উৎসর্গীকৃত) মথুরার জেলটীলায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ কুম্ভকলিপি—	সং ৭০ ৪[=৭৪] গৃ ৪ দি ৪
বৌদ্ধ কুম্ভকলিপি (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত)—	সংবৎসরে ৭০ ৭[=৭৭] ব দিবসে ৫
মথুরার জেলটীলায় প্রাপ্ত কুম্ভকলিপি—	সং ৭০ ৭[=৭৭] গৃ ৪ দিবসে ২০ [৯]
" " "	সং ৭০ ৭[=৭৭] ব ১ দি ১০ ১ [=১১]
মথুরার কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তি—	স ৮০ ১[=৮১] ব ১ দি ৬
মথুরার কঙ্কালিটীলা জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য বাসুদেবস্য সং ৮০ ২[=৮২] মব ১ দি ১০ ২[=১২]
মথুরার কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্য বাসুদেবস্য সং ৮০ ৪ [=৮৩] গৃ ২ দি ১০ ৬[=১৬]
মথুরার জেলটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সং ৮০ ৩[=৮৩] গৃ ২ দি ২০ ৫[=২৫]

মথুরায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তি—	মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য দেবপুত্রস্ত [শাহি] বাসুদেবস্ত রাজ্য স[ং]বৎসরে ৮০৪[=৮৪] গ্রিষ্মমাসে দ্বি ২ দি ৫
মথুরা কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সং ৮০ ৬[=৮৬] হে ১ দি ১০ ২[=১২]
ঐ ঐ ঐ	[সং ৮০ ৭] গৃ ১ দি [২০]
ঐ ঐ ঐ	স [ং] ব [ৎসরে ৯০] ব···
ঐ ঐ ঐ	সং ৯০ ৩[=৯৩] [ব]
ঐ ঐ ঐ	সং ৯০ ৫[=৯৫] গ্রি ২ দি ১০ ৮[=১৮]
ঐ ঐ ঐ	রাজ্ঞ বাসুদেবস্ত সংবৎসরে ৯০ ৮[=৯৮] বর্ষমাসে ৪ দিবসে ১০ ১[=১১]
মথুরায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	সং ৯০ ৮[=৯৮] হে ১ দি ৫
অপর একটী খোদিত লিপি—	সং ৯০ ৯[=৯৯] গ্রি ২ দি ১০ ৬[=১৬]
মথুরার কঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত জিনমূর্ত্তিতে খোদিত লিপি—	মহারাজস্ত রাজাতিরাজস্ত স্বর্বচ্ছরস্বতে......২০০ ৯০ ৯ [=২৯৯] হমত বাসে ২ দিবসে ১

খরোষ্ঠী—অক্ষরে লিখিত প্রাচীন লেখমালায় কণিষ্ক প্রমুখ কুষাণ ও গুড়ুফরসাদি অপরাপর রাজগণের রাজত্ববর্ষের পর্য্যায়ক্রমে যেইভাবে সনতারিখ লিপিবদ্ধ আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

উৎকীরণাব্দ	প্রাপ্তিস্থান	রক্ষাস্থান	তারিখাংশে পাঠ	
২৮	হিদ্দা, জেলালাবাদের নিকট	হৃত	সংবৎসরে অঠবিংশতিহি ২০—৪-৪ মসে অপেলএ সন্তেহি দশ-হিং ১০	(ননীগোপাল মজুমদার)
৪০	শাকার দার্‌রা, ক্যাম্পবেলরের নিকট	লাহোর মিউজিয়াম	সং ২০ ২০ পোঠবদস মসস দিবসে বিশ-মি দি ২০	(রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়)
৪১	আরালিপি অর্থাৎ বাগনিলাবের ২ মাইল দুরবর্ত্তী একটি কূপের নলে খোদিত লিপি	লাহোর মিউজিয়ম	মহরজস রজতিরজস দেবপুত্রস প (?) খধরস……বসিষ্পপুত্রস ……………কণিক সংবৎসরএ একচতরি (শে)…সং ২০-২০-১ চেতস মসস দিব ৪	I.A. XXXVII P. 581. (রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়)
			মহরজস রজতিরজস দেবপুত্রস (ক) ইসরস ব-ষ্প-পুত্রস কণিষ্কস সংবৎসরে একচত (f)র(শ ই) সং ২০-২০-১ জেঠস মসস দি [২০-৪] ১—	(ননীগোপাল মজুমদার)
৫১	বর্দ্দক, কাবুল	ব্রিটিশ মিউজিয়ম	সং ২০ ২০ ১০ ১ মসস অঠচিত্রীয়স ব্রেহি ১৫……… ইমেন ঝুশলাথিলেন মহরজ রজাতিরজ হুবিষ্কস্য কঅন ভগয়ে ভবতু	J. R. A. S. (old series) Vol. XX P. 255.
			সং ২০-২০-১০-১ মস্ত অর্থমিসিয় সম্থেহি ১০-৪-১	(ননীগোপাল মজুমদার)

উৎকীরণাঙ্ক	প্রাপ্তিস্থান	রক্ষাস্থান	তারিখাংশের পাঠ	
৬১	ওহিন্দ পেশোয়ার জেলা	হুণ্ড	সং ২০-২০-২০-১ চৈত্রস মহস দিবস অঠমি দি ৪-৪	(ননীগোপাল মজুমদার)
৬৮	ফতেজঙ্গ চসার চিকট	লাহোর মিউজিয়ম	সং ২০-২০-২০-৪-৪ প্রোঠ- বতস মসস দিবসে ষোড়শে ১০-৪-১-১	
৭৮	তক্ষশিলা (তাম্রপট্ট)	রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন	(সংবৎস)রয়ে, অঠসততিয়এ ২০-২০-২০ ২০-১০---৪-৪ মহ??স মহংতএ [মো]গস প(সমস) মসস দিবসে পংমিচনে ৪-১	(ননীগোপাল মজুমদার)
৮১	মুচাই, যুসুফজই জেলা	লাহোর মিউজিয়ম	বষে একবিংশতি-তমএ ২০ ২০	(রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)
			২০—২০—১	(ননীগোপাল মজুমদার)
১০২	মহাবন	লাহোর মিউজিয়ম	সংবৎসরয়ে ১-১০০ ১-১	
১০৩	তখৎ-ই-বহঈ	লাহোর মিউজিয়ম	মহরয়স গুডুফরস বষ ২০ ৪-১-১ সংবৎস(র) (তি)শতিতমএ ১-১০০ ১-১-১ বেশখস মসস দিবসে অঠম	(ননীগোপাল মজুমদার)
১১৪	পাজা, পেশোয়ার জেলা	লাহোর মিউজিয়ম	সংবৎসরয়ে একদশ[শ]তিময়ে ১-১০০ ১০-১ শ্রবণস মসস দি(ব)সে পচদশে ১০—৪—১	(রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)
			সংবৎসরয়ে একদশা(প)তিমরে ১-১০০-১০-১ শ্রবণস মসস দিবসে পচদসে ১০-৪-১	(ননীগোপাল মজুমদার)
১১৬	কলদাররা, দর্গাইর নিকট	লাহোর মিউজিয়ম	বস ১-১০০ ১০-৩ শ্রবণস ২০	(রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

